পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 145 Saturday, 26 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৪৫ সংখ্যা ❋ ১২ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার, ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সাভারকর মন্তব্যে রাহুলকে কড়া হুঁশিয়ারি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ বীর সাভারকরকে নিয়ে লাগাতার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তার পরেই তাঁকে কড়া ভাষায় সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের সাফ কথা, সাভারকরের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কুকথা বরদাস্ত করা হবে না। আগামী দিনে এই ধরনের কোনও মন্তব্য করলে ফল ভুগতে হবে। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত কয়েক বছরে লাগাতার সাভারকর নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে চলেছেন তিনি। সত্য জানা সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। এই ধরনের ঘটনা সাভারকরের মতো একজন ব্যক্তিত্বের সম্মানহানি করা। পাশাপাশি তাঁর পরিবারকে আঘাত করা। বস্তুত এই ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক আদালতে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন আদালত থেকে সমন পাঠানো হয় তাঁকে। রাহুল এই সব সমনে স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সেই স্থগিতাদেশ দিয়ে তাঁকে স্বস্তি দিল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে রীতিমতো কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হল কংগ্রেস নেতাকে। রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চ বলল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কোনওরকম কুকথা আমরা বরদাস্ত করতে পারব না। এরপর তো কেউ বলে দেবে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের চাকর। বিরোধী দলনেতার আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকে উদ্দেশ করে সুপ্রিম কোর্ট বলল, আপনার মক্কেল কি জানেন, গান্ধীজিও ভাইসরয়কে চিঠি লেখার সময় আপনার অনুগত বলে সম্বোধন করতেন? আপনার মক্কেল কি জানেন, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ঠাকুমা সাভারকরের প্রশংসা করতেন? শীর্ষ আদালত বলছে, যারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিল, তাঁদের নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য কেন? সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, রাহুল সাভারকর নিয়ে যা যা মন্তব্য করেছেন, সবটাই দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আগামী দিনে মেনে নেওয়া হবে না। ভবিষ্যতে এই ধরনের মন্তব্য করলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করবে।

ওয়াকফ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল কেন্দ্র। সেখানে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। এদিন শীর্ষ আদালতে কেঃদ্র জানিয়েছে, নয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইনের উপর কোনওরকম স্থগিতাদেশ দেওয়া হলে কেঃদ্র তার বিরোধীতা করবে। তাছাড়া সংসদ প্রণীত আইনের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ চাপানো হলে, তা ক্ষমতার ভারসাম্যকে নষ্ট করার চেষ্টা বলেই গন্য করা হবে। সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। একাধিক মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। বিতর্কের মধ্যে পরবর্তী শুনানী পর্যন্ত ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের নেওয়ার ব্যাপারে এই আইনের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়ার কথা জানায় শীর্ষ আদালত। এরপরই বিচারব্যবস্থাকে নিশানা করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বিচারব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করেন। সেসময় তিনি বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট আইন তৈরি করতে চাইছে। তাহলে সংসদের কী প্রয়োজন? সংসদ বন্ধ করে দিলেই হয়। এই আবহে ওয়াকফ সংশোধনি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের হলফনামা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ৫ মে অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়ার বিষয়ে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

গ্রেপ্তার সমাজকর্মী মেধা পাটেকর, আদালতের নির্দেশে মিলল মুক্তিও

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ পুরনো এক মানহানি মামলায় গ্রেপ্তারি। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আদালতে নির্দেশে জেল থেকে মুক্ত হলেন 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের নেত্রী তথা স্বনামধন্য সমাজকর্মী মেধা পাটেকর। শুক্রবার দুপুরে দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার দায়ের করা ২৪ বছরের পুরনো এক মানহানির মামলায় মেধাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে দিল্লির আদালত ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নেত্রীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে, ২০০০ সালে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন নিয়ে যখন একেবারে চূড়ান্ত ব্যস্ত মেধা পাটেকর, দিকে দিকে তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন মানুষজন, সেসময় তৎকালীন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিভিল লিবার্টিজ' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি ছিলেন বর্তমান দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। তাঁর সংগঠন নর্মদা আন্দোলনের বিরোধিতা করে বিজ্ঞাপন দেয়। এর পাল্টা মেধাও সাক্সেনার বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ তোলেন। নেত্রীর অভিযোগ ছিল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির তৎকালীন সভাপতি ভিকে সাক্সেনা হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশ থেকে আর্থিক লেনদেনে যুক্ত। গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'এজেন্ট' হিসেবেও তিনি চিহ্নিত করেছিলেন সাক্সেনাকে। তাতে মেধা পাটেকরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন ভিকে সাক্সেনা। ২০০৩ সালে মামলাটি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এই মামলায় আগেই মেধা পাটেকরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য মামলা দায়ের হয়েছিল। বুধবার প্রবেশন বন্ডের জন্য তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হতো। কিন্তু ওইদিন তিনি আদালতে হাজিরা এড়িয়ে যান। আর সেই কারণেই শুক্রবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে সত্তর বছর বয়সি সমাজকর্মীকে। এদিন আদালতে মেধার আইনজীবী সওয়াল করেন, জামিন অযোগ্য মামলায় গ্রেপ্তারি নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে আমরা প্রবেশন বন্ডে সই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আরও কিছুটা সময় দেওয়া হোক, আজই আমি প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করব। তাঁর বক্তব্য শুনে দিল্লিতে সাকেত কোর্টের বিচারক বিপিন খারব জানান, সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে আমি মুক্তির নির্দেশ দিতে পারব না। অর্থাৎ প্রবেশন বন্ড সংক্রান্ত যা করা দরকার, তা করতেই হবে। এরপর প্রবেশন বন্ডের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় কয়েকঘণ্টার মধ্যে মেধা পাটেকর মুক্তি পান।

পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠান', সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা শাহর

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ সমস্ত পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠান। সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এই নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানিদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। বাতিল হয়েছে পাকিস্তানিদের ভিসাও। তবে শাহী নির্দেশিকা নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জেরে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কার্যত শেষ। নয়াদিল্লির তরফে হামলার পরদিনই ঘোষণা করা হয়েছে, পাকিস্তানিদের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভারতে বর্তমানে যেসমস্ত পাকিস্তানিরা রয়েছেন, তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে। সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, আগামী দিনে আর কোনও পাক নাগরিক ভারতের ভিসা পাবে না। এমনকী সার্ক দেশভুক্ত দেশগুলিকে যে বিশেষ 'এসভিইএস' ভিসা দেওয়া হয় সেটাও বাতিল করা হবে। পাক নাগরিকদের মধ্যে যারা মেডিক্যাল ভিসায় এ দেশে রয়েছেন, আগামী ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ছাড়তে

হবে তাঁদেরও। পাক নাগরিকদের দেশ ছাড়ার সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন অমিত শাহ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক রাজ্য খুঁজে দেখতে হবে কতজন পাকিস্তানি রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত ফেরত পাঠাতে হবে। তবে প্রশ্ন উঠছে, লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানিদের কী হবে? কলকাতার গোয়েন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত 'লং টার্ম ভিসা' বা 'এলটিভি' নিয়ে ৩০ জন পাকিস্তানি রয়েছেন কলকাতায়। তাঁদের মধ্যে একটি বড় অংশই গৃহবধূ। এই পাক-বধূদের মধ্যে কয়েকজন অনেক বছর ধরেই রয়েছেন কলকাতায়। নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তান থেকে বিবাহসূত্রে কেউ ভারতে এলে বিবেচনার পর প্রথমে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য 'এলটিভি' দেওয়া হয়। এর পর থেকে এক বা দু'বছরের ভিসা দেওয়া হয়। সেই ভিসা পুনর্নবীকরণের জন্য পাক নাগরিকদের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় গোয়েন্দাদের। শাহের নতুন নির্দেশের,পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে লং টার্ম ভিসাধারীদেরও এবার ভারত ছাড়তে হবে কি। প্রশ্ন উঠএছ তা নিয়ে।

সুপার নিউমেরারি পোস্টে নিয়োগে আগ্রহী রাজ্য, 'আবেদন করুন', মন্তব্য বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা। কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ সুপার নিউমেরারি পোস্টে নিয়োগ নিয়ে বিশেষ আগ্রহী রাজ্য সরকার। তাই আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টে দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। আদালতে হাই কোর্টের আগের স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার আর্জি অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত করলেন। শুক্রবার মামলাটি ওঠে বিচারপতি বিশ্বজি বসুর এজলাসে। কোনও মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা হলফনামা নয়। রাজ্যকে আবেদনের নির্দেশ বিচারপতি বসুর। সেই আবেদনে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিনের শুনানিতে রাজ্য সরকার আদালতে জানায় সুপার নিউমারি পোস্ট নিয়ে মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকায় নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। ১৮ এপ্রিল ২০২৩ হাই কোর্টের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হলে রাজ্য এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তা শুনে বিচারপতি এজিকে প্রশ্ন করেন সুপার নিউমেরারি পদ নিয়ে শীর্ষ আদালতে রাজ্যের বক্তব্য কী ছিল? পোস্ট ক্যাপাসিটি কত ছিল? বিচারপতি আরও প্রশ্ন করেন, আপনারা কি আজ এই মূহূর্তে চাকরি দিতে প্রস্তুত? উত্তরে রাজ্য জানান, হাই কোর্টের জানুয়ারির অর্ডার খারিজ হলে সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করতে পারি।এরপরই বিচারপতি বলেন, আপনি তাহলে কেন মৌখিক আর্জি করছেন। আবেদন করুন। আমি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। বিচারপতি বসু জানতে চান, শীর্ষ আদালত কী কী ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে জানতে চাইছি।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানই যে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের জনক অকপটে এবার তা স্বীকার করে নিল ইসলামাবাদ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ' ইস্যুতে পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ জানালেন, এটা সত্যি যে গত তিন দশক ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে এসেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তান পরিচালিত জঙ্গি হামলার ঘটনার পর পাক মন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সরগরম কূটনৈতিক মহল।জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন চরম আকার নিয়েছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের ইন্ধন স্বীকার করে নেন আসিফ। তিনি বলেন, আমরা এই ঘৃণ্য কাজ গত তিন দশক ধরে করে এসেছি। একইসঙ্গে তিনি বলেন, এই কাজ পাকিস্তান করেছে, আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ পশ্চিমের দেশগুলির জন্য। এটা আমাদের ভুল ছিল। যার ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে। আমাদের সেই অতীতের জন্য আপনি (সাংবাদিক) আমাকে এই প্রশ্ন করছেন। এরপর আক্ষেপের সুরে বলেন, যদি আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে ৯ /১১-এর পরবর্তী যুদ্ধে যোগ না

দিতাম, তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরকম হত। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটককে নৃশংস হত্যার ঘটনায় নিঃদায় মুখর গোটা বিশ্ব। ইতিমধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে উঠে এসেছে পাক যোগের ইঙ্গিত। হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানের লস্কর ই তইবার ছায়া সংগঠন ' রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট ' বা ' এ প্রসঙ্গে পাক মন্ত্রীর দাবি, পাকিস্তান থেকে লস্কর ই তইবা শেষ হয়ে গিয়েছে। অতীতে লস্করের সঙ্গে পাকিস্তানের কিছু সম্পর্ক ছিল ঠিকই তবে বর্তমানে যে সংগঠন নেই তার ছায়া সংগঠন কথা থেকে আসছে। পাকিস্তানের সঙ্গে লস্করের যোগ খুঁজে পাওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা তাঁদের সাহায্য করব। তবে পহেলগাঁও হামলায় পাকমন্ত্রী পাকস্তান সরাসরি যোগ অস্বীকার করলেও জানা যাচ্ছে, পিওকে ও পাকিস্তানের হ্যান্ডলারদের সহায়তায় নাশকতার এই ছক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করা হয়েছিল। ওপার থেকে অস্ত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের এদেশে পাঠানোর পাশাপাশি খোঁজা হয়েছিল এমন পর্যটনস্থল, যেখানে পর্যটকের সংখ্যা প্রচুর হলেও নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকে তুলনামূলক কম। শুধু তাই নয়, আততায়ীদের কাছে ওপার থেকে রিয়াল টাইম নানা নির্দেশও পাঠানো হচ্ছিল বলেও শোনা যাচ্ছে। যে চার আততায়ী মঙ্গলবার নাশকতা চালিয়েছিল, তাদের হেলমেটে ক্যামেরা লাগানো ছিল। যার ফলে ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং ও রিয়াল টাইম আপডেটও নিচ্ছিল তাদের ' এরা পুঞ্চেও এই ধরনের সন্ত্রাস করেছে বলে তথ্য সামনে আসছে।

আইনি জটে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ এখন স্থগিত দ্রুত নিয়োগের দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। এই নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কলকাতা হাই কোর্টের সামনে। শুক্রবার দুপুরে এসএলএসটি প্রার্থীদের অনেকেই জড়ো হন হাই কোর্টের সামনে। সেসময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে শুনানি চলছিল এই মামলার। তারই মাঝে বিক্ষোভে শামিল হওয়া চাকরিপ্রার্থীরা প্রশ্ন তোলেন, সুপ্রিম কোর্ট যেখানে বলেছে যে রাজ্যের অধিকার রয়েছে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা, সেখানে হাই কোর্ট কেন চাকরি আটকে রেখেছে? দ্রুত আইনি জট ছাড়িয়ে নিয়োগ চাই বলে দাবি তোলেন তাঁরা। ওঠে স্লোগানও।

আইনি জটে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ এখন স্থগিত। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার আওতায় রয়েছে এই নিয়োগও। এনিয়ে মামলা চলছে কলকাতা হাই কোর্টে। শুক্রবার শুনানিতে নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাতে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানিয়েছেন, রাজ্য নিয়োগে আগ্রহী। কিন্তু আইনি জটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। বিচারপতি জানান, এনিয়ে কোনও মৌখিক আর্জি নয়, রাজ্য নতুন করে আবেদন জানাক। তাহলে আদালত নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এনিয়ে মামলা-মোকদ্দমার জটে তা আটকে রয়েছে। শুক্রবারও তাঁরা বিক্ষোভে শামিল হয়ে জোর গলায় দাবি

তা বিবেচনা করবে। এর মাঝেই উচ্চ আদালতের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। নিয়োগের দাবিতে তাঁরা নিয়োগের দাবিতে বহুদিন ধরে রাজপথে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন। মরণপণ লড়াইয়ের লক্ষ্য একটাই, পরিশ্রমের ফলে মেধাতালিকায় নাম উঠেছে, সেই প্রাপ্য চাকরিতে যেন তাঁদের তুললেন, চাকরি চাই। প্রশ্ন তুললেন, কেন অতিরিক্ত শূন্যপদ নিয়ে রাজ্য সরকারের অধিকারকে সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পরও নিয়োগ কেন আটকাচ্ছে হাই কোর্ট? এ বিষয়ে তাঁরা দায়ী করলেন সিপিএম নেতা তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। পুলিশ পরে তাঁদের শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

খুঁজে মারা শুরু! পহেলগাঁও হামলার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কাশ্মীরে নিকেশ শীর্ষ লস্কর জঙ্গি

কাশ্মীর, ২৫ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও হামলার পর ৭২ ঘণ্টা পেরোয়নি। কাশ্মীর জুড়ে জঙ্গিদমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় সেনা।

বান্দিপোরায় সেনা অভিযানে নিকেশ শীর্ষ লস্কর জঙ্গি। মৃত আলতাফ লালি কাশ্মীরে লস্করের অন্যতম কম্যান্ডার এবং রিক্রুটার ছিল বলে খবর। পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে লালির সরাসরি যোগ ছিল কিনা খতিয়ে দেখছে সেনা। পহেলগাঁও হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উখাত করবে ভারত। সন্ত্রাসবাদীরা যে প্রান্তেই থাক তাদের খুঁজে বের করে মারা হবে। প্রধানমন্ত্রী যখন একথা বলছেন, ততক্ষণে কাশ্মীরজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে চিরুনি তল্লাশি। বারামুলা, উধমপুরে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই অভিযান চালাচ্ছে সেনা। শুক্রবার ভোর থেকে যৌথ অভিযান শুরু হয়েছে বান্দিপোরায়। বান্দিপোরায় কুলনার বাজিপোরা জঙ্গলে এক থেকে দু'জন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ভোররাত থেকে ওই এলাকায় অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনা। গোটা জঙ্গল ঘিরে ফেলে অভিযান চালানো হয়। বেশ কিছুক্ষণ গুলির লড়াই চলার পর নিকেশ হল লালি। এখনও ওই এলাকায় তল্লাশি চলছে। শুধু বান্দিপোরা নয়, কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তেই এই ধরনের অপারেশন চলছে। স্থানীয়দের মধ্যেও জঙ্গিদের মদতদাতা সন্দেহে প্রায় দে। হাজার জনকে আটক করে চলেছে জিজ্ঞাসাবাদ। এদিকে এদিন সকালেই পহেলগাঁও হামলায় জ।তি দুই জঙ্গির বাড়ি বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে পহেলগাঁও হামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসিফ শেখের পুলওয়ামার বাড়িতে তল্লাশি করতে গিয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। তবে ফাঁকা বাড়িতে থাকা বেশ কিছু সরঞ্জাম দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। বাড়ি থেকে বাহিনী বেরিয়ে আসার পরেই বিরাট বিস্ফোরণ। ধ্বংস হয়ে যায় আসিফের বাড়ি। পহেলগাঁওয়ে হামলাকারীদের পথ দেখিয়েছিল যে জঙ্গি, সেই আদিল ঠোকরের বা।ড়ি বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে গিয়েছে।

দেশের প্রতি কে কস্তুরীরঙ্গনের নিঃস্বার্থ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ ভারতের বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, কে কস্তুরীরঙ্গনের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ডঃ কস্তুরীরঙ্গন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইসরোতে কাজ করেছেন, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। মোদী আরও জাজান, তাঁর নেতৃত্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপগ্রহ উৎক্ষেপণও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এবং উদ্ভাবনের উপর মনোনিবেশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় এবং ভারতে শিক্ষাকে আরও সামগ্রিক এবং দূরদর্শী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য ভারত সর্বদা ডঃ কস্তুরীরঙ্গনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ স্থপতি ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গন শুক্রবার সকালে বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ইসরো-র চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ কস্তুরীরঙ্গন পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা পরবর্তীতে ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্যাটেলাইট লঞ্চারে পরিণত হয়। তিনি ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২৭ আগস্ট, ২০০৩ তারিখে পদত্যাগ করেন। ডঃ কস্তুরীরঙ্গন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং কর্ণাটক জ্ঞান কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের পরিচালক ছিলেন, যেখানে তিনি গবেষণা ও শিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বসেই তৈরি হয়েছিল পহেলগাঁও সন্ত্রাসের ব্লুপ্রিন্ট!

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বসেই তৈরি হয়েছিল পহেলগাঁও সন্ত্রাসের ব্লুপ্রিন্ট! ভূস্বর্গে নরসংহার চালাতে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল হামাসের সন্ত্রাসীরা! গত ২২ এপ্রিলের হামলার ঘটনার তদন্তে প্রকাশ্যে আসছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। সরকারি আধিকারিকদের তরফে দাবি করা হচ্ছে, যেভাবে পহেলগাঁওয়ে বেছে বেছে পর্যটকদের হত্যা করা হয়েছে, তাতে হামাসের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। পহেলগাঁও হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত যে তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে জানা গিয়েছে, এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল চার জঙ্গি। যার মধ্যে ২ জন পাকিস্তানের ও ২ জন কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দা। অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটে হামাস জঙ্গিরা এদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিল, 'লস্কর ই তইবা' ও 'লস্কর ই মহম্মদ' দুই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বহু জঙ্গি। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সাহায্যে চালানো হয় গোটা প্রক্রিয়া। যেভাবে পহেলগাঁওয়ে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, সেখানেও দেখা গিয়েছে হামাসের ছায়া। বেছে বেছে আততায়ীরা পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তাঁদের হত্যা করে। ভারতের মাটিতে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড এই প্রথম হলেও হামাসের ঘাঁটি প্যালেস্টাইন থেকে ঠিক এভাবেই সন্ত্রাস চালায় হামাস জঙ্গিরা। সরকারি সূত্র নিশ্চিত করে জানিয়েছে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া হামাস নেতারা পাকিস্তান

সরকারের আমন্ত্রণে অধিকৃত কাশ্মীরে এসেছিল। সেখানে লস্কর ও জইশ-এর শীর্ষ জঙ্গিদের সঙ্গে দেখা করে হামাসের শীর্ষ নেতা খালিদ কাদ্দৌমি, নাজি জহির, মুফতি আজম, বিলাল আলসাল্লাত। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে রাওয়ালকোটে বড় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বিরাট শোভাযাত্রাও বের করা হয়। সেখানেই ভারত ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার ডাক দেয় এই হামাস জঙ্গিরা। কাশ্মীরকে অশান্ত করতে এই তিন জঙ্গি সংগঠনের (হামাস, লস্কর, জইশ) একজোট হওয়ায় যথেষ্ট উদ্বেগ বেড়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল 'আল আকসা ফ্লাড'-এর ব্যানারে। সূত্রের দাবি, অধিকৃত কাশ্মীরে হামাসের তরফে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও তৈরি করা হয়। এই হামলায় জঙ্গিরা মোবাইল, জিপিএস, এমনকী নাশকতার ভিডিও লাইভ রেকর্ড করেছে বলে জানা গিয়েছে, যার সঙ্গে ৭ অক্টোবরে ইজরায়েলে হামাসে হামলার মিল খুঁজে পাচ্ছেন গোয়েন্দারা। তদন্তকারীদের দাবি, প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে কীভাবে সন্ত্রাস চালাতে হবে, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে তার প্রশিক্ষণ রয়েছে হামাস জঙ্গিদের। সেটাই ব্যবহৃত হয়েছে পহেলগাঁওয়ে। এই হামলা প্রসঙ্গে গোয়েন্দাদের দাবি, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে চাইছে জম্মু ও কাশ্মীরের ইস্যুকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে। যদিও সেই মঞ্চে মিথ্যাচার চালিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ইসলামাবাদ। এদিকে, গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইজরায়েলের পাশে রয়েছে ভারত। হামাসের নিন্দা করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ল।াই করার বার্তা দিয়েছিল দিল্লি। সেই ঘটনাকে অস্ত্র করে পাকিস্তান চেয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে হামাসকে পাশে পেতে। পহেলগাঁও কাণ্ডে এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল পাকিস্তান-হামাস আঁতাত।

ভ্যাটিকানের উদ্দেশ্যে রওনা রাষ্ট্রপতি, পোপের প্রয়াণে ব্যথিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃপোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভ্যাটিকান সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান এবং গোয়া বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার জোশুয়া ডি সুজা। শুক্রবার সকালেই ভ্যাটিকান সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন তাঁরা।অন্যদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করতে নতুন দিল্লিতে অ্যাপোস্টলিক নানসিএচার পরিদর্শন করেন। সফরকালে, তিনি ভারত ও নেপালের অ্যাপোস্টলিক নানসিও আর্চবিশপ ডঃ লিওপোল্ডো গিরেলির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা পাকিস্তানের, যোগ্য জবাব দিল ভারত

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিলঃ জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাল পাকিস্তান সেনা। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতও। এখনও পর্যন্ত ভারতের দিকে হতাহতের কোনও খবর নেই। পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরেই দুই দেশের সম্পর্ক আরও তলানিতে নেমেছে। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করেছে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ।এই আবহে পাকিস্তানের দিকে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির খবর আসছে। প্রস্তুত রয়েছে ভারতও। তার মধ্যেই ঘটল এই ঘটনা। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কিছু স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছোট অস্ত্রের মাধ্যমে গুলিবর্ষণ শুরু করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

জঙ্গি হামলায় আহতের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুল গান্ধীর

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিলঃ কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার শ্রীনগরে পৌঁছন। পহেলগাম জঙ্গি হামলায়. আহতদের সঙ্গে দেখা করতে শ্রীনগরের হাসপাতালে যান তিনি।জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর নৃশংস জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। দেশজুড়ে এই ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভের আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও কড়া পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে সপ্তাহে দু'বার মন্ত্রীর পর্যালোচনা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টায় সপ্তাহে দু'বার পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন। তাতে নিয়মিত থাকছেন বিদ্যুৎ সচিব ও বিদ্যুৎ দফতরের শীর্ষ কিছু আধিকারিক। শুক্রবার দফতর সূত্রে জানা যায়, গ্রীষ্মের শুরুতেই পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের চাহিদা দশ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। ২৪ এপ্রিল রাত্রি ১১ টায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অধীন অঞ্চলে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১০,০৯০ মেগাওয়াট। গত বছর ১৬ই জুন রাজ্যের বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা উঠেছিল ১০,৫০৭ মেগাওয়াটের। যা ছিল স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সর্বকালীন রেকর্ড। আর এবার এপ্রিলেই তা ১০ হাজার মেগাওয়াট টপকে গিয়েছে।গত বৃহঃবার সিইএসসি অঞ্চলে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ২৫০৭ মেগাওয়াট।

ভারত ও পাকিস্তানের কাছে সংযম রাখার অনুরোধ রাষ্ট্রসঙ্ঘের

নয়াদিল্লি ও নিউইয়র্ক, ২৫ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে নেমেছে। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করেছে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ। এমতাবস্থায় ভারত ও পাকিস্তানের কাছে সংযম রাখার অনুরোধ রাখল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, আমরা পাকিস্তান এবং ভারত উভয় সরকারকে সর্বোচ্চ সংযম রাখার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন করছি। মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। দুই দিন আগে, ২২ তারিখ জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দায় আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলাম, যেখানে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। তবে আমরা পাকিস্তান এবং ভারত উভয় সরকারকেই সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের জন্য এবং পরিস্থিতি এবং আমরা যে উন্নয়ন দেখেছি তা যাতে আরও খারাপ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।

পহেলগাম হামলার সঙ্গে যোগ! কাশ্মীরে দুই জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

শ্রীনগর, ২৫ এপ্রিল ঃ পহেলগাম হামলার সঙ্গে যোগ থাকার সন্দেহে জম্মু ও কাশ্মীরের দুই সন্ত্রাসবাদীর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্দেহে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে ও অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় দুই সন্ত্রাসীর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।জম্মু ও কাশ্মীরের ত্রালে লস্কর-ই-তৈবার সন্ত্রাসী আসিফ শেখের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আসিফ শেখ পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলমান সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে কর্তৃপক্ষ বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় লস্কর জঙ্গি আদিল হুসেন ঠোকরের বাড়িও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জঙ্গি আদিল ঠোকর ২০১৮ সালে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল প্রশিক্ষণ নিতে। গত বছরেই আবার জম্মু ও কাশ্মীরে ফিরে আসে সে।অন্যদিকে শ্রীনগরতে, পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরেই গোটা উপত্যকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। সেই মতোই জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার কুলনার বাজিপোরা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল সেনা। লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা হঠাই নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে থাকে। পাল্টা আক্রমণ করে সেনাও। এই সংঘর্ষের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে আহত হয়েছেন দু'জন জওয়ান। ওই দুই জওয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুলির লড়াই এখনও চলছে। ওই এলাকায় আরও নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিক থেকে গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।

সেনা পোশাক বিক্রিতে কড়াকড়ি দেহরাদূনে, ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ

দেহরাদূন, ২৫ এপ্রিল ঃ সেনা ও আধাসেনার পোশাক বিক্রির জন্যই নাম ছিল দেহরাদূনের পল্টন বাজারের। সেনাবাহিনীর জামা-প্যান্ট বিক্রি হয় সেখানে। কিন্তু, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে সেনা পোশাক বিক্রিতে কড়াকড়ি করা হয়েছে দেহরাদূনের এই বাজারে। সতর্ক করা হয়েছে দোকানদারদের। সেনা পোশাকেই পহেলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল পাক-জঙ্গিরা। সন্ত্রাসীরা ' ইউনিফর্ম'ছিল বলেই পর্যটকদের প্রথমে কোনও সন্দেহ হয়নি। আর যাতে সে ভুল না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করছেন দেহরাদূন পুলিশ কর্তৃপক্ষ। গত ২২ এপ্রিল পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায়.২৬ জনের প্রাণহানির ঘটনায়, দেহরাদূনের এসএসপি অজয় সিং সমস্ত স্টেশন ইনচার্জদের তাঁদের নিজ নিজ এলাকার দোকানগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানে সেনাআধাসামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করা হয়। এসএসপি এই ধরণের সমস্ত দোকান মালিকদের যথাযথ যাচাই ছাড়াই ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি না করার নির্দেশও দিয়েছেন।দেরাদুনের এসএসপি অজয় সিং বলেছেন, আগে, পুরনো ব্যাটালিয়নরা এখানে পল্টন বাজারে কেনাকাটা করতে আসত। এখানে অনেক দোকান আছে যেখানে সেনা বা পুলিশের পোশাক বিক্রি হয়। সম্প্রতি, আমরা এলোমেলোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, দোকানগুলি কেবল অনুমোদিত কর্মীদের কাছে সামরিক এবং পুলিশের পোশাক বিক্রি করছে কিনা। আমরা সবাইকে (দোকান মালিকদের) গ্রাহকদের পরিচয়পত্র সঠিকভাবে পরীক্ষা করতে বলেছি।দোকানদার সাগর আহুজা বলেছেন, এসএসপি এখানে এসে নির্দেশ দিয়েছেন, কেউ যদি ইউনিফর্ম কিনতে আসে, তাহলে আমাদের তাদের আধার কার্ড, আইডি কার্ড এবং ফোন নম্বর কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তাদের ফোনে কল করে দেখতে হবে যে কলটি তাদের ফোনে যাচ্ছে কিনা। আমাদের তাদের ঠিকানা এবং তাদের ইউনিটের নাম লিখে রাখতে হবে। এত কিছুর পরেই আমরা যে কাউকে ইউনিফর্ম বিক্রি করতে পারব।

বিহারের মধুবনীতে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৫ এপ্রিলঃ আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা যে যেখানে বসে আছেন, সেখানে বসে থেকেই, উঠে দাঁড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই। বসে থেকেই আপনারা ২২ তারিখ আমরা আমাদের যে পরিবার-পরিজনকে হারিয়েছি, তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে কিছু সময় নীরবতা পালন করব। আপনারা নিজ নিজ স্থানে বসে নিজেদের আরাধ্য দেবতার কাছে মৃত পরিবার-পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুন। এরপর, আমি আমার বক্তব্য শুরু করব।ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খানজি, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বন্ধু শ্রী নীতীশ কুমারজি, মঞ্চে উপস্থিত অন্যসব প্রবীণ ব্যক্তি এবং আমার বিহারের প্রিয় ভাই ও বোনেরা।আজ পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশ মিথিলার সঙ্গে, বিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আজ এখানে দেশের তথা বিহারের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়েছে। বিদ্যুৎ, রেল, পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই প্রকল্পগুলি বিহারে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করবে। আজ জাতীয় কবি রামধারী সিংহ দিনকরের প্রয়াণ বার্ষিকী। আমি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। বন্ধুগণ,বিহারের মাটিতে পুজ্য বাপুজি সত্যাগ্রহের মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাপুজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের গ্রামগুলি যদি শক্তিশালী হয়, তা হলে দ্রুতগতিতে দেশের বিকাশ হবে। আর তখনই দেশে পঞ্চায়েতি রাজের পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়। বিগত দশকে পঞ্চায়েতগুলিকে আরও মজবুত করতে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে পঞ্চায়েতগুলিকে মজবুত করা হচ্ছে। বিগত দশকে ২ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলিকে ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করায় আরও একটি লাভ হয়েছে। তা হ'ল - জীবন-মৃত্যু শংসাপত্র, জমির শংসাপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সহজেই পাচ্ছেন জনগণ। স্বাধীনতার বেশ কয়েক দশক পর, যেখানে দেশে নতুন সংসদ ভবন গড়ে উঠেছে, সেখানে দেশে ৩০ হাজার নতুন পঞ্চায়েত ভবনও তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি যেন পর্যাপ্ত অর্থ পায়, সেদিকে সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। বিগত ১০ বছরে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি তহবিল পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের উন্নয়নেই এই অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।বন্ধুগণ,গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একটি ব। সমস্যা হ'ল জমি বিবাদ। কোন জমি চাষের, কোন জমি বসবাসের আর পঞ্চায়েতের জমিই বা কোনটি কিংবা সরকারি জমিই বা কোনটি - তা নিয়ে মাঝে মধ্যেই বিবাদ হয়। এর সমাধানে জমিগুলি ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। বন্ধুগণ,আমরা দেখেছি যে, পঞ্চায়েত কিভাবে সামাজিক অংশীদারিত্বকে মজবুত করেছে। বিহার, দেশের প্রথম রাজ্য, যেখানে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এজন্য আমি নীতীশ কুমারজিকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, দলিত, পিছিয়ে পড়া সমাজের মা, বোন ও মেয়েরা বিহারের জনপ্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন। লোকসভা ও বিধানসভাতেও মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের আইন রয়েছে। এর লাভ দেশের সব রাজ্যের মহিলারা পাবেন।বন্ধুগণ,মহিলাদের আয় বাড়াতে সরকার মিশন মোড - এ কাজ করছে। বিহারে বর্তমানে যে জীবিকা দিদি কর্মসূচি চলছে, তা অনেক বোনের জীবন বদলে দিয়েছে। বিহারের বোনেদের প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। দেশে ৩ কোটি লাখপতি দিদি তৈরি করার লক্ষ্য প্রাপ্তিতে এটি বড় ভূমিকা পালন করবে।বন্ধুগণ,বিগত দশকে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থায় নতুন গতি এসেছে। গ্রামের দরিদ্রদের ঘর তৈরি হয়েছে, রাস্তা তৈরি হয়েছে, গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রান্নার গ্যাস ও পানীয় জলের সংযোগ। এমনকি, নির্মিত হয়েছে শৌচালয়ও। এ ধরনের কাজ থেকে গ্রামগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শ্রমিক থেকে শুরু করে কৃষক বা দোকানদার সকলেরই রোজগারের সুযোগ বে।ছে। আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উদাহরণ দিচ্ছি। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হ'ল - দেশের কোথায় যেন কোনও দরিদ্র পরিবার গৃহহীন থাকেন, তার ব্যবস্থা করা। সকলের মাথার উপর পাকা ছাদের ব্যবস্থা করা। আমি এখন যখন মা ও বোনেদের তাঁদের বা।রি চাবি দিচ্ছিলাম, তখন তাঁদের মুখে যে ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠছিল, তা লক্ষ্য করেছি। বিগত দশকে ৪ কোটিরও বেশি পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দিনে দরিদ্রদের আরও ৩ কোটি পাকা বাড়ি দেওয়া হবে। বিহারের প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার আজ গৃহ প্রবেশ করছেন। আজ প্রায় ১০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে তাঁদের পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ,বিগত দশক ভারতের পরিকাঠামোর দশক ছিল। এই আধুনিক পরিকাঠামো উন্নত ভারতের ভিতকে মজবুত করেছে। দেশে ১২ কোটিরও বেশি গ্রামীণ পরিবারে প্রথমবার নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছেছে। যাঁরা কখনও ভাবতে পারেননি যে, রান্নার গ্যাস ব্যবহার করবেন, তাঁদের কাছেও রান্নার গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আপনারা হয়তো খবরে দেখেছেন যে, লাদাখের সিয়াচেনে যেখানে প্রাথমিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়াও কঠিন, সেখানেও ফোর-জি এবং ফাইভ-জি মোবাইল পরিষেবা পৌঁছে গেছে। দেশের কাছে প্রাথমিক গুরুত্ব কি, তা সহজেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দিল্লি এইমস্ - এর মতো হাসপাতাল আজ এই দ্বারভাঙাতেও তৈরি হচ্ছে।বন্ধুগণ,গ্রামগুলিতেও যাতে উন্নতমানের হাসপাতাল নির্মিত হয়, তার জন্য সমগ্র দেশে দে। লক্ষেরও বেশি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। বিহারে এ ধরনের ১০ হাজারেরও বেশি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এভাবেই জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণকে ব্যাপক স্বস্তি দিয়েছে। ৮০ শতাংশের কাছাকাছি ছাড়ে এই কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ পাওয়া যায়। আয়ুষ্মান ভারত যোজনা থেকেও বিহারের লক্ষ লক্ষ পরিবার বিনামূল্যে চিকিসা পরিষেবা পাচ্ছেন।বন্ধুগণ,বর্তমানে ভারত সড়ক, রেল ও বিমানবন্দরের মতো পরিকাঠামোগুলির দ্রুত উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। পাটনায় মেট্রো রেলের কাজ চলছে। দেশে দু'ডজনেরও বেশি শহরে এখন মেট্রোর সুবিধা রয়েছে। আজ পাটনা থেকে জয়নগর পর্যন্ত

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলায় সচেতনতা কর্মসূচি পালন

শ্রীভূমি (অসম) ২৫ এপ্রিল ঃ বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলা জুড়ে নানা ধরনের সচেতনতা মূলক কার্যক্রম, জনসম্পর্ক অভিযান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমের সূচনা হয় সচেতন তামূলক পদযাত্রার মাধ্যমে, যার উদ্বোধন করেন শ্রীভূমি জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক ডা. সুমনা নাইডিং। শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (পরিবার কল্যাণ) ডা. মতিন্দ্র সূত্রধর, জেলা মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী, এনসিভিবিডিসি এর জেলা পরামর্শক দেবজিত দে, ডিইআইসি ম্যানেজার মানিশা রায় ঘোষ এবং ডিপিএম হানিফ মোঃ কে. আলম। রবন্দ্র সদন গার্লস কলেজের এনসিসি ক্যাডেট ও নার্সিং শিক্ষার্থীরা এই পদযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।ডা. নাইডিং বলেন, ম্যালেরিয়া এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হলেও, জনসচেতনতা, দ্রুত শনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে পারি। ডা. সূত্রধর জানান, বিগত কয়েক বছরে শ্রীভূমি জেলায় ম্যালেরিয়া সংক্রমণের হার কমেছে। এই অগ্রগতি বজায় রাখতে সমাজের সকল স্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরি। পাশাপাশি সুমন চৌধুরী বলেন, জেলা জুড়ে চলেছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড। মশার উপত্তিস্থল ধ্বংস, মশারি ব্যবহারের গুরুত্ব এবং সময়মতো চিকিৎসা নেওয়ার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। হানিফ মোঃ কে. আলম জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সচেতনতা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শ্লোগান তোলে। এএসএইচএ কর্মীদের আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা আরও বাড়ানো হযেছে। দেবজিত দে জানান, নিয়মিত প্রচেষ্টা ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আমরা শ্রীভূমিকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। এ উপলক্ষে ব্লক স্তরে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক সভা, পদযাত্রা, ইনসেক্টিসাইড ট্রিটেড বেডনেট বা মশারি বিতরণ শিবির, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বর পরীক্ষা এবং স্কুলে সচেতনতা সেশন। পাশাপাশি দুর্গম এলাকায় জ্বর স্ক্রিনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে সকলকে এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে জানান।

মোদীর সঙ্গে কথা ম্যাক্রোঁর, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাশে থাকার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বললেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি সন্ত্রাসী হামলায় স্বজনহারাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, এই কঠিন সময়ে ভারতের জনগণ, ফ্রান্সের সংহতি ও বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করতে পারে। আমরা সর্বদা সমস্ত ধরণের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ ছিলাম এবং সর্বদা থাকব।

বাহরাইচের রাজগড়িয়া রাইস মিলে আগুন মৃত্যু ৫ জনের, আহত ৩

বাহরাইচ, ২৫ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের বাহরাইচে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি রাইস মিলে। শুক্রবার বাহরাইচের রাজগড়িয়া রাইস মিলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন ৩ জন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।শুক্রবার বাহরাইচের রাজগড়িয়া রাইস মিলে আগুন লাগে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে দরগাহ থানা এলাকায়। দমকল অফিসার বিশাল গগু বলেছেন, আমি খবর পেয়েছি, রাজগড়িয়া ফুডসে আগুন লেগেছে। আমরা দু'টি দমকলের ইঞ্জিন পাঠিয়েছি। আমরা দেখতে পাই, ড্রায়ার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ধোঁয়ার কারণ পরীক্ষা করার জন্য ৮ জন উপরে উঠেছিলেন। ধোঁয়ার কারণে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দমকল বাহিনী তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ৫ জন মারা গিয়েছেন এবং তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।সিএমএস ডাঃ এম. এম. ত্রিপাঠী বলেছেন, ৮ জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ৫ জন মারা গিয়েছেন এবং ৩ জন আহত হয়েছেন, যাদের চিকিৎসা চলছে। তিনজনের অবস্থা স্থিতিশীল। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বাহরাইচে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

আটক বিএসএফ জওয়ান নিরাপদেই ফিরে আসবেন, আশাবাদী দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার আবহে বিএসএফ জওয়ান আটক পাকিস্তানি সেনার হাতে। সেনা সূত্রে খবর, ভুল করে পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরের সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন ওই জওয়ান। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আটক করে পাকসেনা। পাকিস্তানের হাতে আটক ওই জওয়ান নিরাপদেই ফিরে আসবেন বলে আশাবাদী বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে কলকাতার নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ঘটনাটি যাই ঘটুক না কেন, ভুলবশত হোক অথবা অন্য কোনও কারণে হোক, জঙ্গল এবং পাহাড়ে টহল দেওয়ার সময়, কেউ বলতে পারে না যে সীমান্ত কোথায়। তাই সতর্ক থাকা উচিত, কারণ দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। যদি ভুলবশত ঘটনাটি ঘটে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার কূটনীতির মাধ্যমে এটি মোকাবেলা করছে, ঠিক যেমন ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার অভিনন্দন ফিরে এসেছেন, তিনিও নিরাপদে ফিরে আসবেন। পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, এটা ভালো যে সবাই ঐক্যবদ্ধ এবং এর জবাব দিতে প্রস্তুত। অতীতে, দেশে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শোনা যেত। আমরা বাংলাদেশে এমন দৃশ্য দেখতাম যেখানে সীমান্তে বিএসএফ-কে পদক্ষেপ নিতে বলা হত, অপরাধীদের পশুর মতো টেনে নিযে. যাওযা. হত। কিন্তু সেই দিন আর নেই। বাংলাদেশ সোজা হবে, পাকিস্তান সোজা হবে এবং আমি বিশ্বাস করি এটিই হবে জম্মু ও কাশ্মীরে হিংসার শেষ ঘটনা।

দমকল পরিষেবাকে সম্পূর্ণ আধুনিক রাখতে বদ্ধপরিকর দিল্লি সরকার ঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিলঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শুক্রবার দিল্লির বারাখাম্বায় দিল্লি দমকল সার্ভিসের সদর দফতর পরিদর্শন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশীষ সুদও। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লি সরকার দমকল পরিষেবাকে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এর জন্য আমাদের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবস্থাও করেছি। আমরা সেই দিকেই নিরন্তর কাজ করছি, আমরা ১২ কোটি টাকায় চারটি মেশিন কিনেছি, যা অনেক উঁচু থেকে জল স্প্রে করতে পারে।দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশীষ সুদ বলেছেন, প্রথমবারের মতো, কোনও সরকার নিজস্ব বাজেটে ফায়ার সার্ভিসের মতো একটি ছোট বিভাগের কথা উল্লেখ করেছে। আমরা বাজেটে একটি বিধান করেছি, দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১০০টি স্থানে ছোট দমকলের ইঞ্জিন রাখা হবে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই বিষয়ে মনোযোগ দেয়নি।

উত্তর প্রদেশে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ৯০.১১ শতাংশ, দশম-এ পাশ ৮১.১৫ শতাংশ

প্রয়াগরাজ, ২৫ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত দ্বাদশ ও দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল শুক্রবার প্রয়াগরাজে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ঘোষণা করা হয়। ফল প্রকাশ করেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালক ও সভাপতি ডঃ মহেন্দ্র দেব এবং বোর্ডের প্রধান ভগবতী সিং।বোর্ড জানিয়েছেন , চলতি বছরে দ্বাদশ শ্রেণীতে ৯০.১১ শতাংশ এবং দশম শ্রেণীতে ৮১.১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। জালাউন জেলাতে দ্বাদশ শ্রেণীতে যশ প্রতাপ সিং ও দশম শ্রেণীতে প্রয়াগরাজের মেহক জয়সওয়াল প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পরীক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্রদের উত্তীর্ণের হার ৮৬.৬৬ শতাংশ এবং ছাত্রীদের ৯৩.৮৭ শতাংশ। দশম শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৬.৬০ শতাংশ ও ছাত্রীরা ৮৬.৩৭ শতাংশ। সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভ কামনা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী,ভবিষ্যৎ আরো উজ্বল হবে আগামী বছরে।

চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ ধামির, একগুচ্ছ নির্দেশিকা মুখ্যমন্ত্রীর

ঋষিকেশ, ২৫ এপ্রিল ঃআর কিছু দিন পরই শুরু হতে চলেছে চারধাম যাত্রার। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে উত্তরাখণ্ড সরকার। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার ঋষিকেশের ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। চারধাম যাত্রার রেজিস্ট্রেশন, অপেক্ষা কক্ষ, পানীয় জল, শৌচাগার, চিকিৎসা সুবিধা এবং ভ্রমণকারী সহায়তা কেন্দ্রের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন তিনি।এই ট্রানজিট ক্যাম্পটি চারধাম যাত্রা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র, যা ভক্তদের একটি মসৃণ, নিরাপদ এবং সুসংগঠিত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। ভক্তদের যাতে কোনও রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত ব্যবস্থা সুসংগঠিত, ভক্ত-কেন্দ্রিক এবং সময়সীমাবদ্ধ হতে হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১২বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ২৬এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১১ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১

আবহাওয়া

ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাস্তানাবুদ বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্ত, উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৩ দিন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধাপে ধাপে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।ঝড়-বৃষ্টির আবহ কেটে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতেও বাড়ছে গরম। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল১০ টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৪মনিট। সূর্যঃউদয় হবেঃ সকাল ৫টা ১৬মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৮মিনিটে।

৮ টি তাজা বোমা সহ গ্রেফতার এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৫ এপ্রিলঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর থেকে উদ্ধার আটটি তাজা বোমা, গ্রেপ্তার এক যুবক।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই শুভংকর করণ ও তার টিম বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের জামে মসজিদের কাছে শেখ পাড়া এলাকা থেকে ৩৪ বছরের আজাদ শেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে।তার বাড়ির কাছের বাগান থেকে উদ্ধার হয় ৮ টি তাজা বোমা।ধৃতকে শুক্রবার দুপুরে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।ধৃতকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ।তবে কি কারনে বোমা মজুদ করেছিল সে, আর তার সাথে কারা কারা জড়িত আছে তা জানার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

ডাকাত সন্দেহে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট থানার পুলিশ

সৌরভ দাশ,বসিরহাট, ২৫ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে বসিরহাট থানার ধলতিথা এলাকায় একটি বাগানে তল্লাশি চালায় পুলিশ । সেখান থেকেই তিনজনকে আটক করে পুলিশ । তাদের কাছ থেকে একটি লোহার রড ও একটি দেশি বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ। তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠায় বসিরহাট থানার পুলিশ।

মোবাইল ফেরালো নববারাকপুর থানার পুলিশ

নববারাকপুর, ২৫ এপ্রিলঃ হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল নববারাকপুর থানার পুলিশ । শুক্রবার সন্ধ্যায় নববারাকপুর থানার সাইবার বন্ধু টিম পুলিশ বন্ধু প্রকল্পে তৎপরতার সাথে অভিযোগের ভিত্তিতে খোওয়া যাওয়া ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, এসআই সৌমেন দাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। হারানো ফোন ফিরে পেয়ে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার কাজে প্রশংসা করেন ফোন মালিকেরা। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা পায়েল মন্ডল জানান গত বছর জুলাই মাসে ফোন হারিয়ে গেলে থানায় অভিযোগ করেছিলাম। ভাবতেই পারি নি ফেরত পাব। আচমকাই নববারাকপুর থানা থেকে ফোন আপনার ফোন পাওয়া গেছে। আজ হাতে ভীষণ খুশি ও আনন্দিত। পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার কাজে কুর্নিশ জানাই।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদি হামলার প্রতিবাদে ধনিয়াখালিতে মোমবাতি সহ মৌন মিছিল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ২৫ এপ্রিলঃ কাশ্মীরের পহেলগাঁয়ে সন্ত্রাসবাদি হামলার প্রতিবাদে এবং নিহত ভারতীয় নাগরিকদের আত্মার শান্তি কামনায় আজ ধনিয়াখালি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ধনিয়াখালি কলেজ মোড় থেকে হারপুর পর্যন্ত মোমবাতি সহ এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক, সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। মিছিল থেকে ধনিয়াখালীর বিধায়িকা অসীমা পাত্র বলেন এই জঙ্গি হামলায় পশ্চিমবাংলা তিনজন সহ ২৬ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে আজকে আমাদের এই মোমবাতি সহ মৌন মিছিল। তিনি প্রশ্ন তোলেন কাশ্মীরে এই স্পর্শকাতর জায়গাতে কেন পর্যাপ্ত আরমি বা পুলিশের ব্যবস্থা ছিল না, তিনি এই জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেন তিনি বলেন এই ঘটনায় সারা ভারতবর্ষের সাথে বাংলার মানুষও স্তম্ভিত।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক, গ্রেপ্তার দুই

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ এপ্রিলঃ অপরাধ কমাতে তৎপর জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসন।তাই তো জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল ডাকাতির ছক। ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার দুই যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এ এস আই চিরঞ্জীব বিশ্বাস ও তার নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার শ্রীপুর ঘোষ পাড়া এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে দুটি যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কথায় অসংগতি থাকায় তাদের গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। ধৃত দুজন হলো হালিম লস্কর অরফে রাজু,বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের রামচন্দ্রপুর এলাকায় এবং সাবির আলি মোল্লা,বাড়ি জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের হাসানপুর এলাকায়। ধৃত দুজনকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।তারা এদিন রাতে কোথায় ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলো আর তাদের সাথে আর কে কে আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যের চেয়ে এই রাজ্যে সিঙ্গল ইঞ্জিন সরকারের হাল অনেক ভালঃ রাজীব

হাওড়া জেলা পরিষদের দায়িত্ব নিয়ে রাজীবের ঘোষণা হাওড়ার উন্নয়নই পাখির চোখ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ এপ্রিল ঃ ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যের চেয়ে এই রাজ্যে সিঙ্গল ইঞ্জিন সরকারের হাল অনেক ভাল, মন্তব্য তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জির। মেন্টর হিসেবে হাওড়া জেলা পরিষদের দায়িত্ব নিয়ে রাজীবের ঘোষণা হাওড়ার উন্নয়নই আমাদের পাখির চোখ। হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হিসেবে সদ্য দায়িত্ব পান রাজীব ব্যানার্জি। শুক্রবার দুপুরে তিনি হাওড়া জেলা পরিষদে এসে অফিসিয়ালি এই পদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আজ অফিসিয়ালি আমার প্রথম দিন। এদিন জেলা পরিষদে এসে সভাধিপতি, সহকারি সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষ সহ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমাদের পাখির চোখ হাওড়ার উন্নয়ন। এদিন জেলা পরিষদে আসার পথে কার্যত কর্মীদের উন্মাদনায় উচ্ছ্বাসে ভেসে যান রাজীব বাবু। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ডোমজুড় থেকেও প্রচুর সংখ্যায় রাজীব অনুগামী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানাতে এদিন উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত মেন্টর হিসেবে এদিন দুপুরে রাজীব ব্যানার্জি জেলা পরিষদ অফিসে আসার আগেই রাস্তার দুধারে কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক জমায়েত হন। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এদিন ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও প্রচুর কর্মী সমর্থক মিছিল করে আসেন হাওড়া জেলা পরিষদের অফিসের সামনে। রাজীব ব্যানার্জিকে আবার নতুন করে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ব্যানার্জি বলেন, অফিসিয়ালি এদিন আমি জেলা পরিষদে এলাম। জেলা পরিষদের সভাধিপতি জেলা পরিষদের কাজ নিয়ে আমাকে ব্রিফ করলেন। আজকে জেলা পরিষদে আমার পরিচয় পর্ব বা অফিসে আসা হলো। আগামী দিনে আমার একটাই লক্ষ্য থাকবে হাওড়ার উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। এখানে কারও পদ ছোট নয় কারও পদ বড় নয়। আমরা মনে করি এটা একটা টিম। জেলা পরিষদের যারা সদস্য ও সদস্যা এবং দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা সবাই একটা পরিবার। এই টিম নিয়ে সকলে মিলে একসাথে হাওড়ার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করব। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো বিগত দিনে যা দায়িত্ব পেয়েছি তা পালন করেছি। আপাতত প্রশাসনিক দায়িত্বে আছি। দলের মুখপাত্র হিসেবেও কাজ করছি। পাশাপাশি কয়েকটি জেলার দায়িত্বে আমি আছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দল যা দায়িত্ব দেবে সেটা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। পরবর্তীকালে দলনেত্রী যা ঠিক করে দেবেন তাই করব। আমি একজন দলের কর্মী। সেই জন্য আমার কোনও নিজস্ব মতামত থাকতে পারেনা। দলের নেত্রী এবং সেনাপতি যা ঠিক করে দেবেন সেটাই আমার মতামত। মেন্টর একটা বাহ্যিক কথা। এটা বলা যায় এনাদের পরিবারের সঙ্গে আমি যুক্ত হলাম। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে হাওড়ার উন্নয়নই আমার প্রধান লক্ষ্য। এখানে কোথাও পদটা বড় কথা নয়, কাজ বড় কথা। সুতরাং হাওড়ার উন্নয়নের জন্য এনারা যা করছেন তার এক শতাংশ যদি আমি কিছু করতে পারি এবং এতে জেলার যদি কোনও উন্নতি হয় সেটাই আমার কাছে বড় ব্যাপার। এখানে কোনও মেন্টর বা কোচের কোনও ব্যাপার নয়। যতদিন আমি এখানে থাকব ততদিন এখানে সবাই মিলে একটা টিম হিসেবে কাজ করব। জেলায় আমি যখন রাজনীতির মূল জায়গায় ছিলাম তখন আমি কর্মীদের মূল প্রাধান্য দিয়েছিলাম। কেউ বলতে পারবে না আমি কোনও নেতাকে বা কর্মীকে খারাপ কথা বলেছি। কর্মীরা ভালবাসেন। কেন্দ্রীয় সরকার সব বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্র ইচ্ছে করে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে।

শুধু ভাতে মারার চক্রান্ত নয় রাজনীতির ফায়দার তোলার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গে পেরে না উঠে ধর্মীয় বিভাজন থেকে শুরু করে যা যা করার তাই করছে। আমি মনে করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই একশো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে, উন্নয়ন সেখানে। একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার পর আমরা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছি। কেন্দ্র আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিলেও আমরা সেই টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত ফান্ড আসার কথা তা সব বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার মানুষ পাশে রয়েছে। সেই কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন। ভবিষ্যতেও উনি মানুষের সাহায্য করবেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী নই। কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে না করবে তা তাদের ব্যাপার। ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যের চেয়ে এই রাজ্যে সিঙ্গল ইঞ্জিন সরকারের হাল অনেক ভাল।

বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আগুনে পুরে জখম হলেন মা এবং দুই সন্তান, আশঙ্কাজনক এক

কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে অশোকনগর পৌরসভার ছ নম্বর ওয়ার্ডের বিনিময় পাড়া এলাকার জয়ন্ত ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। পুলিশ এবং পরিবার সূত্রে জানা যায় বাড়ির মালিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য একা উপরের ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন নিচের একটা ঘরে তাঁর স্ত্রী নীলাঞ্জনা দেবী তার দুই পুত্র সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এছাড়াও বৃদ্ধ বাবা মা আলাদা একটি ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ নীলাঞ্জনা দেবীর আগুন আগুন বলে চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশী থেকে পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয়রা ছুটে এসে ঘরের দরজা ভেঙে নিলাঞ্জনা দেবী এবং তার দুই ছেলেকে উদ্ধার করে অশোকনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ইঞ্জিন। মাত্র ১১ বছর বয়সী নিলাঞ্জনা দেবীর বড় ছেলে আনমোল ভট্টাচার্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এছাড়াও গুরুতর যখন নীলাঞ্জনা দেবি এবং তার দু বছরের ছোট ছেলে আদিত্য। তিনজনকেই অশোকনগর হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে বারাসাত রেফার করা হয়। ঘটনাস্থলে অশোকনগর থানার পুলিশ। তবে কি কারনে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তদন্তে অশোকনগর থানার পুলিশ এবং দমকল আধিকারিকরা।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ২৫ এপ্রিলঃ শুক্রবার সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ , আবগারি দপ্তর চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল নদীতে , ডাঙায় এবং ড্রোনের মাধ্যমে আকাশে। উলুবেড়িয়া থানার হিরাপুর পঞ্চায়েতের মদাই ,শাঁখাভাঙা দুটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের চোলাই মদ উদ্ধার করেছে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ ও আবগারি দপ্তর,পাশাপাশি একাধিক চোলাই তৈরির ভাঁটিও নষ্ট করে দেয় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে হুগলি নদীর তীরে উলুবেড়িয়া থানা এলাকার হীরাপু এবং মদাই দুটি জায়গা থেকে প্রায় ২০ হাজার লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে এবং নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে চোলাই মদ তৈরির সমস্ত উপকরণ ও নষ্ট করা হয়েছে। চোলাই মদের বাজেয়াপ্ত হওয়া ওই সব উপকরণের দাম আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশে এক আধিকারিক জানিয়েছেন এই মদের ঠেক চিহ্নিত করতে এবারের ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে সঠিক জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর স্থলপথ এবং জলপথে অভিযান চালানো হয়েছে।আর তাতেই এতো বড়সড় সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।

কাঁথি ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি মামলা ঝুলে রইল, সোমবার ফয়সালা

কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। একই দিনে কাঁথি ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি মামলা শুক্রবার ঝুলে রইল কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার 'অনুমতি' প্রশ্নের ফয়সালা হবে। জানালেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনে ১ লক্ষ মানুষের জমায়েত হবে। ডিসেম্বরেই ঘোষণা হয়েছিল, আগামী ৩০ এপ্রিল জগন্নাথ ধাম উদ্বোধন হবে। কাঁথির সভার তাই অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। ওইদিন ঐতিহ্যশালী নাচিন্দা মন্দিরেও ভিড় সামলাতে হয় প্রশাসনকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয়নি। আদালতে জানান অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। ৫০০০০ জমায়েতের ধর্মীয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা শুভেন্দু অধিকারীর। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, 'নাচিন্দায় জমায়েতে পুলিশ অনুমতি দিলে কাঁথি'র সভায় নয় কেন?', অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্ন, ৫০০০০ জমায়েত কীভাবে সম্ভব কিছু অখ্যাত মানুষের ডাকের ধর্মীয় সম্মেলনে। সত্যিটা বলুক না, আড়ালে কে টাকা জোগাচ্ছে, সাহায্য করছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে ১০টা বায়োটয়লেট জোগাড় করা সম্ভব নয়। কে দিচ্ছে ৩০টির বেশি বায়ো টয়লেট। বাজেট কী এই অনুষ্ঠানের? নাম না করে এভাবে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। ধর্ম সম্মেলনের অনুমতি চেয়ে প্রথম মামলাকারী রামেশ্বর বেরা সই জাল করে মামলা দায়েরের অভিযোগ ওঠে। প্রথম মামলাকারী রামেশ্বর বেরা'র সই যাচাই করতে সিএএফএল-কে নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। দ্বিতীয় মামলাকারী শঙ্কর বেরার দায়ের করা মামলার নির্দেশ দান হবে সোমবার।

বল্লামুখায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ২৫ এপ্রিলঃ নো ম্যানস ল্যাণ্ডে আন্তর্জাতিক সীমান্ত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বল্লামুখা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় দেড় কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাটি শুক্রবার পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন মুহুরি নদীর উত্তর পাড়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র নগর এবং ঈশান চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগণের বর্ষায় জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই খবরের জেরে উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা বল্লামুখা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনের পর শুক্রবার পরিদর্শন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তাঁর সাথে ছিলেন বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার, জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজিতাভ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বল্লামুখা এলাকাতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা পরিদর্শন করেন কাঁটাতারের বেড়া। পাশাপাশি এলাকার জনগণের সাথে আলাপ আলোচনা করেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। পরিদর্শন শেষে তিনি এলাকাবাসীদের জানান রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে এই সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত আকারে বার্তা পাঠিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

পুলিশ সক্রিয়তায় বাজেয়াপ্ত বিপুল মাদকদ্রব্য

নববারাকপুর, ২৫ এপ্রিলঃ বিগত কয়েক মাস যাবৎ নব বারাকপুর থানার অন্তর্গত বিলকান্দা লেনিনগড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে নববারাকপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে গাঁজা সরবরাহের খবর পাওয়ার পর নব বারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, এসআই আশীষ কুমার ওঝার নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করেন। সন্ধ্যা থেকে ওত পেতে তিনজনের পিছু নিয়ে বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পাড়া এলাকা থেকে তিনজন পাচার কারী সহ প্রায় ১৮ কেজি ২৫৮ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশি তৎপরতায় কুখ্যাত গাঁজা ব্যবসায়ীরা এলাকা থেকে পলাতক রয়েছে। যদিও পুলিশ তদন্তে নেমেছে গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। ধৃত তিন জন হলেন মিঠুন বড়াল(২৩) বাড়ি তালবান্দা যুগবেড়িয়া, দেবু রায় (৪১) বাড়ি নব বারাকপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুন্দা বুড়ি র বাড়ি চড়কতলা মাঠ, বিভাস পাল(৩১) বাড়ি ঘোলা থানার সোদপুর ঘোলা রবীন্দ্রনগর।মাদক দ্রব্য পাচারে অভিযোগে তিন জনের বিরুদ্ধে ২০২৯ এনডিপিএস ধারায় কেস করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।শুক্রবার দুপুরে ধৃত তিন গাঁজা পাচারকারীকে বাজেয়াপ্ত গাঁজা সহ ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়।

ট্রলিতে ভরে দেহ লোপাটের অভিযোগের সুরাহা, ধৃত অভিযুক্ত

কলকাতা, ২৫ এপ্রিলঃ মহিলাকে খুনের পর ট্রলিতে ভরে দেহ লোপাটের চেষ্টার মূল অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার তাকে দফায় দফায় জেরা করে জানা গিয়েছে নেপথ্যের বিশদ। বাগুইআটির প্রতিবেশী পাড়ার ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত মহিলার নাম রিয়া ধর। দুই সন্তানের মা তিরিশ বছরের রিয়ার শ্বশুরবাড়ি মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২১ তারিখ দুপুরে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় রিয়া ধরকে। পরের দিন সকালে বাগুইআটির প্রতিবেশী পাড়ায় নর্দমার ধারে পড়ে থাকা একটি ট্রলি থেকে উদ্ধার হয় ওই তরুণীর দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, বারাসাতের বাড়িতেই রিয়াকে খুন করেন তাঁর প্রেমিক কৌশিক প্রামাণিক। ট্রলিতে ভরে দেহ এনে ফেলা হয় বাগুইআটিতে। ফেসবুকে ৩ মাস আগে বারাসাতের বাসিন্দা কৌশিক প্রামাণিকের সঙ্গে পরিচয় হয় নবগ্রামের রিয়া ধরের। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৫ দিন আগে স্বামী অমিতকুমার ধর ও সন্তানকে ছেড়ে নবগ্রাম থেকে বারাসাতে চলে আসেন রিয়া। নবগ্রাম থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের করেন তরুণীর স্বামী। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে সোনার গয়না ও টাকা নিয়ে এসেছিলেন তরুণী। কৌশিক তা হাতিয়ে নেওয়ার পর আর সম্পর্ক রাখতে চাইছিলেন না। বিয়ের জন্য জোরাজুরি করাতেই তরুণীকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। বারাসাতে খুন করে ট্রলিব্যাগে দেহ ভরে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে বাগুইআটিতে পাচারের চেষ্টা। তারপরেও শেষ রক্ষা হল না। খুনের অভিযোগে সেই গ্রেফতারই হতে হল নিহত যুবতীর প্রেমিককে। সিসিটিভি ফুটেজ আর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনই ধরিয়ে দিল রিয়া ধরের খুনিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশিক যেহেতু আগে বাগুইআটিতে ২ বছর ভাড়া ছিলেন, তাই ওই এলাকার খুঁটিনাটি তাঁর জানা ছিল। সেইমতো ২১ তারিখ দুপুরে বারাসাতের বাড়িতে রিয়াকে খুন করার পর দেহ ট্রলিতে ভরে অ্যাপক্যাব ভাড়া করে সন্ধের দিকে বাগুইআটি ঢোকেন তিনি। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ বাগুআইটির প্রতিবেশী পাড়ায় ড্রেনের ধারে তরুণীর দেহ ভরা ট্রলিটি নর্দমার ধারে ফেলে দেন তিনি। তদন্তে নেমে এলাকা ও বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। তখনই একটি অ্যাপক্যাবের সন্দেহজনক গতিবিধি তাঁদের নজরে আসে। টাওয়ার ডাম্পিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওই সময়কালের মধ্যে অভিযুক্ত কৌশিক প্রামাণিকের উপস্থিতিও এলাকায় টের পান তাঁরা। তারপরই অ্যাপ ক্যাব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই গাড়ির চালকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কৌশিক প্রামাণিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

দেশের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁকে আটক করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, কাঁদছে মাঝেমধ্যেই জ্ঞান হারাচ্ছেন পূর্ণমের মা দেবন্তী সাউ

বনস্পতি দে, রিষড়া হুগলি, ২৫ এপ্রিলঃ নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছেন স্ত্রী রজনীও। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়েছে। ঘরে রান্না বন্ধ। উৎকণ্ঠায় কাটছে প্রতি মুহূর্ত। কাঁদতে কাঁদতে মাঝেমধ্যেই জ্ঞান হারাচ্ছেন পূর্ণমের মা দেবন্তী সাউ। 'ঘরের ছেলে ফিরবে কখন?' দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে সকলেরই। পুর্নমের বাড়ি রিষড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসভা এলাকায়। বাড়িতে পুর্নমের স্ত্রী, সাত বছরের পুত্র রয়েছে। এছাড়া বাবা, মা ও দাদা রয়েছেন। দেশের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁকে আটক করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। তার পর থেকে পূর্ণমের কোনও খবর নেই। বৃহস্পতিবার দুই দেশের মধ্যে 'ফ্ল্যাগ মিটিং' হলেও পূর্ণমকে ফেরাতে উদ্যোগী হয়নি পাকিস্তান। পাঞ্জাবের পাঠানকোটের ফিরোজগঞ্জ বর্ডারে পোস্টিং ছিল ২৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ কনস্টেবল পূর্ণমকুমার সাউয়ের। ডিউটি করার সময়ে কিছুটা ক্লান্ত হয়েই একটি গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই খবর জানার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে পরিবারের সদস্যদের। ছেলে কেমন আছে? কোথায় আছে? কী ভাবে আছে? কোনও উত্তর মেলেনি। পূর্ণমের বাবা ভোলানাথ সাউ বলেন, 'ছেলেকে নিয়ে আমি এখন খুব চিন্তিত। ছেলের কোনও খবর আমি পাইনি। কারও সঙ্গে কথাও হয়নি। বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা হয়নি।' ভোলানাথ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর কাছে আবেদন করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। পাকিস্তানের উপরে কোনও ভরসা নেই, ছেলের সঙ্গে অনেক কিছুই হতে পারে। আমার ছেলেকে যে কোনও প্রকারে ভারতে নিয়ে আসা হোক। আবার দেশের হয়ে লড়ুক সে।' শুক্রবার তার পরিবারের সঙ্গে এসে দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, তিনি বলেন আমরা আপনাদের পাশে আছি সব সময়। পরিবারের লোকজন বলছেন, পাকিস্তান রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার খবর পাওয়ার পর পুর্নমের ফোনে ফোন করেছিলেন তাঁরা। ফোন বেজে যায়। কেউ ফোন তোলেননি। আর এখন ফোন সুইচড অফ রয়েছে।

জলাভূমি ভরাট করে চলেছে নির্মাণ কাজ

মতিয়ার রহমান, শ্যামপুর, ২৫ এপ্রিলঃ খাতায় কলমে বাস্তু। আর বাস্তবে তা রূপ দেখা যাচ্ছে ভিন্নরকম, পুকুরের উপরেই মাটি ফেলে বুজিয়ে তৈরী হচ্ছে একটা আস্ত বাড়ি। পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে এই ধরনের কাজ। ঘটনাটি শ্যামপুর দুই ব্লকের শশাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নায়েক পাড়া এলাকায়। শ্যামপুর - বাগনান রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে গেলেই চোখে পড়বে দৃশ্যটি। জানা গিয়েছে শশাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেঁড়ে গোঁজলা এলাকার জনৈক ব্যবসায়ী এই নির্মাণ করছেন। বিষয়টি বেশ কিছুদিন আগে মিছিলে হাঁটার সময় নজরে আসে রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়ের। তিনি স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে এ নিয়ে ক্ষোভ ও প্রকাশ করেন। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে অসহযোগিতা ও রূঢ় ব্যবহার করেন ওই ব্যবসায়ী ও তার দিদি। তাঁদের দাবী সব কিছু কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে। হোম লোন নিয়ে করা হচ্ছে। যদিও কোন রকম কাগজপত্র দেখাতে অস্বীকার করেন তাঁরা। আর এখানেই সন্দেহ দানা বাঁধছে।

রাস্তা থেকে প্রায় কুড়ি ফুট গভীর একটি কনস্ট্রাকশন করতে গেলে যে ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং প্লান প্রয়োজন তা কি আছে? নাকি সব কিছুই কাগজে কলমে -উঠছে সেই প্রশ্ন। আরো জানা গিয়েছে জায়গাটির বর্তমান চরিত্র ও কাগজে কলমে চরিত্র নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অর্থাৎ দৃশ্যমান পুকুর। কাগজে ছিল তা শালি। আবার সেটিকে নাকি বাস্তুতে বদল করা হয়েছে। তাহলে খাতায় কলমে বাস্তুতে বাড়ি তৈরী হচ্ছে আর বাস্তবে পুকুর ছেঁচে তার উপর বাড়ি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে শশাটি পঞ্চায়েতের প্রধান আশিষ কাপড়ি বিষয়টি দেখার কথা বলেন। এমনটাই বাস্তব এবং কাগজের জাগলারি চলেছে এই এলাকায়। উল্লেখ্য শ্যামপুর দুই ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় দিনের পর দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে জমির চরিত্র বদল হয়ে যাওয়ার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিমত পোষন করেছেন পরিবেশকর্মীরা। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত শ্যামপুরে ইদানীং কালে যে ভাবে জমির চরিত্র বদল হচ্ছে তাতে মাফিয়ারাজ ক্রমশ বাড়ছে শ্যামপুর জুড়ে।

কুলপি দেরিয়া হাই স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন

দুরন্ত বার্তা, কুলপি, ২৫ এপ্রিলঃ কুলপি দেরিয়া হাইস্কুলে শতবর্ষ উদযাপন করা হলো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শুক্রবার এই শতবর্ষ উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা,পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সূচনা হয় শতবর্ষের অনুষ্ঠানে। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে শতবর্ষের স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এদিন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, আজ মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় সমস্ত স্কুলের দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য সাইকেল এবং স্কুলের ড্রেস খাতা বই ও কন্যাশ্রী শিক্ষাশ্রী দেওয়া হচ্ছে। যতদিন এই সরকার থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোনো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে না। তাই আজ আমরা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আবদার গুলো রাখছি এবং রাখবো। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড তাই এই শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ছাত্র ছাত্রীরা সমাজকে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র হাতিয়ার। শতবর্ষ উপলক্ষে দেরিয়া হাই স্কুলের সমস্ত ছাত্রীদের অভিনন্দন জানালেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই কামনার্থে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪৫ সংখ্যা, শনিবার, ১২ বৈশাখ , ১৪৩২

কেভিআইসি-র নতুন রেকর্ড

খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী মনোজ কুমার গত সোমবার (২১ এপ্রিল, ২০২৫) নতুন দিল্লিতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের (কেভিআইসি) অস্থায়ী তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি কেভিআইসি-র কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন, বলেন, কেভিআইসি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উৎপাদন, বিক্রয় এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। গত ১১ বছরে বিক্রয় বেড়েছে ৪৪৭, উপাদনে বৃদ্ধি ৩৪৭ এবং কর্মসংস্থান বেড়ে হয়েছে ৪৯.২৩ । ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪-এ বিক্রয় ৩৯৯.৬৯ এবং উৎপাদন ৩১৪.৭৯ বৃদ্ধি পেয়েছে।শ্রী কুমার আর-ও বলেন, কেভিআইসি-র এমন অসাধারণ পারফরম্যান্স ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প বাস্তবায়নে এবং ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতিতে পরিণত করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। শ্রদ্ধেয় বাপুর অনুপ্রেরণা, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি , অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের পথ প্রদর্শন এবং দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে কর্মরত কোটি কোটি কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রমের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে যথাযথ কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। কেভিআইসি-র চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ছিল ২৬১০৯.০৭ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা প্রায় চারগুণ বেড়ে হয়েছে ১১৬৫৯৯.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে বিক্রয় ৩১১৫৪.১৯ কোটি টাকা ছিল, এটি ৪৪৭ বেড়েছে। প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে বিক্রিবাটা ১৭০৫৫১.৩৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। শ্রী কুমার বলেন, গত ১১ বছরে খাদির বস্ত্র উৎপাদনেও অভূতপূর্ব বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে যেখানে খাদি বস্ত্রের উপাদনের আর্থিক পরিমাণ ছিল ৮১১.০৮ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা ৩৬৬ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে চার গুণ বেড়ে ৩৭৮৩.৩৬ কোটি টাকা হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত সেরা। খাদির বস্ত্রের বিক্রিতেও ব্যাপক লাভ হয়েছে। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে বিক্রয়বাবদ এর পরিমাণ ছিল ১০৮১.০৪ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা ৫৬১ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় সাড়ে ছয় গুণ বেড়ে ৭১৪৫.৬১ কোটি টাকা হয়েছে।কেভিআইসি সম্পর্কে শ্রী কুমার বলেন, কেভিআইসি-র প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকায় সর্বাধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। এই ক্ষেত্রেও কেভিআইসি গত ১১ বছরে রেকর্ড গড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে যেখানে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ১.৩০ কোটি, সেখানে ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১.৯৪ কোটি, যা প্রায় ৪৯.২৩ বৃদ্ধি । নয়াদিল্লির খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ভবনের ব্যবসা-বাণিজ্যেও অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটেছে। ২৯১৩-১৪ আর্থিক বছরে ভবনের ব্যবসা ছিল ৫১.০২ কোটি টাকা, এটি প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ১১৫ লাফিয়ে ১১০.০১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে মোট ১০১৮১৮৫-টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে, যার জন্য ভারত সরকার ৭৩৩৪৮.৩৯ কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে ২৭১৬৬.০৭ কোটি টাকার ভর্তুকি বিতরণ করেছে। এখনও পর্যন্ত পিএমইজিপি-র সাহায্যে ৯০,০৪,৫৪১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।চেয়ারম্যান আরও বলেন, গ্রামোদ্যোগ বিকাশ যোজনা প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ অঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদানের লক্ষ্যে, কেভিআইসির ২০২১-২২ আর্থিক বছরের ২৫.৬৫ কোটি টাকার বাজেট ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৩৪ বেড়ে ৬০ কোটি টাকা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৯২৪৪টি বৈদ্যুতিক মৃশিল্পের চাকা, ২২৭০৪৯ মৌমাছির বাক্স ও মধু কলোনি, ২৩৪৪টি স্বয়ংক্রিয় ও প্যাডেল চালিত ধূপকাঠি তৈরির মেশিন, ৭৭৩৫টি জুতা উৎপাদন ও মেরামতের টুলকিট, ৯৬৪টি পেপার প্লেট ও ডোনা তৈরির মেশিন, ৩৪৯৪টি এসি, মোবাইল, সেলাই, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার টুলকিট, ৪৫৫৫টি টার্নউড, বর্জ্য কাঠের কারুকাজ, কাঠের খেলনা তৈরির মেশিনের পাশাপাশি, ২৩৬৭টি তালের গুড়, তেল ঘানি ও তেঁতুল প্রক্রিয়াকরণ মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।গত তিন অর্থবছরের কথা বললে বলতে হয়, ২০২২-২৩-এ মোট ২২ হাজার ২৮৪টি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৯ হাজার ৮৫৪টি মেশিন ও সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩৭২১৮টি মেশিন ও সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামোদ্যোগ বিকাশ যোজনার অধীনে, কেভিআইসি এ পর্যন্ত মোট ২৮৭৭৫২ টি মেশিন, টুলকিট এবং সরঞ্জাম বিতরণ করে স্বনির্ভর ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নারীর ক্ষমতায়নে কেভিআইসির অবদানের কথা বলতে গিয়ে শ্রী কুমার বলেন, গত ১০ বছরে কেভিআইসির ১৮টি বিভাগীয় এবং ১৭টি অ-বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,৪৩,৯০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৫৭.৪৫ অর্থাৎ ৪,২৭,৩৯৪ জন মহিলা। এ ছাড়া ৫ লক্ষ খাদি কারিগরের ৮০-ই নারী। গত ১১ বছরে খাদি কারিগরদের মজুরি বেড়েছে ২৭৫, গত তিন বছরে তা বেড়েছে ১০০ ।

সম্পাদক

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

খেয়াল রেখো তোমার চলন চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু যেন কোনো ক্রমে স্থিতিলাভ করতে না পারে, তাহলে নিন্দা ব্যর্থ হয়ে উঠবে এমনিতেই সহিতে তুমি না পারো যদি অন্যের কটু ব্যবহার, কেমন করে সইবে তারা তোমার তিক্ত অত্যাচার কাউকে যদি বলিস কিছু সংশোধনের তরে, গোপনে তাকে বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা ভোরে তুমি যায় দেখোনা কেন, অন্তরের সহিত সবার আগে তার ভালোটুকু দেখার চেষ্টা করো আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলো আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

তোমার ভাবের-এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষবাস করে-পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেক দিন পরে হয়েছে নাম হারু। ছেলেটির উপর বাপ-মা দু-জনেরই ভালবাসা কেননা, সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উলটে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কী হবে? তারপর আবার চাষ করতে গেল। বা।। ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদছে। বললে, 'তুমি নিষ্ঠুর-ছেলেটার জন্য এক বার কাঁদলেও না?' চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, 'কেন কাঁদছি না বলব? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি-খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি-আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করব, না তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করব?'চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।একজন ভক্ত-ওজনে কেন কম পড়ে?

প্রথমবারের বিলেত ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ঃ কিশোর কবির সুদূর ইউরোপবাসের অভিজ্ঞতা...

কৌশিক দাস ঃ রবীড়্দ্রনাথ তখনও বিশ্বকবি নন, নন বড় মাপের কোনো ব্যক্তিও। পরিচয়ের মধ্যে একটা পরিচয়ই হয়তো 'বড়' করে বলা যায় - তিনি একজন 'জমিদার পুত্র'। সে হলে কী হবে, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় তার মন নেই। জমিদার পুত্র যদি লেখাপড়া না করে, তবে প্রজারা শিখবে কী? তাছাড়া, জমিদারিটা ঠিকভাবে টিকিয়ে রাখতে গেলেও তো পড়াশোনা করে নিজেকে যোগ্য-দক্ষ করে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যেই উচ্চশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পারিবারিক সিদ্ধান্তে পাঠানো হয় বিলেতে। এই প্রথম শুরু হয় তার বিশ্ব-যাত্রা। আর এ সফর রবীন্দ্রনাথের মেধা-মনন-চেতনায় এত গভীর রেখাপাত করে যে, রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে হয়ে ওঠেন একজন বিশ্বমানের সাহিত্যিক যা তার অপরাপর অন্যান্য বিশ্ব-সফরের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আজকের এই আলোচনায় আমরা কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে পথ চলবো বিলেতের পথে আর তাঁর চোখে দেখব বিলেত জীবনের নানান দিক।

রবীন্দ্রনাথের ইংল্যান্ড যাত্রা... রবীন্দ্রনাথ দু'বার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। একবার ১৭ বছর বয়সে, উচ্চশিক্ষা হেতু। আর দ্বিতীয়বার ১৯১২ সালে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত ভ্রমণে তিনি পাশ্চাত্য জগতের নানা দিক প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করে বিস্মিত হন, শিহরিত হন। এই সময় পাশ্চাত্যের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, কলা নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং এখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যেও নতুন নতুন রস ও শাখার সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়বার ভ্রমণের সময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য উপাদানের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হতে দেখা যায় না। সে যা-ই হোক, আমরা এখানে মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে, মানে তাঁর কিশোরকালীন জীবনে বিলেত যাবার অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করবো।

বিলেত গমনের প্রেক্ষাপট... ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্কুল-কলেজ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি অনীহা ছিলো। জমিদার পরিবারের ছেলেকে লেখাপনা শেখাতে তাই বানিতেই গৃহ শিক্ষক রেখে প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খনি দেয়া হয়। কৈশোর জীবনের শেষ দিকে তাঁর ভালো পড়াশোনার জন্য দাদা সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথকে বিলেত পাঠিয়ে দেয়া হোক। সেখানকার লেখাপড়া হয়তো তাঁর ভালো লাগবে। যেই ভাবা সেই কাজ। মাত্র ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করেন বিলেত পানে। শুরু হলো তাঁর বিশ্বযাত্রা। এ যাত্রার আদ্যোপান্ত অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি', ' প্রভৃতি গ্রন্থে। এসব লেখা এতটাই সুখপাঠ্য যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনীগুলোর অন্যতম হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের এসব ভ্রমণকাহিনী।

সমুদ্র পথে যাত্রা... বিলেতের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ জাহাজে চা।র কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাহাজের যাত্রা, পরিবেশ, আবহাওয়ার সাথে তখনও খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি তিনি। কেতাবি ভাষায়, এই অসুস্থতাকে অবশ্য ' Sickness' নামে অভিহিত করা হয়। এই 'সমুদ্র ব্যাধি'তে আক্রান্ত হয়ে কিশোর কবি একেবারে ছ' ছ'টি দিন বিছানায়। মাথাটিও তুলবার জো ছিলো না। সে সময় জাহাজের জনৈক ' তাঁকে পরম মমতায় খাইয়ে দিতেন। সেকথা ভুলতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ-

আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল ... আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত করত ... বলত না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। ছ'দিন পর যখন কবি শয্যা ছেড়ে উঠলেন, তখন দেখলেন, আসলেই তিনি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমার কথা ছেড়ে কিশোর রবির ভাষাতেই শুনুনঃ- উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার করা, কাঁধের সাথে তার ভালোরকম বনে না চুরি করা কাপড়ের মতো শরীরটা আমার যেন ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেকদিন পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম।

ভ্রমণকালীন নানান অভিজ্ঞতা... জাহাজে যাত্রাকালে তিনি নানা রূপের নানা চরিত্রের বিদেশিদের দেখলেন, সেখানে নিতান্ত ভদ্র-সভ্য-বিনয়ী ইংরেজ যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন কর্কশ-ভাষী অসৌম্য ব্যক্তিদেরও। মার্জিত রুচির ইংরেজদের ব্যবহারে কবি যেমন পুলকিত হয়েছেন, তেমনি রূঢ় স্বভাবের ইংরেজদের অমার্জিত আচরণে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। এমন কত ঘটনা দেখেছেন তিনি, আশ্চর্য হয়েছেন। আর আমরা আশ্চর্য হই তাঁর সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় লেখা এসব ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করে! এডেন থেকে জাহাজে করে সুয়েজ যেতে তাঁদের পাঁচ দিন লেগেছিল। সুয়েজে নেমে নৌকোয় করে খানিকটা পথ এগিয়ে ট্রেনে করে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে স্টিমারে চেপে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইতালি পৌঁছান কবি। কবি জানতেন যে, আফ্রিকা এক অনুর্বর মরুভূমির নাম অন্তত বই-পুস্তকে তো তেমনটিই পড়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখলেন উল্টো। রাস্তার দু'পাশে তিনি বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত দেখেছেন, দেখেছেন থোকায় থোকায় খেজুরশুদ্ধ গাছ, আরো কত কী! হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ধূলোবালি মেখে মলিন বদনে পৌঁছলেন আলেকজান্দ্রিয়া। বন্দরে তাদের জন্য অপেক্ষমাণ ' জাহাজে চেপে তাঁরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেন। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী, তাতে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান, বিভিন্ন দেশের মানুষ, হরেক রকমের দোকানপসার আছে। বেশিরভাগ দোকানের সাইনবোর্ড ফরাসি ভাষায় লেখা। এখানের বিশাল বন্দরে ইউরোপীয়, মুসলমান সব ধরনের জাতির জাহাজ আছে, শুধুমাত্র হিন্দুদের কোনো জাহাজ নেই। এই ঘটনা তাকে বিষণ্ণ করেছিল। জাহাজে করে ইতালিতে পৌঁছতে লাগলো পাঁচদিন তখন রাত দুটো বা তিনটে। নানা ঝামেলায় রাতে ব্রিন্দিসির হোটেলে থাকতে হলো। পরদিন একটি আধভাঙা গাড়ি করে শহর দেখতে বেরোলেন। ব্রিন্দিসি শহরটা খুব একটা বড় নয়, ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে, রাস্তায় মানুষ গল্পগুজব করছে, ঢিলেঢালা শহর, মানুষজন। তাঁরা ফলের বাগানে সাদা-কালো আঙুর, পিচ, আপেল নানা জাতীয় ফল দেখতে পান। কিশোর কবি রসবোধের কিন্তু ঘাটতি ছিলো না। দেখুন না, সেখানে একজন বুড়ি ফল বিক্রেতা রবীন্দ্রনাথদেরকে অনুনয় করলেও তাঁর ফল কেনার ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখে আর ওকে উপেক্ষা করলেন না। ভ্রমণকাহিনীর এ পর্যায়ে ইতালির মেয়েদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে ভুল হলো না কিশোর কবির। তাঁর দৃষ্টিতে, ইতালির মেয়েরা সুন্দরী, তাদের চোখ, চুল, ভ্রু কালো অনেকটা আমাদের দেশের মতো। ব্রিন্দিসি শহর থেকে ট্রেনে করে প্যারিস শহরের দিকে যাত্রা করেন কবি। পথে মাঝরাতে নানান বিপত্তিতে পড়তে হয়, সেসব বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে তিনি প্যারিস পৌঁছান।

অবশেষে ইংল্যান্ড... রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে ইংল্যান্ডে যান। ব্রাইটন শহরে ঠাকুর বাড়িতে থাকেন কিছু দিন। সেখানে তিনি একটি স্কুলে (অনেকের মতে, ব্রাইটন কলেজে)

ভর্তি হন। কিছু দিন পর, আরো ভালো লেখাপড়ার উদ্দেশে তিনি বড় ভাইয়ের এক বন্ধুর সাথে লন্ডন চলে যান। ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনে, আইনবিভাগে। কিন্তু থাকা-খাওয়া নিয়ে বাঁধলো বিপত্তি। অনেক খোঁজ-খবরের পর একজন ডক্টরের বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন বলে ঠিক হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ ছিলেন না তাই যে পরিবারে তিনি থাকবেন, সে পরিবারের প্রত্যেকের ছিলো ঘোর আপত্তি। তাদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন আমার আসবার কথা সেইদিন মেজ ও ছোট মেয়ে, তাদের এক আত্মীয়দের বাড়ীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেনি। তারপর হয়তো যখন তারা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে নি, তখন তারা বাড়িতে ফিরে এলেন। কিশোর রবির চোখে ইংল্যান্ডের প্রকৃতি ও এখানকার অধিবাসীদের আচার-প্রথা...

প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের আবহাওয়া ও এখানকার মানুষদের আচার-প্রথা নিয়ে খুবই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর ভাষায়-

এ দেশের জমিতে আঁচ। কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়- শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপ। দরকার হয় তার ঠিক নেই, তার পরে কম খেলে এ দেশে বাঁচবার জো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্য অনেক খাওয়া চাই। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের মানুষদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কড়া মন্তব্যও করে বসেছেনঃ - এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে 'নোংরা' বলে তাই। তাঁর এই লেখনীগুলো 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

ইংল্যান্ডের মানুষের জীবনযাত্রা এত ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথের তা মোটেও ভালো লাগেনি। এ প্রসংগে তিনি লিখছেন-

ইংল্যান্ডে ... রাস্তা দিয়ে যারা চলে ...বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলছে পাশের লোকদের উপর ভ্রুক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদবেগ, সময় তাদের ফাঁকি না দিয়ে পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লন্ডনময় রেলওয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন চলছে। লন্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার পথে দেখি উপর দিয়ে একটা, নীচ দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা ... ট্রেন ছুটছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লন্ডনের লোকদেরই মতো ... মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে চলছে। দেশ তো এই একরত্তি, দু'পা চললেই ভয় হয় সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে। ইংল্যান্ডের প্রকৃতিও কেমন যেন, সব সময় কেবল মেঘলা মেঘলা অবস্থা, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে নির্মোহ বর্ণনা দিতে সচেষ্ট হলেও তাঁর খেদোক্তি ঢাকা থাকেনি-আজ ব্রাইটনে অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এ দেশে রবি যেদিন মেঘের অন্ত ঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকেন না সেদিন সমুদ্রের ধারে বে।বার রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে। এ দেশে যদিও বাড়ির ভিতর নেই তবু এ দেশের মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়। ...দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে লোকে বলছে কাল পরশুর মধ্যে আমরা বরফ প।। দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রি অবধি নেমে গেছে ... রাস্তার মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে ... সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়। অশ্বেতাঙ্গ রবীন্দ্রনাথের বিড়ম্বনা...

রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টই ফর্সা ছিলেন। তবে, ইউরোপীয়দের সংজ্ঞানুযায়ী তো তিনি আর 'শ্বেতাঙ্গ' ছিলেন না। সেজন্যে তাঁকে প্রায়ই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিলো। ইংল্যান্ডবাসীরা অশ্বেতাঙ্গ নন-ইউরোপীয়দের নিতান্তই সেকেলে মনে করে, তা জানতেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তারা যে নন-ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষের লোকেদের এতটাই অবুঝ মনে করে, তা কবি ভাবতেই পারেন না। তাদের কিছু কিছু আচরণে কবি আসলেই হতভম্ব হয়ে যান। একটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে প্রথম দিকে যে বিড়ম্বনার মুখে পড়েছিলেন তিনি, সে তো বলেছিই। এরকম আরো কিছু ঘটনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জবানিতে আমাদেরকে জানিয়েছেন- এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন Dr-এর ভাইয়ের সাথে বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফটোগ্রাফ ছিল ... আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষ হাতে করে আঁকে না। আমার চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। ঘড়ির দোকানের ... ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার চেষ্টা করতে লাগল ... আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক একজন সত্যিই হেসে ওঠে ... কত লোক হয়ত আমাদের জন্য গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে । প্যারিসে আমাদের গাড়ির একদল ইস্কুলের ছোকরা চিৎকার করতে করতে ছুটছিল ... এক একজন চেঁচাতে থাকে - 'Jack , look at the blackies'. ভারতবর্ষে থাকাকালীন ইংল্যান্ডের মহান কবি, লেখক, দার্শনিকদের লেখা পড়ে পড়ে ইংল্যান্ড সম্পর্কে কবির উচ্চমার্গীয় ধারণা হয়েছিল- ইংরেজ সমাজ বুঝি পুরোদস্তুর জ্ঞানপিপাসু। কিন্তু বাস্তব ইংরেজ সমাজে কিছুদিন বসবাস করে কবি খানিকটা হতাশ হন। কবির মন্তব্য - এই ক্ষুদ্র দ্বীপের ... সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমুলারের বেদব্যাখ্যা, টিন্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি।

লন্ডনের 'হাউস অব কমন্স' পরিদর্শন...

ইংল্যান্ড হচ্ছে গণতন্ত্রের সূতিকাগার। লন্ডনে বসে হাউস অব কমন্সের অধিবেশন। সেখানে এক অধিবেশনের কার্যক্রম দেখার সুযোগ হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের। তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর এই অভিজ্ঞতার তাতে আপনি যেমন বিনোদিত হবেন, তেমনি আবার খেয়াল করলে দেখবেন এতো আগের লেখা বর্ণনার সাথে আমাদের বর্তমান সংসদের কার্যক্রমের কোন কোন দিনের চিত্রও কী অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে! আমরা যখন গেলেম, তখন ও'ডোনেল বলে একজন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। হাউসের ভাবগতিক দেখে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। যখন কেউ বক্তৃতা করছে, তখন হয়ত অনেক মেম্বার মিলে ইয়া ইয়া করে চিৎকার করছে, হাসছে। আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্ররাও এরকম করে না। অনেক সময় বক্তৃতা হচ্ছে আর মেম্বাররা কপালের উপর দিয়ে টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন।

পেয়িং গেস্ট রবীন্দ্রনাথ... পেয়িং গেস্ট মানে অনেকটা সাবলেট থাকার মতো। কোনো একটা পরিবারের সাথে থাকবে, খাবে বিনিময়ে টাকা পে করবে। পেয়িং গেস্ট হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অম্লমধুর অভিজ্ঞতার কথা আমরা তাঁর লেখা থেকেই জানতে পারি।

আসলে, রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে দুটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিলেন। প্রথম বা।তে কিছুদিন ছিলেন, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিলো না, তাই বলে যে ঝগড়া ছিলো তা-ও না। যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথ পরে আরেক বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে অবস্থান করেন সেখানে দুটো ছোট বাচ্চা ছিলো - যাদের সাথে কিশোর কবির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিলো - ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থার খুড়ো বলে ডাকে। এথেল ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে আমি কেবল একলা তারই আঙ্কল হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবি করে তবেই তার দু ঃখ। একদিন টম তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্য একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল আমারই আঙ্কল আর্থার। তখনই এথেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। টম ভারি ছেলেমানুষ ... একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ' আঙ্কল আর্থার ইঁদুরেরা কি করে?' আঙ্কল বললেন, ' রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।' সে একটু ভেবে বললে, 'চুরি করে?' ' চুরি করে কেন?' আঙ্কল বললেন, 'ওদের খিদে পায় বলে।' শুনে টমের ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে এসেছে যে জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অন্যায় ... যা হোক, এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধ্যে বেলা আমোদে কেটে যায় - গান বাজনা বই পড়া। আর এথেল তার আঙ্কল আর্থারকে ছেড়ে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন একবার এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সবাই মিলে ধরলো তাঁকে, একটা গান শোনাবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন, 'প্রেমের কথা আর বলো না'। গানটি শুনে এক ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে এর অর্থ জানতে চাইলেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে গানটি অনুবাদ করে দিলে ভদ্রমহিলা অমনি বলে বসেন, 'তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি!' ভদ্রমহিলার এই উক্তি থেকে আসলে বোঝা যায় যে, উন্নত সভ্যতার ইউরোপীয় সমাজ তখনকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী রকম ধারণা পোষণ করতো।

ইংল্যান্ডের প্রশস্তিতে রবীন্দ্রনাথ... প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ বিলেতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করলেও ধীরে ধীরে তিনি বিলেতের মানুষদের উন্নত সভ্যতা, মার্জিত ও ভদ্রোচিত আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হতে থাকেন। বিশেষত তিনি যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতেন, সে বাড়ির গৃহকর্তাদের অমায়িক ব্যবহারে তিনি প্রসন্ন হন এবং দীর্ঘসময় তিনি সেই স্মৃতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। সময়ের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোতে ইংল্যান্ডবাসীদের প্রশস্তি গাওয়া হতে থাকলো। একদিকে ইংল্যান্ডের প্রশংসা কীর্তন, আর অন্যদিকে সখেদে ভারতবর্ষবাসীদের আলস্য, অজ্ঞানতার সমালোচনা! এতে করে, রবীন্দ্রনাথের পিতা-মাতা ভাবলেন, পুত্র আমার কবি মানুষ, ইংল্যান্ডের মোহে পড়ে যদি আবার কবি মাইকেল মধুসূদনের মতো স্বদেশ-স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যায়, তাহলে সমস্যায়ই পড়তে হবে বটে। শোনা যায়, এসব কারণেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিস্টারি সমাপ্ত না করেই মাঝ পথেই ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনেন। ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয় কিশোর কবির এই দেড় বছরের বিলেত যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের এই বিলেত যাত্রা তাঁর সাহিত্য রচনার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সাহিত্য রচনায় তাঁর যে আধুনিকতার ছাপ দেখা যায়, তাতে এই বিলেত ভ্রমণ প্রধান ভূমিকা রেখেছে। তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভাব, বাণী ও সুর অবলম্বনে। বিলেত ভ্রমণের পর পরই তিনি রচনা করেন কয়েকটি গীতিনাট্য, যেখানে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্টত লক্ষণীয়। বিলেত সফরের আগেকার রবীন্দ্রনাথ আর বিলেত সফরের পরের রবীন্দ্রনাথ - এই দুই সত্তা অভিন্ন নয়। যে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এই যাত্রা, সে ডিগ্রি তিনি লাভ করতে না পারলেন না তবে যা লাভ করলেন, নিঃসন্দেহে তা তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্যিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

চেনা বৃত্তের বাইরে বেরোতে হবে ......

শুভঙ্কর দাস ঃ চেনা বৃত্ত আরামদায়ক পরিসর তৈরি করে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কিন্তু চেনা বৃত্তের বাইরে না বেরোলে প্রকৃত সত্যটা উদঘাটন করা যায় না। তথাকথিত কমফোর্ট জোন মানুষকে স্থবির করে দেয়। সত্যিটা খুঁজে বের করার সদিচ্ছা ও পরিশ্রম তখন দেখা যায় না। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর সেই চেনা বৃত্তের আরামদায়ক পরিসর পুনরায় দেখা গেলো। প্রতিবার জঙ্গি হামলা হলেই টিভি চ্যানেলের গরমাগরম প্যানেল ডিসকাশনে উত্তাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। চিকারের ডেসিবেল সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে আমার আপনার বৈঠকখানার দেয়ালে ধাক্কা মারতে থাকে। সঞ্চালকের চিৎকার ও তার সঙ্গে চোখ ঝলসানো গ্রাফিক্সের কারসাজিতে উড়ে আসে রাফাল থেকে সুখোই। পক্ষ প্রতিপক্ষের কন্ঠের দাপটে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার স্পৃহা হারিয়ে যায়। জঙ্গী হানায.মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ার সঙ্গে টিআরপির গগনচুম্বী আস্ফালনের মাঝে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা হারিয়ে যায়। সামাজিক মাধ্যম সর্বব্যাপী হওয়ার পর থেকে তাতে রাজনীতিবিদদের শোক প্রকাশ ও কঠোর নিন্দা চেনা বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারে না। নিন্দা কথাটার আগে কঠোর শব্দবন্ধটি বসিয়ে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। এই কঠোর নিঃদা শব্দবন্ধটা ব্যবহার করলেই যেন সন্ত্রাসবাদী হানার থেকে মুক্তি মিলবে। আদতে কঠোর নিন্দা কথাটিকে ঢাল করে নিজেদের দায় এড়িয়ে যেতে চায় নীতি নির্ধারকরা। এর সঙ্গে আরও একটা কথা জুড়ে দেওয়া হয় যে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিয়েই সেই জবাব সীমিত থেকে যায়। অথচ ইসলামাবাদ বা রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত সেই যোগ্য জবাব পৌঁছয় না। অন্যদিকে আমেরিকার সমবেদনা জানিয়েছে মানেই আমরা ধন্য হয়ে গেলাম গোছের আবহ তৈরি করা হয়। যেন এক্ষণি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে জঙ্গি দমনে কাঞ্চন মূল্য ছাড়াই সমস্ত ধরনের সামরিক সাহায্য করবে এমন একটা অলীক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। এরপর পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়ে গেলে আসরে নেমে পড়ে বলিউড। দেশের প্রতি সাধারণ মানুষের আবেগকে আর্থিক মুনাফায় পরিণত করে বলি পাড়ার প্রযোজকেরা। সামনে কোনও নির্বাচন থাকলে তো কথাই নেই। তখন এই জঙ্গি হামলা হয়ে যায় ভোটের প্রচারের বিষয়। কোন দল ক্ষমতাসীন থাকার সময় জঙ্গি হামলার পরবর্তী পর্যায়ে যোগ্য জবাব দিতে পেরেছিল তার তালিকা প্রচার করা হয়। কিন্তু এর পরে মোমবাতি মিছিলে শেষ মোমের আলো যখন ফুরিয়ে আসে তখন কেউ আক্রান্তর পরিবারগুলির খবর আর রাখে না। বাকিটা জীবন স্বজনহারা নিঃসীম শূন্যতার মাঝে তাদের থাকতে হয়। সংবাদপত্রে শিরোনাম পাল্টাতে থাকে। টিভির প্রাইমটাইমে স্থান পেয়ে যায় অন্য বিষয়। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ অন্যত্র মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তখন সজন হারা পরিজনগুলো কেবলই পরিসংখ্যান হয়ে থেকে যায়। আমাদের সমাজ যদি সেই চেনা বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারতো তাহলে সে প্রশ্ন করে জানতে চাইত পহেলগাঁওয়ে নিরাপত্তা কেন সুনিশ্চিত করা হলো না? জঙ্গিহানার আশঙ্কা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কি তাদের গোপন রিপোর্টে জানিয়েছিল? যদি করে থাকে তবে সেই মতো প্রশাসন তৎপর হলো না কেন? স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জঙ্গিরা কিভাবে তান্ডব লীলা চালালোর সময় পেলো? অন্যদিকে পহেলগাঁও জঙ্গী হামলার আগে প্রবাসী পাকিস্তানিদের সমাবেশে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির ভারতের কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিজের ভাই বলে অবিহিত করেছিলেন। তাদের কর্মপন্থাকে নায়কোচিত সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পাকিস্তানের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে কেন ভারত কঠোর ও সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করলো না। ভারতীয় কূটনীতিকরা কেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তৎপর হল না। সেই প্রশ্ন করার স্পর্ধা আমাদের সমাজে হারিয়ে গিয়েছে। পহেলগাঁও হামলার পেছনে যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সাম্প্রতিক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য কাজ করেছে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য করা থেকে এখনো পিছিয়ে আসেনি। পাকিস্তানের এফ ১৬ যুদ্ধবিমান মেরামতি করার জন্য ৩৯৭ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর আগে একই পথে হেঁটেছিলেন জো বাইডেন। হোয়াইট হাউজের এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে কেন বার বার নরম অবস্থান গ্রহণ করছে ভারত সেই প্রশ্ন তুলে ধরার স্পর্ধা আমাদের সমাজ ও তার মাধ্যম একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটা বাদ দেওয়ার দাবি জোরালো করার আবহ তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি সমানে চলছে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন মানুষদের প্রতি বিষোদগার করা। অথচ পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে বিরোধিতার সুর জোরদার করা উচিত ছিল। তেমনটা আর হচ্ছে কই!

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশনে প্যাসেঞ্জার রানিং লাইনের মুখ্য আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে ট্র্যাক সুরক্ষার বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৫ এপ্রিল ঃ রেলওয়ের সুরক্ষা এবং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পাঁচটি ডিভিশন - কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়ায় প্যাসেঞ্জার রানিং লাইনগুলিকে আপগ্রেড করার জন্য একটি ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই মিশন- মোড পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো ট্রেনের নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য যাতায়াতকে সহায়তা করার জন্য লুপ লাইনগুলিকে মূল লাইনের মানের সমতুল্য নিয়ে আসা। লুপ লাইনে ক্রমবর্ধমান যাতায়াত এবং পুরোনো ট্র্যাক পরিকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য সুরক্ষা সম্বন্ধীয় ঝুঁকির জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং আধুনিক ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি গ্রহণ করার মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অপ্রত্যাশিত বিপদ হ্রাস করতে এবং সামগ্রিক পরিচালনের পরিবেশ উন্নত করতে কাজ করছে। ২০২৪-২৫ সালে এই পদক্ষেপের অধীনে রেকর্ড-ব্রেকিং সাফল্য অর্জন দেখা গেছে। উন্নয়নের আওতায় রয়েছে ব্যালাস্ট শক্তিশালীকরণ, ট্র্যাক জ্যামিতি উন্নত করা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা এবং নিয়মিত ব্যবধানে ট্র্যাকের মাপদণ্ড মূল্যায়ন করার জন্য এডভান্স প্রোফাইলিং কৌশল স্থাপন করা। এই সময়ে প্রকৃতপক্ষে, মোট ৯.০১ লক্ষ সিইউএম ব্যালাস্ট সরবরাহ এবং স্থাপন করা হয় - যা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য সর্বাধিক - যা বার্ষিক লক্ষ্য থেকে ৩৬.৫২ অর্থাৎ ৬.৬০ লক্ষ সিইউএম অধিক। তাছাড়া, রেল পুনর্নবীকরণ (৩৪৮.৬৮ টিকেএম) এবং স্লিপার পুনর্নবীকরণ (৩৩৭.৪৮ টিকেএম)-এর মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা থেকে অধিক কার্য সম্পন্ন করা হয়, এটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অগ্রগতি। ট্র্যাক ট্যাম্পিং ১০,৬৭২ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে (লক্ষ্য থেকে ৩২ অধিক), এবং ৪.৮২৬টি পয়েন্ট ট্যাম্পিং করা হয়েছে - উভয়ই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাফল্য। এছাড়াও, টার্নআউট পুনর্নবীকরণের ২৫৪.৫০ সমতুল্য সেট সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য ২১২টি ডব্লিউসিএমএস ক্রসিং-এর সাথে ১১৬ টি থিক ওয়েব সুইচ স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলির পরিপূরক হিসেবে ১৪টি পিএসআর (পারমানেন্ট স্পীড রেস্ট্রিকশন) সরানো বা শিথিল করা হয়, ফলে সমস্ত ট্রেন চলাচলের সময়ে ২৬.১০ মিনিট সাশ্রয় হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে উন্নত যাত্রী সুবিধার জন্য ১টি নতুন ফুট ওভার ব্রিজও নির্মাণ করা হয়। অতিরিক্তভাবে, উন্নত ট্র্যাক অ্যাসেট-এর রক্ষণাবেক্ষণাত্মক নিরীক্ষণ ও সুব্যবস্থার জন্য আপডেটেড ডিজিটাল রেজিস্টার এবং ইউনিফাইড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ থেকে ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লাভ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উন্নত সময়ানুবর্তিতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডাউনটাইমে হ্রাস এবং যাত্রীদের সুরক্ষা উন্নত করা। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ইঞ্জিনিয়ারিং টিমকে তাদের উৎসর্গ এবং কৌশলগত কার্য সম্পাদনের জন্য প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ করেন যে প্রকল্পটি জোনাল ফ্রন্টে একটি নিরাপদ, আরও আধুনিক এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। সমস্ত ডিভিশনে এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের সাথে সাথে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ের মধ্যে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং অপারেশনাল শ্রেষ্ঠত্বের পথে এগিয়ে চলেছে।

রাস্তায় ট্রাক্টরের চাকার কাদা পরে থাকায় ঘটছে দুর্ঘটনাঃ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ এপ্রিল ঃ শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার পক্ষ থেকে চাষী, ট্রাক্টর ও হারবেস্টার গাড়ি চালক এবং মালিকদের সচেতন করা হলো। মেমারি থানার পক্ষ থেকে সমস্ত কৃষক এবং ট্রাক্টর ও হারভেস্টার মালিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে ইদানিং কালে ধান কাটার জন্য ব্যবহৃত ট্রাক্টর বা হারভেস্টার থেকে কৃষি জমির কাদা ও মাটি প্রচুর পরিমাণে রাস্তার ওপর পরে থাকছে। এর ফলে সাধারণ মানুষকে যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তাই কৃষি জমি থেকে রাস্তাতে গাড়ি তোলার সময় চাকা গুলো যাতে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় এবং যাতে কোনভাবে রাস্তার ওপর মাটি বা কাদা না ওঠে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা কাদা ও মাটি পরে থাকলে দ্রুত তা পরিষ্কার করার জন্য বলা হয়। এর পাশাপাশি রাস্তার উপর ধান যাতে না শুকাতে দেওয়া হয় তার জন্য আবেদন জানানো হয়। এই ধরনের কাজ করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করে দেওয়া হয় মেমারি থানার পক্ষ থেকে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৬৫, তারিখঃ ২৪.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৭৬। কাজের বিবরণ ঃ** ‘‘হরিণসিং- লাইন নম্বর ২ (মেইন লাইন)-এর সিএএল/সিএসআর সম্প্রসারণের জন্য দুমকা প্রান্তে ক্রস ওভার পয়েন্ট নম্বর ৫৩এ/বি-এর স্থানান্তর এবং ক্রস ওভার পয়েন্ট নম্বর ৫৪এ/বি-এর পরে তার পুনঃস্থাপন’’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ৭,৯৮,৪৭৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)** ঃ ১৬,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৮৪-আর। কাজের বিবরণ ঃ** (১) ‘‘সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া-র অধীনে হাওড়া ডিভিসনে হরিণসিং গুডস্ শেডের উন্নতিকরণ ও আধুনিকীকরণ’’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (২) সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া-র অধীনে হাওড়া ডিভিসনে পিনরগড়িয়া গুডস্ শেডের উন্নতিকরণ ও আধুনিকীকরণ’’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ১,৬২,৮৩,১৬২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)** ঃ ২,৩১,৪০০ টাকা। **ক্রমিক নং-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১৪-আর। কাজের বিবরণ ঃ** (১) অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ডানকুনিতে পর্চ ও ইন্টিরিয়রের কাজ সহ ফ্রন্ট ফাসাড-এর উন্নতিসাধন সমেত গ্রাউন্ড ফ্লোর বিল্ডিং সম্পূর্ণ করা, সার্কুলেটিং এরিয়া ও পার্কিং এরিয়ার উন্নতিসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (২) অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে বালিতে বর্তমান বিল্ডিং, সার্কুলেটিং এরিয়ার ফাসাড ও পর্চের পুনরুন্নয়ন, বুকিং অফিস, টয়লেট ও ওয়েটিং হলের ইন্টিরিয়রের কাজ ও উন্নতিসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (৩) সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়ার সেকশনে অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে শেওড়াফুলি স্টেশনে কমার্শিয়াল বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করা, ইন্টিরিয়র, সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নতিসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (৪) সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়ার সেকশনে অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে চন্দননগর স্টেশনে ফাসাড ও পর্চের উন্নয়ন এবং বুকিং অফিস, টয়লেট ও ওয়েটিং হলের ইন্টিরিয়রের উন্নতিসাধন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (৫) ডিইএন/৩/হাওড়ার সেকশনে অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে অম্বিকা কালনা স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়া এবং পার্কিং এরিয়া উন্নতিকরণ সহ ফাসাড ও পর্চ উন্নতিকরণ এবং ইন্টিরিয়র কাজ সহ মেইন এন্ট্রি বিল্ডিং ও সেকেন্ড এন্ট্রি বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের উন্নতিকরণের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। (৬) সিনিয়ার ডিইএন/১/হাওড়ার সেকশনে অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে বর্তমান স্টেশন বিল্ডিং-এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ স্টেশন বিল্ডিং-এর বুকিং অফিস, টয়লেট ও ওয়েটিং হলের আভ্যন্তরীণ উন্নতিকরণ, পর্চ সমেত ফ্রন্ট ফাসাড-এর উন্নতিকরণ সহ তারকেশ্বরে স্টেশন বিল্ডিং-এর সম্প্রসারিত অংশ (গ্রাউন্ড ফ্লোর) ও ডোম স্ট্রাকচার, স্টেশন বিল্ডিং ও পুণ্যার্থী ছাউনির মাঝে সংযোগটির অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ২,৮৪,৩৯,২৭৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)** ঃ ২,৯২,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ১৮০ দিন (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৬.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.০০টা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-47/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলপথ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরের উপ-প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলীমেরামত, যান্ত্রিক কর্মশালা, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) খোলা ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেনঃ

দরপত্র নংঃ EL-MWS/GKP-2025- 26-03, কাজের বিবরণঃ বগি শপ MW S GKP-তে FIAT বগি রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের উন্নয়ন। আনুমানিক মূল্যঃ ১৮,২৭,১৭২.৪৮, E.M.D. অর্থঃ ৩৬,৬০০ টাকা, দরপত্র নথির মূল্যঃ ০.০০, সমাপ্তির সময় / গ্রহণপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে সময়কালঃ ০৬ মাস।

অনলাইনে ই-টেন্ডার জমা দেওয়া হবে ১৯-০৫-২০২৫ তারিখ রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং দর জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ে IREPS এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই.চিফ মেক. ইঞ্জিনিয়ার. / রিপেয়ার (ডব্লুএস) গোরখপুর

CPRO/Vidyut-10

কখনোই ছাদে এবং পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করবেন না

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312

e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-1/25-26, Dated:-25.04.2025

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 4(Four)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **02/05/2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **05/05/2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 79/MGP , Dated : 25.04.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **28.04.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **05.05.2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

৫০ কোটির সমবায় দুর্নীতির তদন্ত, আলাদা অফিস খুলল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ এপ্রিল ঃ ৫০ কোটি টাকার সমবায় দুর্নীতির তদন্তে আলিপুরদুয়ারে অফিস খুলল সিবিআই। প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে পুলিশের রিজার্ভ অফিসের দু'টি কামরা ব্যবহার করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার সিবিআইয়ের এক ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক অফিসের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। তবে এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ওই আধিকারিক। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু আধিকারিকদের থাকার কোনও স্থায়ী ঘর ছিল না। তদন্তের স্বার্থে শহরে এলে রেলের একটি বাংলো ব্যবহার করতেন আধিকারিকরা। তাতে তদন্তে সমস্যার কথা তুলে ধরে স্থায়ী ঘরের জন্য হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আবেদন জানায় সিবিআই। আদালত জেলা পুলিশকে অফিস তৈরি জন্য ঘর দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপরই পুলিশের তরফে প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে পুলিশের রিজার্ভ অফিসের দু'টি কামরা সিবিআইকে ছেড়ে দেওয়া হল। সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের এসআই এবং আর্মড ফোর্সের এসআইদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সেই কাজ দেখতে আসেন ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক। তিনি ফিরে গেলেও এই অফিসে অন্য আধিকারিকরা কাজ করবেন বলে সূত্র মারফত খবর। সিবিআইয়ের আধিকারিক জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে।

দুষ্কৃতী হামলায় চাঞ্চল্য কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ এপ্রিল ঃ দুষ্কৃতী হামলার ঘটনা ঘটলো কোচবিহার শহর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হসপিটালে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন এই হাসপাতালের কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি চিকিৎসকরা। অবিলম্বে এই হামলার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করলেন এই হাসপাতালের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অভিজিত দে। হাসপাতালে সন্ত্রাস কেন দোষীদের শাস্তি চাই হাসপাতালে হামলা নয় শান্তি ও সম্মান চাই এই প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে এদিন এই হাসপাতালের সামনে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানান এই হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিশন হাসপাতালের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অভিজিত দে বলেন - বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রায় ২০জন ব্যক্তি অনধিকার ভাবে হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করে। এরপর তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভাঙচুর চালায়। এই সময় হাসপাতালে নিরাপত্তা রক্ষীদের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মীরা এই দুষ্কৃতীদের বাঁধা দিতে গেলে তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এই দুষ্কৃতি দল। তাদের আক্রমণে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় .এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন - এ ধরনের ঘটনা এই হাসপাতাল সহ কোন হাসপাতালেই যাতে না ঘটে। এব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন তারা। তিনি জানান, যারা আক্রমণ চালিয়েছে তাদের কয়েকজনকে চিহ্নিত করা গেছে এবং তাদের নামেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই ঘটনা পুরোপুরি ভাবে অপ্রত্যাশিত বলে এদিন জানান তিনি। আনুমানিক ৫লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন অভিজি দে। রাতের এই ভয়াবহতার কথা সেদিন তুলে ধরেন এই হাসপাতাল এবং আক্রান্ত নিরাপত্তা কর্মী ধনঞ্জয় রায়। উল্লেখ্য এই

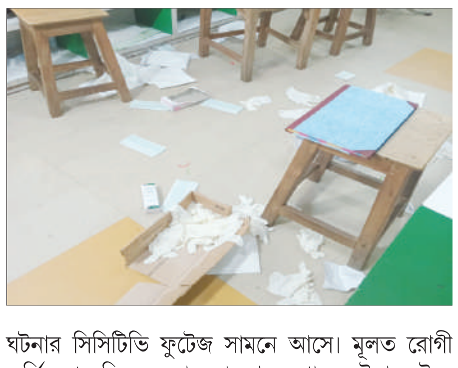

ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসে। মূলত রোগী ভর্তির পর বিল সংক্রান্ত মামলায় এখানে ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। বেসরকারি হাসপাতালে গোবিন্দ দে নামে এক যুবক পেটের ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন। ২১ তারিখ পরবর্তীতে তার ২৪ তারিখ ছুটি দেয় কর্তব্যরত ডাক্তারবাবুরা। বিল হয় ১৮০০০ টাকা। সেই বিল কমানো কে কেন্দ্র করে এই ঘটনা বলে জানা গেছে সূত্র মারফত। ইতিমধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুন্ডিবাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনা কে কেন্দ্র করে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইচ্ছাকর্মীরা রীতিমতো আতঙ্কিত।

বিএলআরও দপ্তরের দুই কর্মীকে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৫ এপ্রিল ঃ ১ নম্বর ব্লকের বিহেলারো দপ্তরের দুই কর্মীকে হেনস্থা, তাদের মারধর সহ বিএলআরও দপ্তরের নথি জোর করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে নাদনঘাট থানার পারুলডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা

সরস্বতী দশাদ নামের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে, শুক্রবার তোলা হলো কালনা মহকুমা আদালতে। এদিন বিচারক বিচার শেষে ওই মহিলার শর্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন। যদিও ওই মহিলা এদিন আদালত চত্বরে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে পুরোপুরি তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তিনি জানিয়েছেন অবৈধ কাজ হচ্ছিল তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, আর সেই কারণেই আমার উপর আক্রমণ করে বিহেলারো দপ্তরের কর্মীরা, আমি কাউকেই মারধর করিনি। বিএলআরও দপ্তর সূত্রে জানা যায় পারুলডাঙ্গা মৌজায় একটি ডোবা ছিল, সেটি ভরাট হয়েছিল বহু বছর আগে, সেটি নিয়েই অফিসে কথা বলতে এসেই ওই মহিলা তাদের কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করে। ঘটনায় বিএলআরও দপ্তরের তরফে নাদনঘাট থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে কালনা মহকুমা আদালতে পাঠায় নাদনঘাট থানার পুলিশ।

বাংলা আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা ঢোকার পর ঘরের কাজ হচ্ছে কি না সমীক্ষা করতে গিয়ে উপভোক্তাদের ধমক, অভিযোগ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ এপ্রিল ঃ বাংলা আবাসের প্রথম কিস্তির টাকায় ঘরের কাজ শুরু হয়েছে কি না সেই নিয়ে সমীক্ষায় গিয়ে উপভোক্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং ধমকানোর অভিযোগ ব্লকের কর্মীদের বিরুদ্ধে।এমনই ভিডিও ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করি নি আমরা)। এই ভিডিও সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। যদিও ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দাবি সকলে যাতে কিস্তির টাকা বাড়ির কাজেই ব্যবহার করে তাই ব্লক এবং পঞ্চায়েত থেকে সমীক্ষা করে সচেতন করা হচ্ছে। একই দাবি তৃণমূলেরও। অপরদিকে বিজেপির অভিযোগ যারা কাটমানি দেয়নি তাদের গিয়ে ধমক দেওয়া হচ্ছে। আর যাদের অট্টালিকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কাটমানি দিয়ে টাকা পেয়ে গেছে। তারা কোন বাড়ির কাজ করছে না। কিন্তু তাদের কিছু বলা হচ্ছে না। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের নয়টি অঞ্চলে ঘুরছেন ব্লক কর্মীরা। বাংলা আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই ঢুকে গেছে। সেই টাকা বাড়ির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না। এই নিয়ে চলছে সমীক্ষা। জানা গেছে উপভোক্তাদের কাছে মুচলেখা নেওয়া হয়ে ছিল সমস্ত টাকা বাড়ি ছাড়া অন্য কোন কাজে তারা ব্যবহার করবেন না। সেটাই খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। কিন্তু তার মাঝে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে ব্লক কর্মীরা রীতিমতো উপভোক্তাদের ধমকাচ্ছে। পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়া হবে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল বর্তমান বাজার মূল্যে প্রথম কিস্তির যে টুকু টাকা পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে বাস্তবে কতটাই বা এগোতে পারে বাড়ির কাজ। আবার এর আগে একাধিকবার সামনে এসেছে যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদেরও তালিকায় নাম। নেপথ্যে কাটমানি। সেই বাড়িগুলোতে কি যাচ্ছে না ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা। এই নিয়েই সুর চড়িয়েছে জেলা বিজেপি সম্পাদক কিষান কেডিয়া। অন্যদিকে তৃণমূলের ব্লক যুব সভাপতি মনিরুল আলম বলেন বিজেপির অভিযোগ মিথ্যা। সকলে যাতে সেই টাকা সঠিক ভাবে ব্যবহার করে তাই প্রশাসন দেখছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস কুমার পালেরও একই বক্তব্য।

স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের মামলায় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা বর্ধমান আদালতের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ এপ্রিল ঃ স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের মামলায় এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু যাবজ্জীবনের সাজা দিল বর্ধমান জেলার আদালতের ফাস্টট্রাক সেকেন্ড কোর্ট। ২০২০ সালে ২৯ মে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রামের পূবতী গ্রামের বাসিঃদা বুধন আঁকুড়ে তার স্ত্রীকে মুগুরে করে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। তার এই জঘন্যতম অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেন ফাস্টট্রাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরিন্দম মিশ্র। তার বিরুদ্ধে ৩০২ ও ৪৯৮ ধারায় মামলা চলছিল। সরকারি কৌঁসুলির মোল্লা মেহেতাব উদ্দিন জানান, এই মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী অভিযুক্ত বুধন আঁকুড়ের তৎকালীন নাবালক দুই সন্তানের গোপন জবানবন্দির উপর ভিত্তিতে খুনের মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। সেই সঙ্গে বধূ নির্যাতন মামলায় ৩বছর জেলা ও ১হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেন বিচারক। জরিমানার টাকা অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ বছরের জেল। সরকারি কৌঁসুলি আরও জানান, ২০২০ সালের জুলাই মাসে আউশগ্রাম থানার পূর্বতী গ্রামের বাসিন্দা বুধন আঁকুরে তার স্ত্রী ভৈরবী আঁকুড়েকে গভীর রাতে বাঁশের মুগুর দিয়ে লাগাতার আঘাত করে মাথায় ও মুখে। মায়ের আর্ত চিৎকারে দোতলায় শুয়ে থাকা ২ নাবালক ছেলে ছুটে আসে নীচে। তারা দেখে বাবা মুগুর দিয়ে মাকে মারছে। ছেলেদের বাধায় বাবা পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত ভৈরবী আঁকুরেকে প্রথমে বননবগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে ওইদিনই ভৈরবী আঁকুড়ে মারা যায়। ভৈরবীর বাপেরবাড়রি অভিযোগে গ্রেফতার হয় বুধন আঁকুড়ে। জেলে থাকাতেই এই কেসের ট্রায়াল শুরু হয়। পাঁচ বছর ধরে ট্রায়াল চলার পর শুক্রবার ৩০২ ও ৪৯৮ ধারায় অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারপতি অরবিন্দ মিশ্র।

৩৭০ ধারা বিলোপে ইউনিয়ন টেরটরি স্টেটাস কাশ্মীরে, সেকারণে দায় কেন্দ্রের ঃ বিমান বসু

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ কাশ্মীরে ছাব্বিশ জনের মৃত্যুতে ৩৭০ ধারা বিলোপকেই দায়ী করলেন বামফ্রন্টের প্রাক্তন বামফ্রন্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিমান বসু। শুক্রবার শান্তিনিকেতনে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসে বিমান বসু এমন মন্তব্য করেন। এই সমিতির রাজ্য সভাপতিও তিনি। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে বামফ্রন্টের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু বলেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ হওয়ার পর ওখানে এখন ইউনিয়ন টেরটরি স্টেটাস। তাই দায় সেখানকার রাজ্য সরকারের নয়। দায় কেন্দ্রের। যেটা দেখা যাচ্ছে, উগ্রপন্থীরা জায়গাটা একবার নয়, অনেকবার রেকি করেছে। সেখানে সুরক্ষা বলয় তো দূর অস্ত, কিছুই ছিলো না। জায়গাটা পর্যটকদের বিশ্রামের জায়গা। চেয়ার টেবিল ছিলো। এতগুলো প্রাণ চলে গেলো। তার মধ্যে একজন কাশ্মীরি বাসিন্দা ছিলেন। সব মিলিয়ে ছাব্বিশ জন। বিমান বলেন, কেন্দ্র জঙ্গি দমনে যে ব্যবস্থা নেবে, সবাইকে পাশে পাবে। তবে যুদ্ধ যুদ্ধ বাতাবরণ সৃষ্টি করে হিন্দু মুসলিম বিভাজন রাজনীতি করে উগ্র জাতীয়তাবাদ যেন সৃষ্টি না হয়। তা হলে, সেটা হবে আমাদের দেশের ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী। যেভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এক পক্ষকে দায়ী করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, এদিন তিনি বলেন, কুটনৈতিক যুদ্ধ নিশ্চয়ই হবে। তবে পরমাণু যুদ্ধ হবে না। কারণ ভারত যেমন পরমাণু শক্তিধর দেশ এটা সত্য। তেমনি পাকিস্তানও পরমাণু শক্তিধর দেশ এটাও সত্য। তবে সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রের ব্যর্থতা অস্বীকার করা যায় না।

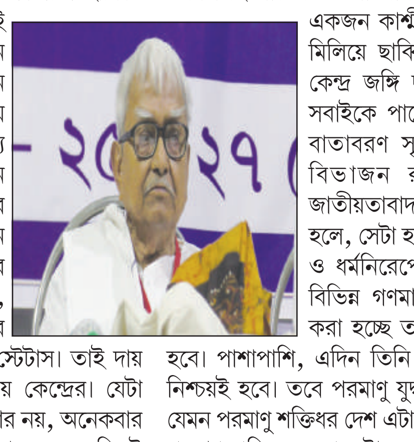

সাঁইথিয়ায় বাড়ির মধ্যে বিস্ফোরণ! তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৫ এপ্রিল ঃ বীরভূমে ফের বোমা বিস্ফোরণ। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণসিজা গ্রামে। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ গ্রামের বাসিন্দা শেখ সুরুজের বাড়িতে আচমকাই বিস্ফোরণ হয়। প্রবল আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্ক ছড়ায় গোটা গ্রামে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, একটি কংক্রিটের দেওয়াল কার্যত ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বিস্ফোরণের সময় পরিবারের সকলেই ঘুমিয়ে ছিলেন। পরিবারের দাবি, কেউ বা কারা তাঁদের বাড়িতে বোমা রেখে গিয়েছিল বা বোমা ছুঁড়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। কেউ হতাহত হননি।

গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃতের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৫ এপ্রিল ঃ এক গৃহবধূকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে বীরভূমের মল্লারপুরের কান্দিয়ারা গ্রামে। পুলিশ অভিযুক্ত সঞ্জিত শেখকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ওই বধূ শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য মল্লারপুর থানার কান্দিয়ারা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময় সঞ্জিত শেখ নামে ওই যুবক বাইকে করে সেখানে দাঁড়ায়। বাইকে করে ওই মহিলাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিল সে। ওই যুবককে বিশ্বাস করে বাইকে চড়ে বসেন তিনি। কিন্তু তাঁকে নিজের ধাবায় নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সেখানেই একটি ঘরে আটকে রেখে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতনের পর ওই বধূকে সেখানেই আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/01/2024-25
Name of work : **Repairing of approach road by supplying & laying brick bats in between check post and culvert of 10No DAG Dumpsite at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **4,84,159.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Completion Time : **21 Days**.

(2) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/02/2024-25
Name of work : **Construction of drain by NP3 pipes near 1st Loop and Bidhannagar Dumpsite for cross draining of rainwater below approach roads at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **4,69,720.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Completion Time : **21 Days**.

(3) NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/03/2024-25
Name of work : **Repairing of Battered Road by consolidating Jhama Metal from checkpost of entrance of Bio-Remediation project at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **4,81,722.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Completion Time : **20 Days**.

(4) NIT No. : KMC/DDG/MRF/PLATFORM/2024-25
Name of work : **Development of waste unloading area in between MRF facility and plastic processing shed at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount: ₹ **3,94,833.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Completion Time : **20 Days**. Price of tender : **Nil**. (for Sl. No. 1 to 4) Last date and time of bid submission (online) : **08.05.2025 (1 p.m.).** (for Sl. No. 1 to 4) Bid submission start : **03.05.2025 (1 p.m.).**(for Sl. No. 1 to 4) The bid forms and other details are available on and from : **29.04.2025 (1 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4) The website **https://wbtenders.gov.in**. (for Sl. No. 1 to 4)

The **Executive Engineer (C), Borough-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/32/BBG/CC/25-26 (1st Call)
Name of work : **Engagement of empanelled conservation architect for repairing of Janaza Room at Bagmari Muslim Burial Ground, 52 Bagmari Road in Ward No.- 32.** Estimated Cost(Including GST and CESS): **Not Applicable.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of Submission of Bid : **10.05.2025 – Up to 12 Noon.** Date and Time of opening of Bid: **13.05.2025 after 12 Noon.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Deployment of portable pumps (3 inch DIA) by C.M.E. (Civil) Br. III at different water logging pockets for the year 2025.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **4,90,000.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00**. Period of Completion : **365 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE-III/32/3/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of footpath at 97/A, 66A, 59A Maniktala main road and its surrounding areas in Ward No.-32.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **4,21,129.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of Submission of Bid : **06.05.2025 – Up to 12 Noon.** (for Sl. No. 2 & 3) Date and Time of opening of Bid: **08.05.2025 after 12 Noon.** (for Sl. No. 2 & 3) The bid forms and other details are available on and from : **26.04.2025 (5 p.m.)**(for Sl. No. 1 & 2), **25.04.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 3) The website **https://etender.wb.nic.in**. (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/078/091/2024-2025
Name of work : **Construction of shed over boxing ring along with ancillary work at 21/1, Ekbalpore lane, Kol-700023, in Ward No. 78 under Borough-IX.** Estimate Amount(Including GST & CESS): ₹ **4,99,139.73.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.

(2) NIT No. : KMC/IX/078/001/2025-2026
Name of work : **Setting up kerb stone and relaying of channel and mending road surface at M.M.Ali Road from the junction of Ekbalpore Road to Ekbalpore Lane in Ward No. 78.** Estimate Amount(Including GST and CESS): ₹ **4,80,532.21.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/IX/073/04/2025-2026
Name of work : **Repairing of Paver Block and I.P.S. passages of 1/20, 1/27 R.M.Lane, 9 S.K.Street and etc in Ward No. 73.** Estimate Amount (Including GST and CESS): ₹ **2,25,357.59.** Earnest Money: ₹ **4,600.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of Submission of Bid : **06.05.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 3) Tender will be opened on: **08.05.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details are available on and from : **25.04.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) The website **https://etender.wb.nic.in**. (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E4/CHOCKAGE/25-26/R
Name of work : **Removal of chockage and repairing of inspection pits. catch pits etc at different places in Ward No. 22.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **150 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/022/E3/PITCOVER/25-26/R
Name of work : **Supplying, Fitting and Fixing M.H.Cover/G.P.Cover/C.P.Cover/Inspection Pit Cover in Ward No.-22.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **1,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion : **150 Days**. Last date and time of Submission of Bid : **05.05.2025 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The tender will be opened on : **07.05.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2)

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/BUSTEE-11/2024-2025/R
Name of work : **Repairs to collapsed sewer line, Inspection Pits, Catch Pits at 10 No. Brojonath Mitra Lane, 15/H/11, Badur Bagan St. 123/H/5, K.C.Sen St. and others in Ward No. 38.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **2,15,486.36**. Earnest Money: ₹ **4,350.00**. Period of Completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E5/POTHOLE/25-26/R
Name of work : **Repairing of pot holes of Asphaltum Roads at different places in Ward No.-22.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **150 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/005/2025-2026/R
Name of work : **Repairs to pot holes of Ashphaltum Road Surface in different areas in Ward No. 038.** Estimated Cost(Including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **120 Days**. Last date and time of Submission of Bid : **06.05.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 to 5) The tender will be opened on : **08.05.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 3 to 5) The bid forms and other details are available on and from : **25.04.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) The website **https://etender.wb.nic.in**. (for Sl. No. 1 to 5) **(119/25-26)**

গৃহকোণ

প্রয়োজনে কাপড় ভাঁজ করে কিংবা ঝুলিয়ে রেখে অনেকটা জায়গা সাশ্রয় করতে পারেন

ক্যাটাগরি করুন

কাপড় গুছিয়ে রাখার জন্য সঠিকভাবে সাজানো জরুরি। প্রতিটি কাপড় ক্যাটাগরিতে ভাগ করে রাখলে কাপড় খুঁজে পাওয়া বেশ সহজ হবে। আলমারিতে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, টপস, জিনসের জন্য আলাদা আলাদা সারি তৈরি করুন। এতে যেকোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে মানানসই কাপড় পেতে বেগ পেতে হবে না। বরং যে ধরনের কাপড় পরতে চান, সেই সারিতে গেলেই পছন্দসই কাপড় বেছে নিতে পারবেন।

অতিরিক্ত জামাকাপড় সরিয়ে রাখুন

আলমারিতে প্রয়োজনের বেশি কাপড় জমা হয়। একসময় নতুন কাপড়ও হয় পুরোনো। কিন্তু এই অতিরিক্ত জামাকাপড়ের ভিড়ে নতুন আর পছন্দের জামাকাপড় পড়ে যায় পেছনে বা তলানিতে। প্রয়োজনের সময়ে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় সরিয়ে আলাদা জায়গায় রাখুন। এতে পছন্দের কাপড় থাকবে হাতের নাগালে।

'ওয়ান ইন ওয়ান আউট' পদ্ধতি

আলমারিতে অতিরিক্ত জামাকাপড়ের বোঝা কমাতে অনেকেই বেছে নেন 'ওয়ান ইন ওয়ান আউট' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটা জামা যখন ওয়ার্ডরোবে যুক্ত হয়, আরেকটি জামা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। ওয়ান ইন ওয়ান আউট পদ্ধতিতে নতুন জামা কেনার আগে পুরোনো একটি জামা সরিয়ে রাখতে হয়। এতে আলমারিতে জায়গা যেমন সমান থাকে, তেমনি পুরোনো কাপড়গুলো সহজে বের করে ফেলা যায়।

শুকানো কাপড় গুছিয়ে রাখুন

অনেকেই শুকনা কাপড় গুছিয়ে আলমারির এক জায়গায় রেখে দেন। এতে কেবল ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া কাপড়গুলোই একসঙ্গে পাওয়া যায়। কিন্তু সব ধরনের কাপড় এক জায়গায় থাকলে তা পরবর্তী সময়ে সমস্যা তৈরি করে। যে কারণে কাপড় আলমারিতে রাখার সময় ক্যাটাগরি অনুযায়ী গুছিয়ে রাখুন। এতে পরবর্তী সময়ে সমস্যা এড়ানো যাবে।

আলমারির সঠিক ব্যবহার

রেডিমেড আলমারিতে বেশির ভাগ সময়ই প্রয়োজন অনুযায়ী কাপড় রাখা সম্ভব হয় না। যে কারণে অর্ডার দিয়ে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা আলমারি বানাতে পারেন। এতে আলমারির সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া কাপড়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কাপড় ভাঁজ করে কিংবা ঝুলিয়ে রেখে অনেকটা জায়গা সাশ্রয় করতে পারেন। আলমারির ভার্টিক্যাল স্পেস ব্যবহার করে, সেট কাপড় একসঙ্গে সাজিয়ে রেখে প্রচুর জায়গা যেমন সাশ্রয় করতে পারেন, তেমনি আলমারির সঠিক ব্যবহারও হতে পারে নিশ্চিত।

মিষ্টি খাবারের কথা মাথায় এলেই একটু হাঁটাহাঁটি করুন

মিষ্টির নেশা কাটিয়ে ওঠা অনেকের জন্য কঠিন। চিনিযুক্ত যেকোনো খাবার খাওয়ার পর আরও খাবার খাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। কারণ, আমিষ বা চর্বি ছাড়া শুধু কার্বোহাইড্রেট খেলে দ্রুত আবার খিদে পায়। তবে মিষ্টির প্রতি এই ঝোঁক এখন অনেকেই কমাতে চান। রিডার্স ডাইজেস্টের এক প্রতিবেদন বলছে, মস্তিষ্ক যখন আপনাকে মিষ্টি খাবার গ্রহণের জন্য সংকেত দেয়, তখনই অন্য কাজে ডুবে যেতে হবে বা স্বাস্থ্যকর কিছু খেতে হবে। মিষ্টি খাবারের নেশা তাড়ানোর আরও কিছু উপায় রইল এখানে।

ফল খান

ফলেও চিনি থাকে। তবে প্রক্রিয়াজাত চিনির চেয়ে এই প্রাকৃতিক চিনিতে ক্ষতি কম। ক্যালরিও কম। ফলের খাদ্যআঁশ বা ফাইবার খাবার হজমেও সহায়তা করবে।

হেঁটে আসুন

মিষ্টি খাবারের কথা মাথায় এলেই একটু হাঁটাহাঁটি করুন। এটি গ্লুকোজের বিপাক বৃদ্ধি করে, মিষ্টি খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে আনে।

অপেক্ষা করুন

মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। অনেকেরই এই প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে আবার মিষ্টি খাবার খাওয়ার চাহিদা কমে যায়। পাশাপাশি আগে কিছু খেয়ে থাকলে এই সময়ের ব্যবধানে খাবারটাও একটু হজম হয়ে যায়।

গরম পানীয়

মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলে চা বা কফি খান। এতে আপনার মস্তিষ্ক দ্রুত নির্দেশনা পায় যে খাবার খাওয়া শেষ, এবার টেবিল থেকে উঠে পড়তে হবে।

দাঁত ব্রাশ

রাতে দাঁত ব্রাশ করা মানে আজকের দিনের খাবারের পাট চুকল। পুদিনা বা মিন্ট স্বাদের টুথপেস্ট অনেক সময়ই মিষ্টি খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কমাতে পারে। এ কারণে মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলে দাঁত ব্রাশ করে ফেলুন। এতে উপকার পাবেন।

যদি খেতেই হয়

যাঁরা মিষ্টি খাবার খেতে ভালোবাসেন, তাঁরা শুরুতেই একবারে ছেড়ে দিতে পারবেন না। তাই স্বাদ ও ক্যালরি দুটোই ভাগ করে নিন। যদি মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা দমন করতে না পারেন, তাহলে আরেকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিন। মিষ্টি খাওয়াও হলো, কিন্তু ক্ষতি হবে কম।

এড়িয়ে যান

অনেক সময় মিষ্টিজাতীয় খাবারের স্বাদ, চেহারা, স্থায়িত্ব বাড়াতে কৃত্রিম রং ও প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারে ক্যালরি থাকে বেশি। এসবের পরিবর্তে শুরুতে ঘরে তৈরি মিষ্টি বা ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত খাবার খান। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন।

সোনামুড়ায় এক রাতে দু'টি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

বক্সনগর, ২৫ এপ্রিল ঃ সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে দুটি স্কুলে দুঃসাহসিক চোরের ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একই রাতে ওই দুটি স্কুলে চোরেরা লুট করেছে ল্যাপটপ, ট্যাব এবং নগদ টাকা। সোনামুড়া থানার অদূরেই অবস্থিত সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয় ও নবদ্বীপচন্দ্র ইনস্টিটিউশন। এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গা হয়েছে একের পর এক লকার। চুরি হয়েছে ল্যাপটপ, ট্যাব এবং নগদ টাকা। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ে ১৫টি লকার ভেঙ্গেছে চোরেরা। চুরি হয়েছে একটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব এবং ভর্তি প্রক্রিয়ার প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে, নবদ্বীপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ২০টি লকার ভেঙ্গে চুরির ঘটনা ঘটেছে। ধারণা করা হচ্ছে মিড-ডে-মিল সামগ্রী এবং নগদ টাকাও নিয়ে গেছে চোরেরা। সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঘটনাটি প্রথমে নজরে আসে সকালে শিক্ষক- শিক্ষিকারা স্কুলে প্রবেশ করার পর। ভাঙ্গা তালা দেখে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সোনামুড়া থানায় খবর দেন। তবে, বিস্ময়কর ব্যাপার দুটি স্কুলই থানার খুব কাছাকাছি অবস্থিত। তা সত্ত্বেও কিভাবে এত বড় চুরি, এ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয়দের বক্তব্য, এই ঘটনা রীতিমতো নিরাপত্তার বড়সড় গাফিলতির ইঙ্গিত দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে আসেন সমাজসেবী শুভ্রজিৎ দাস, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী এবং এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা কমিশনার রাকেশ ঘোষ। তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে রাত্রিকালীন প্রহরার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান। পুলিশ ইতিমধ্যেই উভয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ''ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Name Change

I, Neha Agarwal Sharma W/o Manish Sharma Residing at Mrinalini Residency, 18 Jogendra Nath Sarkar Street, Block -2, Flat - 1E, Post Office - Sribhomi, Police Station - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin-700048 West Bengal India shall henceforth be known as Neha Agrwal. I declare that Neha Agarwal Sharma and Neha Agrwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2025.

Name Change

I, Soumen Bhattacharjee S/o Ashim Bhattacharya Residing at 38/78, K.C Sen Road, P.o - Morepukur, P.s - Rishra, District - Hooghly, Pin-712250 West Bengal India shall henceforth be known as Soumen Bhattacharya. I declare that Soumen Bhattacharjee and Soumen Bhattacharya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2025.

Name Change

I, Shakil Mondal S/o Ismail Mondal Residing at Vill+P.o - Natagram, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin- 743249 West Bengal India shall henceforth be known as Md Shakil Mondal. I declare that Shakil Mondal and Md Shakil Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2025.

Name Change

I, Sadhan Mandal S/o Haradhan Mondal Residing at Domohani Bazar, P.s - Barabani, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713334 West Bengal India shall henceforth be known as Sadhan Mondal. I declare that Sadhan Mandal and Sadhan Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2025.

Name Change

I, Razia Sultana Warsi (Old Name) W/o Md. shahid Amin Residing at 10, Circus row Near Park Circus, District - Kolkata, Pin - 700017 West Bengal, India. shall henceforth be known as Razia Amin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 25-04-2025. Razia Sultana Warsi (Old Name) and Razia Amin (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Sushama Mondal W/o Sadhan Mondal Residing at Domohani Bazar, P.s - Barabani, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713334 West Bengal India shall henceforth be known as Susama Mondal. I declare that Sushama Mondal and Susama Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-20

Name Change

I, Ruma Majhi (Old Name) W/o Soumendra Majhi D/o Dipak Biswas Residing at 1/39, Bibeknagar Block-1,104 Kasba, Vtc+P.o - Santoshpur, District- Kolkata, Pin - 700075 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ruma Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 37/2025 Dated 25-04-2025. Ruma Majhi (Old Name) and Ruma Biswas (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shazia Khan W/o Shaikh Gulzar Residing at Amarsaria Enclave, Flat No-F2, 3rd Floor, Hutton Road, Near Ranjan Cabin Asansol P.s - Asansol South, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713301 West Bengal India shall henceforth be known as Shazia Shaikh. I declare that Shazia Khan and Shazia Shaikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2025.

নাম পরিবর্তন

আমি Jamsed Ali Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Ashraf Mandal ঠিকানা Chhoto Chuparia, Hanskhali District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-04-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jamsed Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jamsed Mandal (নতুন নাম) ও Jamsed Ali Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, MUNU BANERJEE W/o Duranta Banerjee resident of Vill. & P.O.-Panitras, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah, Pin-711303 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MUNU BANERJEE instead of SANTA BANERJEE, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Uluberia on 23/04/2025. MUNU BANERJEE and SANTA BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I,SULTANA DAFADAR (OLD NAME) D/O RABIUL HOSSEN DAFADAR,RESIDING AT VILL -MAMUDPUR, PO-AMBIKAPUR MAMUDPUR, PS-GOPALNAGAR,DIST-24 PARGANAS NORTH,PIN-743251,WEST BENGAL, INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND ALSO MY RELIGION MUSLIM TO HINDU SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITA ROY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BONGAON ON 23/04/2025. SULTANA DAFADAR (OLD NAME) AND RITA ROY (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ahemaddin Sekh & Ajimuddin Sk (Old Name) S/O– Taher Sk resident of Vill-Patenda, Po-Gobarhati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Ahemaddin Sekh & Ajimuddin Sk to Ajemuddin Sk and hencefort I shall be known as Ajemuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Ajemuddin Sk (new name) & (old name) Ahemaddin Sekh & Ajimuddin Sk both are same and one identical person.

হৃদান তুমি কার, রাজনীতির দড়ি টানার লড়াইয়ের ফল বলবে সময়ই

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ রাজনীতির চাদরের আড়ালে মানবিকতা? না, মানবিকতার চাদরের আড়ালে রাজনীতি? কোন বাক্যটা সঠিক, কে নিশ্চিত করে বলতে পারেন? ছোট্ট হৃদানকে যেভাবে দুই ওজনদার নেতা কোলে জড়িয়ে ধরেন, যেভাবে অধিকারী পরিবারের সদ্যদের হাত করার চেষ্টা করে যুযুধান দুটি দল, পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা হয়, এরকম ঘটনা আমার সাংবাদিকতায় চার দশকেরও বেশি সময়কালে দেখেছি কিনা মনে করতে পারছি না। পহেলগাঁওয়ে নিহত বিতান অধিকারীর দেহ বুধবার রাতে বিমানে আনা হয়। তৃণমূল, বিজেপি দু'দলেরই ওজনদার অন্তত চার জন করে হাজির ছিলেন সেখানে। কার্গো গেটের বাইরে অগ্নিমিত্রার কোলে প্রথমে ওঠে বিতান-সোহিনীর পুত্র হৃদান। এরপর তাকে কোলে নেন শুভেন্দু অধিকারী। সদ্যবিধবা সোহিনীকে বলেন, ''বলুন আপনি, হিন্দু বলে মেরেছে! কাল রাতে আমায় বলেছেন। হিন্দু বলে মেরেছে।'' বলেই হৃদানের গালে চুম্বন করেন বিরোধী দলনেতা। মঙ্গলবার পহেলগাঁওর বৈসরনে অভিশপ্ত ঘটনার পর বিতানের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিন বছরের হৃদানকে কোলে আদরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেন অরূপও। এর পর ঘটে যায় আরও ঘটনা। দফায় দফায় দু'দলই অধিকারী পরিবারকে বেশি করে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিছুটা এগিয়ে থাকে শুভেন্দুবাবুরা। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় কুণাল ঘোষ যুক্তি-সহ লেখেন, ক্ষতিপূরণের অর্থ যেন কেবল সোহিনী-হৃদানকে না দিয়ে বয়স্ক বাবা-মাকে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা ওখানেই থেমে থাকেনি। সংবেদনশীল ঘটনাটির সুফল নিতে বিজেপি সোহিনীকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করার পরিকল্পনা করে। তৃণমূলও অন্য অঙ্ক কষে নামায় পরিবারেরই এক ঘনিষ্ঠকে। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে তোপ দাগেন বিজেপি-র কেয়া ঘোষ।

Name Change

I,Mst Argina Parvin (Old Name) D/O– Daud Mondal resident of Vill-Elamnagar, Po-Chandpur, Ps-Nowda, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742121 do hereby decrale that I have changed my name from Mst Argina Parvin to Argina Parvin and hencefort I shall be known as Argina Parvin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Argina Parvin & Mst Argina Parvin both are same and one identical person.

Name Change

I, Ayub Ali (Old Name) S/O–Hazi Chaynuddin Sk resident of Vill-Natun Hasanpur, Po-Hasanpur, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby decrale that I have changed my name from Ayub Ali to Ayub Sk and hencefort I shall be known as Ayub Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Ayub Sk & Ayub Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Daud Mondal (Old Name) S/O– Matleb Mondal resident of Vill-Elamnagar, Po-Chandpur, Ps-Nowda, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742121 do hereby decrale that I have changed my name from Md Daud Mondal to Daud Mondal and hencefort I shall be known as Daud Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Daud Mondal & Md Daud Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Meherban Seikh (Old Name) S/O– Ajemuddin Sk resident of Vill-Patenda, Po-Gobarhati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Meherban Seikh to Meherban Sk and hencefort I shall be known as Meherban Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Meherban Sk & Meherban Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Arjina Mondal (Old Name) W/O– Sariful Mondal resident of Vill-Batna Dangapara, Po-Btna Notunpara, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741505 do hereby decrale that I have changed my name from Arjina Mondal to Rahima Khatun Mondal and hencefort I shall be known as Rahima Khatun Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Rahima Khatun Mondal & Arjina Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Shoham Nath (Old Name) S/O– Sailendra Kumar Nath resident of 38 Bansatta Lane Po-Khagra, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742103 do hereby decrale that I have changed my name from Shoham Nath to Soham Nath and hencefort I shall be known as Soham Nath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/04/2025 . My name Soham Nath & Shoham Nath both are same and one identical person.

চুইংগাম চিবাতে ভালোবাসলে জেনে রাখুন আপনার কি ক্ষতি হচ্ছে

পরিবেশে মিশে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিক অর্থাৎ প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা আমাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। খাবার কিংবা পানীয়তে মিশে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিকও হতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক চুইংগামে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি নিয়ে বিস্ময়কর তথ্য জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, ছোট্ট একটা চুইংগাম মাইক্রোপ্লাস্টিকে ভরপুর থাকে। শিশুরা তো বটেই, বড়দের মধ্যেও অনেকে চুইংগাম পছন্দ করেন।

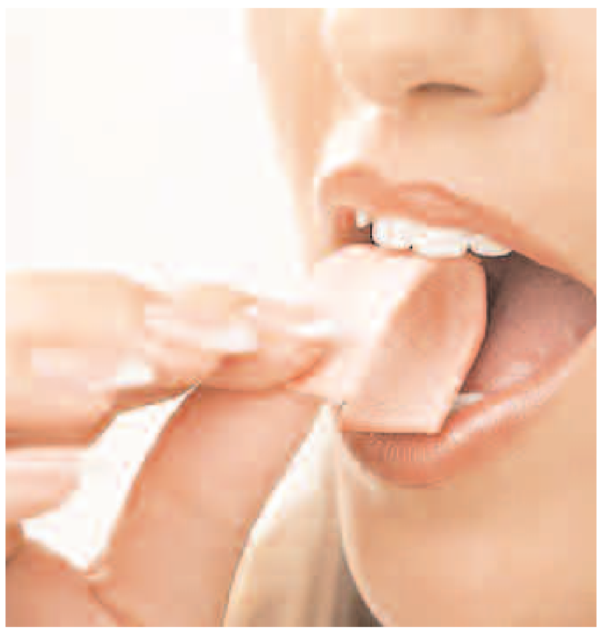

ঠিক কী ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারেন

কিছু চুইংগাম বানানো হয় প্রাকৃতিক উপকরণে, কিছু আবার কৃত্রিম উপকরণ দিয়েও তৈরি হয়। তবে যে উৎস থেকেই চুইংগাম তৈরি হোক না কেন, তা রাবারের মতো একটু আঠালো ধরনেরই হয়। এই দুই ধরনের চুইংগাম থেকেই সমান পরিমাণে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিঃসৃত হয় বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। একটা চুইংগামের ওজন ২ থেকে ৬ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাত্র ১ গ্রাম চুইংগাম থেকেই গড়ে ১০০ মাইক্রোপ্লাস্টিক নিঃসৃত হয়। এমনকি কিছু চুইংগামের প্রতি গ্রাম থেকে আসতে পারে ৬০০ মাইক্রোপ্লাস্টিকও। তার মানে একটা ছোট্ট চুইংগাম থেকেই শতসহস্র মাইক্রোপ্লাস্টিক মিশে যেতে পারে আমাদের লালায়। খাবার খাওয়ার পর তা যেমন পরিপাক হয়, মাইক্রোপ্লাস্টিক কিন্তু সেভাবে পরিপাক হয় না, রয়ে যায় অবিকৃত। লালায় মিশে যাওয়ার ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়িয়ে পড়তে পারে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে। সেখান থেকে রক্তেও পৌঁছে যেতে পারে এই ছোট্ট কণা। আর রক্তের মাধ্যমে চলে যেতে দেহের পারে যেকোনো অংশেই। মস্তিষ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গেও জমা হতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিক।

মাইক্রোপ্লাস্টিকে যেসব ক্ষতি হয়

দেহের যেকোনো অঙ্গে জমা হওয়া মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে যেতে পারে। ধারণা করা হয়, মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতিতে ডায়াবেটিস এবং হৃদ্‌রোগের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তা ছাড়া দেহের হরমোনের ভারসাম্যও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণে একজন নারী কিংবা একজন পুরুষের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কোনো অঙ্গে অধিক পরিমাণে মাইক্রোপ্লাস্টিক জমা হলে সেই অঙ্গের কার্যকারিতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। মাইক্রোপ্লাস্টিকের কারণে মস্তিষ্কের বিকাশ, নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা এবং স্মৃতিধারণের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই শিশুদের জন্য মাইক্রোপ্লাস্টিক মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

শেষ কথা

মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাব বিষয়ে এখনো গবেষণা চলমান। তবে যতটা জানা গেছে, তা খুব একটা স্বস্তির নয়। দীর্ঘ মেয়াদে অনাকাঙ্ক্ষিত বহু সমস্যা এড়াতে আমাদের জীবনধারা এমনভাবে গড়ে তোলা ভালো, যাতে অতিরিক্ত মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের দেহে প্রবেশ করতে না পারে। চুইংগামে যেহেতু অনেকটা মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে, তাই যেকোনো বয়সেই চুইংগাম কম খাওয়া উত্তম।

বকেয়া মজুরি ও কাজের দাবিতে কাঁঠালিয়া ও নলছড়ে বিডিওকে ডেপুটেশন সিপিআইএমের

বক্সনগর , ২৫ এপ্রিল ঃ সিপিআইএম-এর রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার সিপাহীজলা জেলার কাঁঠালিয়া ও নলছড় ব্লকে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন কর্মসূচি। কাঁঠালিয়া ব্লকে শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সরব হয় বামপন্থী নেতৃত্বরা। মূল দাবিরেগার বকেয়া মজুরি প্রদান, বছরে ২০০ দিনের রেগার কাজ চালু করা এবং দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা নির্ধারণ। কাঁঠালিয়া ব্লকের বিডিও শুক্রবারে অনুপস্থিত থাকায় আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসারের হাতে দাবি সনদ তুলে দেন এবং অনুরোধ জানান দ্রুত দাবিগুলির বাস্তবায়ন ঘটাতে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুভাষ দেব, মিজান মিয়া, পল্টন দে ও বিল্প আশ্চর্য। সুভাষ দেব জানান, কাঁঠালিয়া ব্লকে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা রেগার মজুরি বকেয়া রয়েছে। তিনি বলেন, ''ছয়-সাত মাস ধরে শ্রমিকরা তাদের পাওনা মজুরি পাচ্ছেন না। দুর্গাপূজার আগের কাজের মজুরি এখনো বকেয়া। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং অমানবিক। এদিকে, নলছড় ব্লকে বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস। সেখানেও সিপিআইএম শাখা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর প্রতিনিধি দল ব্লক অফিসে গিয়ে বিডিওর হাতে দাবি সনদ তুলে দেয়। কর্মসূচি চলাকালীন তপন দাস বলেন, ''আমাদের দাবিগুলি অত্যন্ত ন্যায্য ও বাস্তবসম্মত। সরকারের উচিত অবিলম্বে শ্রমজীবী মানুষের কষ্টের দিকটি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া।

কাঁঠালিয়ার আন্দোলনের সময়, সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কের পাশে কর্মীরা স্লোগানে সোচ্চার হন। দাবি সনদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন মিজান মিয়া, পল্টন দে ও বিল্প আশ্চর্য।

সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল করিম বলেন, ''আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা আগামী সপ্তাহের মধ্যেই বিকল্প আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।

রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে যুবকরা এগিয়ে আসুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ এপ্রিল ঃ রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামতা বজায় রাখতে যুবকদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। শুক্রবার আগরতলায় ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার জেলা ও দায়রা আদালত চত্বরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আগরতলা ডিড রাইটার্স এসোসিয়েশন। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিড রাইটার্সরা যে কাজ করছেন তা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনেরই নামান্তর। জনগণ তাদের জায়গা সম্পত্তির সমস্যা সমাধানে আপনাদের উপর বিশ্বাস রেখেই আপনাদের কাছে আসেন। ডিড রাইটার্স এর কাজে অনেক টেকনিক্যাল দিক রয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ১২টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি মিলিয়ে ১৪টি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। আগামী দিনে ব্লাড ব্যাঙ্কের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি জানান, মানুষের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চাহিদা অনুসারে রাজ্যে প্রতি বছর ৪০ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। গত অর্থবর্ষে ৪০ হাজার ইউনিটের উপর রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জনগণ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে।তিনি বলেন, এখনো যারা রক্ত দেননি, তারা আজকের এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের কাছ থেকে উৎসাহিত হয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসুন। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণ, নমুনা সংগ্রহ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত নন্দনপুর গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নন্দনপুর রেলগেট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বিজয় মজুমদার প্রায় বছর খানেক আগে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ছোট মেয়েকে নিয়ে নন্দনপুরের বাড়ি ছেড়ে ঠ্যাঙাপাড়ায় চলে যান। তারপর থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাড়িটি। শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ পরিত্যক্ত বাড়িটি বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। নামানো হয় র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। বাড়িটি ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ নুমনা সংগ্রহ করে, খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকে। গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, তদন্ত চলছে।

উল্টে গেল টয়ট্রেনের ইঞ্জিন, বাঁচলেন চালক ও সহকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া যাওয়ার পথে সুকনার কাছে উলটে গেল টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় চালক ও সহকারী চালক সামান্য আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রেলকর্তারা। ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনটি তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও এনজেপি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেনের স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনার বাড়ির ভাড়া ভাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনার জন্য নেওয়া ভাড়া বাড়িগুলির মাসিক ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফ জানানো হয়েছে, গ্রামীণ বা আদিবাসী এলাকায় প্রতিমাসে সর্বোচ্চ দু'হাজার টাকা, শহুরে এলাকার জন্য ছ'হাজার টাকা এবং মেট্রোপলিটন অঞ্চলে আট হাজার টাকা ভাড়া দেওয়া হবে। এই ভাড়া ঠিক করার আগে বেশ কয়েকটি বিষয় দেখে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা, ব্যবহারযোগ্য শৌচালয় আছে কি না, রান্নাঘর, বিদ্যুৎ পরিষেবা, খাদ্যসামগ্রী রাখার জায়গা প্রভৃতি ওই সব বাড়িতে বাধ্যতামূলক ভাবে থাকতে হবে।

পুলিশ সুপারকে বদলি

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার পদে ছিলেন সূর্যপ্রতাপ যাদব। তাঁকে কোচবিহারের নারায়ণী ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি আনন্দ রায়কে সালুয়া ইএফআরের থার্ড ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নতুন পুলিশ সুপার হচ্ছেন কুমার সন্নি রাজ। তিনি রাণাঘাটের পুলিশ সুপার পদে ছিলেন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি করা হয়েছে অমিত কুমার সাউকে। তিনি কলকাতা পুলিশের ডিসি (টিপি) পদে ছিলেন।রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর এই মর্মে আজ নির্দেশিকা জারি করেছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে কেঃদ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরের কিছু এলাকা। প্রাণহানির পাশাপাশি লুটপাট, ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তারই জেরে এই বদলি কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যদিও নবান্নের দাবি, এটি রুটিন বদলি।

বাল্যবিবাহ রোধে গুরু দায়িত্ব তুলে নিয়েছে ছাত্রীরা, সচেতনতায় সাইকেল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে প্রতি গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ এপ্রিল ঃ বাল্যবিবাহ রোধ এখনও সম্ভব হচ্ছে না আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলি থেকে। প্রশাসনের চোখের আড়ালে কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বাল্যবিবাহ রোধে ঐক্যবদ্ধ ফালাকাটা ব্লকের পড়ুয়ারা। তাঁদের মুখে একটাই কথা, তারা পড়তে চায়। 'বাল্যবিবাহ বন্ধ কর, মেয়েদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল কর', এই স্লোগানকে সামনে রেখে ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছে যাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। ফালাকাটা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ফালাকাটার তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। ফালাকাটা গার্লস হাই স্কুল, ফালাকাটা সুভাষ গার্লস হাই স্কুল এবং ফালাকাটা পারঙ্গেরপার হাই স্কুলের ছাত্রীরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে। বিশেষ করে পারঙ্গেরপার বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের এই কাজে বিশেষ যোগদান দেখা যাচ্ছে। ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত পারঙ্গেরপার বিদ্যালয়টি। তবে এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করে তাক লাগিয়ে দেয় সকলকে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাদের সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলতে বদ্ধপরিকর। তিনিও মনে করেন, বাল্যবিবাহ রোধ করতে হলে পড়ুয়াদেরই তাদের অভিভাবকদের বোঝাতে হবে। ফালাকাটার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার আর্জি জানাচ্ছে পড়ুয়ারা। এক পড়ুয়া জানায়, বাল্যবিবাহ করলে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। মেয়েরা সুস্থ জীবন পাক, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাক। তার জন্য এই সচেতনতা। অপর এক পড়ুয়া জানায়, আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এই সমস্যা খুব দেখা যায়। আর্থিক সমস্যা হলে মেয়েদের পড়াশোনা ছাড়িয়ে দিয়ে, তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এটা সমস্যার সমাধান নয়। শিক্ষকরা যেভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন, আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেই কাজ করছি। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় জানিয়েছেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক অপরাধ মেয়েরা শিক্ষিত হলে দেশ শিক্ষিত হবে। যার কারণে স্কুলের পড়ুয়াদের বলা হয়েছে তাঁদের অভিভাবকদের বোঝাতে।

বিউটি ক্রিমে পাকিস্তানি ক্ষতিকর পারদ! সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ সামনে এল ভয়ঙ্কর তথ্য। পাকিস্তানি ক্ষতিকারক পারদ মেশানো ক্ষতিকর ক্রিম এদেশের বাজারেও ! কেরালার তিরুবন্তপুরমের ল্যাবে টেস্ট করে দেখা গিয়েছে, এই বিউটি ক্রিমের মধ্যে ক্ষতিকারক পাকিস্তানি পারদ রয়েছে, যা ত্বকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল প্রত্যেকটি রাজ্যকে। কোন রাজ্যে এই ধরনের ক্রিম বিক্রি হয়ে থাকে তা বাজার থেকে সরিয়ে নিতে বলা হল প্রত্যেকটি রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকে। এই কসমেটিক্সগুলির মধ্যে রয়েছে মূলত রাতে ও দিনে ব্যবহারের জন্য বিউটি ক্রিম। যা মূলত ফরসা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সব ক্রিমে এমন উপাদান পাওয়া গিয়েছে, যা ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে পারে ত্বকের। গোরি কসমেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড এবং MMC কসমেটিক প্রাইভেট লিমিটেড, এই দুটি পাক সংস্থার তৈরি কসমেটিক্স, দেশের কসমেটিক রুল লঙ্ঘন করেছে। CDSCO র রিপোর্টে দাবি, ২০২০ সালে যে রুল তৈরি হয়েছিল, সেই নিয়ম ভেঙেছে পাক কোম্পানির বিউটি প্রোডাক্ট। আর তা ছেয়ে গিয়েছে এ দেশেরই বাজারে। কেরালার বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় বিউটি ক্রিমটির। সিডিএসসিও তরফ থেকে এই ক্রিমটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ক্ষতিকর চিনা পারদ মেশানো, লিকুইড লিপস্টিক, রয়েছে ভারতের বাজারে। কেরালার তিরুবন্তপুরম থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এই লিকুইড লিপস্টিকের। সিডিএসসিও এর তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, এই লিপস্টিকের মধ্যে ক্ষতিকর চিনা পারদ রয়েছে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। তিরুবন্তপুরমের ল্যাবে পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে ক্ষতিকর পারদ, এর পাশাপাশি ২০২০ এর কসমেটিক্স অ্যাক্ট রয়েছে। সেটাও লঙ্ঘন করেছে।

নির্যাতিতা গৃহবধূর বাড়িতে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৫ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণাঞ্চলে এলাকার ৫ যুবকের দ্বারা শাররিক নির্যাতনের শিকার হওয়া বছর ১৮ নির্যাতিতা গৃহবধূর বাড়িতে এসে নারকীয় ঘটনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে শোনার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। শুক্রবার দুপুরে একাধিক যুবকের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া এক গৃহবধূর বাড়িতে পৌঁছে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। সেখানে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া নির্যাতিতার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলার পাশাপাশি ন্যায় বিচারের জন্য যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। দীর্ঘ এক ঘণ্টা কথা বলার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য। অর্চনা দেবীর অভিযোগ, এই ঘটনায় পুলিশ যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি। তিনি বলেন, একটি হত দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূকে রাতের অন্ধকারে এলাকার ৫ জন যুবক গণধর্ষণ করল। অথচ পুলিশের কাছে অভিযোগ হল শ্লীলতাহানি। অর্চনা দেবী বলেন আমরা চাই পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক। উল্লেখ থাকে গত ২ এপ্রিল বেশি রাতে এলাকার ৫ যুবকের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন এক গৃহবধূ। ঘটনায় ৭ এপ্রিল নবদ্বীপ থানায় এলাকার ৫ যুবকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ৪ আভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারলেও এক আভিযুক্ত এখনও পলাতক বলে জানাই পুলিশ। অপরদিকে প্রথমে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করলেও পরবর্তীকালে সমাজমাধ্যমে গণধর্ষণের অভিযোগ করেন নির্যাতিতা। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার বাড়িতে পরিদর্শনে আসেন জেলা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। শুক্রবার দুপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে পরিদর্শনে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। অন্যদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারির নেতৃত্বে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনীকে ।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর আতঙ্কের দানা বাঁধছে নদীয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ এপ্রিল ঃ কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর এবার আতঙ্কের দানা বাঁধছে নদীয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে। অবিলম্বে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের আরো নজরদারি বাড়ানো উচিত বলে দাবি করছেন এলাকার বসবাসকারীরা। নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে প্রায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি অংশজুড়ে, কিন্তু বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পর ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাটা বেড়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে ভারতীয় দালাল চক্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা। তাদের মদতে বাংলাদেশিরা ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তৈরি করছে ভারতীয় নথিপত্র থেকে শুরু করে ব্যাংকের একাউন্ট সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের দাবি, কিছুদিন আগেই মালদা ও মুর্শিদাবাদের যে নাশকতা হয়েছে এরা কিভাবে সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে বা বিএসএফের নজর এড়িয়ে অনুপ্রবেশকারীরা অনায়াসে প্রবেশ করছে ভারতের ভূখণ্ডে, সেই কারণে বারে বার ঘটছে এই ধরনের নাশকতা। তবে কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার ঘটনার পর এবার রাতের ঘুম উড়েছে নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার বসবাসকারী মানুষের বলে দাবি জানান স্থানীয় এক বাসিন্দা । উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর পোশাক পরেই কিন্তু জঙ্গিরা হামলা চালায় । এই ঘটনার পরেও পুলিশ প্রশাসন কোনো রকম শিক্ষা নেয়নি । বহাল তবিয়তে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে পুলিশ লাইনের সামনে দেদার বিক্রি হচ্ছে সেনাবাহিনীর পোশাক । কাশ্মীরের মতো নদীয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গিরা ভারতে ঢুকে সেনাবাহিনীর পোশাক পড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে না এটা কি কেউ বলতে পারে । সীমান্তের মানুষ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা চাইছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত যেকোনো মূল্যে হোক বাংলাদেশীদের ভারতে ঢোকা বন্ধ করতে হবে, না হলে কাশ্মীরের মতোই নদীয়াতেও যখন তখন ঘটতে পারে বড়সড়োর নাশকতা অথবা জঙ্গি হামলা। তবে বিগত তিন মাসে বিএসএফের নজর এড়িয়ে অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা যথেষ্টই বেশি, রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় সীমান্তবর্তী থানা এলাকাগুলি থেকে প্রায় ৩০০ রো বেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে পুলিশের জালে। যারা এই ধরনের অনুপ্রবেশদের মদত দিয়েছিল তাদেরকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের ঘটনার ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি শুভজিত সরকারের দাবি, সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে বিএসএফ তাহলে কি করছে, তাদের নজর এড়িয়ে কিভাবে ভারতের প্রবেশ করছেবাংলাদেশিরা। এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

লোকালয়ে বাইসনের তাণ্ডবে আতঙ্ক ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ এপ্রিল ঃ সকাল হতেই ফের তাণ্ডব! চোখে পড়তেই স্থানীয়দের চোখে মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ! সাত সকালে লোকালয়ে বাইসনের তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়িতে। ঠিক কি হয়েছিল? সাত সকালে যখন শহর-গ্রাম জেগে উঠছে দৈনন্দিন কাজে, তখনই ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের গ্রামাঞ্চলে দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য-লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি বিশাল বাইসন। জানা গেছে, প্রথমে ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেখা মেলে বাইসনটির। গ্রামের রাস্তাঘাট, ধানজমি পেরিয়ে এটি ছুটে বেড়ায় এদিক-সেদিক। হঠাৎ এই বন্যপ্রাণী দেখে আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন স্থানীয়রা। অনেকে ঘর থেকে বের হননি, কেউ কেউ মোবাইলে সেই দৃশ্য বন্দি করেন। এরপর বাইসনটি জলঢাকা নদী পেরিয়ে ঢুকে পড়ে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়া এলাকায়। সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ দাপিয়ে বেড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এই প্রথম এমনটা দেখলাম। বাইসনটা এত বড়, ভয়েই আমরা ঘর থেকে বের হইনি। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা। তারা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বাইসনটিকে লোকালয় থেকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

ধরেশ্বর ইয়ার্ডে সেতু নির্মাণের কারণে জয়সলমের এক্সপ্রেস অন্য রুটে চলবে

গোরখপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ রেল প্রশাসন কর্তৃক উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের আজমীর বিভাগের মাদার-মারোয়ার সেকশনে অবস্থিত ধরেশ্বর ইয়ার্ডে ৫৭৯ নম্বর সেতু নির্মাণের কারণে, ১৫০১৩১৫০১৪ জয়সলমের- কাঠগোদাম- জয়সলমের এক্সপ্রেস ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে জয়সলমের থেকে এবং ২৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে কাঠগোদাম থেকে নিম্নলিখিত রুটে চলাচল করবে। ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে জয়সলমীর থেকে ছেড়ে আসা ১৫০১৩ জয়সলমীর-কাঠগোদাম এক্সপ্রেস নির্ধারিত রুটের যোধপুর-লুনি-মারওয়ার-আজমীর-ফুলেরার পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট যোধপুর-মের্তা রোড-ফুলেরার মাধ্যমে চালানো হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে, এই ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ মের্তা রোড, দেগানা, মাকরানা, কুচামন সিটি স্টেশনগুলিতে দেওয়া হবে। একইভাবে, ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে চলাচলকারী ১৫০১৪ কাঠগোদাম-জয়সলমের এক্সপ্রেস নির্ধারিত রুটের ফুলেরা-আজমের-মারোয়ার-লুনি-যোধপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট ফুলেরা-মের্তা রোড-যোধপুর দিয়ে চালানো হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে, এই ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ কুচামন সিটি, মাকরানা, দেগানা, মের্তা রোড স্টেশনগুলিতে দেওয়া হবে।

জলচর পাখিদের প্রাণ বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ এপ্রিল ঃ নদীর তীরবর্তী পাখিদের মৃত্যু মাঝে-মধ্যেই ঘটছে। কোথাও নাইলনের দড়ি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাল। আবার কোথাও সরু ছিদ্রের মাছ ধরার জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে নদীর উপরে। মাছের টানে ছোঁ মেরে নদীর জলে নামতে গেলেই ঘটছে বিপত্তি। বক, পানকৌড়ি, মাছরাঙার পা আটকে যাচ্ছে জালের ছিদ্রে। মারাও যাচ্ছে পাখিরা। অজস্র নদীতে এমন ঘটনায় প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে বহু দেশি পাখির। পাখিদের এই অকাল মৃত্যু নিয়ে বালুরঘাট শহরের পরিবেশ প্রেমীদের পক্ষ থেকে আত্রেয়ী নদীর তীরবর্তী একাধিক জায়গায় সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চলছে। মূলতঃ নদীতে যারা মাছ ধরে সে সমস্ত মানুষরা যাতে ফাদিজাল না ফেলে সেই বিষয়ে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে। এদিন আত্রেয়ী নদীর চকভবানী এলাকার স্বল্প উচ্চতার বাঁধ সংলগ্ন স্থানে গিয়ে মৎস্যজীবী ও স্থানীয় মানুষদের সচেতন করেন পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা। দিশারী সংকল্পের সদস্যদের কাছে খবর আসে গত কয়েকদিন ধরে মৎস্যজীবীদের ফাদি জালে জলচর পাখিরা বিপদে পড়ছে। সেই অনুযায়ী এদিন সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আসে বেশকিছু পরিবেশপ্রেমী। এবার নদীতে গত বছরের তুলনায় জলচর পাখি প্রচুর দেখা দিয়েছে। দেখা মিলেছে পরিযায়ী পাখিরও। কিছুদিন আগেও নদীর চরে অসংখ্য সরাল ছিল। তাদের এখন দেখা যাচ্ছে না বলে মত স্থানীয়দের। লেসার হুইসিলিং ডাক যেমন অনেক এসেছিল, কদিন আগেও দেখা গেছে নর্দান শোভেলার, গারগেনি, গ্রিন সাংক, স্যান্ডপাইপার, রিভার ল্যাপউইংদেরও ঘুরতে দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। তাদের সুরক্ষায় যেন কোন অসুবিধা না হয়, অস্তিত্ব সংকটে না পড়ে সেই কারণেই সচেতনতা অভিযান। এমনকি এই সঙ্গে নদী ও মাছ বৈচিত্র্য সম্পর্কেও সচেতন করা হয়।

ঘুরপথে বিমান চালাতে বাড়বে খরচ আশঙ্কা বিমান সংস্থাগুলির

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁওতে জঙ্গিহানায় স্তম্ভিত গোটা দেশ, ভূস্বর্গে এই নাশকতার জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোরালো কূটনৈতিক পদক্ষেপ করেছে ভারত। ১৯৬০ সালের সিন্ধু চুক্তি বাতিল করেছে সাউথ ব্লক। এর পাল্টা হিসাবে নিজেদের আকাশসীমায় ভারতের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত কোনও বিমানকে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইসলামাবাদ। আর এর জেরেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলি। আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা যেমন, এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং স্পাইসজেটের মতো সংস্থা গুলি দিল্লি থেকে পশ্চিমের কোনও দেশে যেতে গেলে এতদিন পাকিস্তানের আকাশসীমাই ব্যবহার করত। পাকিস্তান নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় এই সমস্ত সংস্থাকে আন্তর্জাতিক বিমান চালাতে হবে ঘুরপথে। যার ফলে জ্বালানি খরচ বাড়বে, আর এর ফলে বাড়বে টিকিটের খরচও। পাকিস্তানের আকাশপথ ব্যবহার করতে না পারলে উত্তর আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং পশ্চিম এশিয়ার দিকে বিমান চালাতে সমস্যা হবে। খরচের পাশাপাশি বাড়বে সময়ও। এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি। পাকিস্তানের উপর দিয়ে না গেলে উত্তর ভারত থেকে পশ্চিমের দিকে বিমানগুলিকে যেতে হবে আরব সাগরের উপর দিয়ে। এটাই বিকল্প পথ হবে। এখানেই বাড়বে সময় ও খরচ।

দুই ভাইয়ের দ্বন্ধ, উত্তেজনা রামপুরহাটে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ এপ্রিল ঃ দুই ভাইয়ের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজনপল্লি এলাকায়। অশান্তির জেরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। সংঘর্ষে মাথা ফাটল এক দলিত সম্প্রদায়ের যুবকের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একজন। পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ভাই আব্বাস হোসেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের তিনবারের কাউন্সিলর। বর্তমানে প্রাক্তন। বর্তমানে দাদা আরশাদ হোসেনের পছন্দের কর্মী তুফানি মাল তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর হন ওই ওয়ার্ডে। বেশ কিছু দিন থেকে দাদা ভাইয়ের দ্বন্দ্বে এলাকায় অশান্তি বাড়ে। প্রাক্তন কাউন্সিলর আব্বাস হোসেনের অভিযোগ বর্তমান কাউন্সিলর এলাকায় পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। এই নিয়ে আব্বাস হোসেনের সঙ্গে তার দাদা আরশাদ হোসেনের মতবিরোধ তৈরী হয়। ফলে ওই ওয়ার্ডে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠী তৈরী হয়। ওয়ার্ডবাসীদের অভিযোগ, দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বে মার খেতে হচ্ছে ওয়ার্ডবাসীদের। এই দ্বন্বের জেরে বুধবার গভীর রাতে বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে হরিজনপল্লীতে এক অস্থায়ী সাফাই কর্মীর বাড়িতে বোমা ফাটানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানিয়ে রামপুরহাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। দুষ্কৃতকারীরা গ্রেফতার না হওয়ায় রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন তারা। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের সেই বাড়িতে প্লাস্টিকে মুড়ে তাজা বোমা রাখার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাটি উদ্ধার করে। এই ঘটনার জেরে এদিন দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৪ নম্বর ওয়ার্ড।

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 19/Hat-1/1 st Call/2024-25
For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for Construction of Community level vertical filter chamber. Last date of submission of Bid up to **02.05.2025 at 11.00 Hrs.** Bid Opening Date(Online): **05.05.2025 at 11.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৮ অব ২০২৫; তারিখঃ ২২-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-২৪-২০২৫। **কাজের নাম ও স্থানঃ** বি. বরুয়া আরওবি (পূর্ব দিকে) এর নিকটবর্তী ইস্পাত কাঠামো বহনকারী ওভারহেড জলের পাইপলাইন মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ২৫,২০,৯৭২.১৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫০,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নংঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-২৫-২০২৫। **কাজের নাম ও স্থানঃ** আগরতলা-নারেঙ্গি: সিডব্লিউআর স্থাপনের জন্য টিডব্লিউএস এবং ডব্লিউসিএমএসের সাথে টিটিআর। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,০৩,৯৬,০০৭.৬৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,০২,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/গুয়াহাটি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-
MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id:
murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 490/MM/NIeT/ 2025-26 and, Dated: 23-04-2025.** The last date for online submission of tender is **14-05-2025(Wednesday) up to 14:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Indrajit Dhar, Chairman,
Murshidabad Municipality

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia
Notice Inviting E-Tender No. **(1) WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC Untied)/NIT (e) 01/2025-26, (2) WBPUR/PARA/UJGP/(5 th SFC) NIT (e)-02/2025-26, Dated 25/04/ 2025** Documents Download/Sell Start date(online): **25/04/2025 at 6 PM**. Bid Submission Closing Date (online):- **05/05/2025 at 4 PM.** Bid Opening Date(online):- **08/05/2025 12.00 Noon.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE RANINAGAR-I PANCHAYAT SAMITY
GOAS, MURSHIDABAD.
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT. No. 22/R-I/PS/5TH SFC/ 2024-25, Dt.25.04.2025
E-tender are hereby invited by the Executive Officer, Raninagar-I Panchayat Samity, Goas, Murshidabad from the Bonafied and Resourceful Contractors for 1 no of work under 5 th SFC fund, For Other details please seen the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO
Raninagar-I Panchayat Samity
Goas: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT No - 01/15th CFC(Untied)/Kam.GP/2025-26, Dated–17/04/2025, Memo No–241/ Kam.GP NIeT No-02/15th CFC(Tied)/Kam.GP/ 2025-26, Dated–17/04/2025, Memo No–242/ Kam.GP, NIeT No-03/5th SCFC(Tied)/ Kam.GP/2025-26, Dated–17/04/2025, Memo No–243/Kam.GP, NIeT No - 04/5th SCFC(Untied)/Kam.GP/2025-26, Dated–17/ 04/2025, Memo No–244/Kam.GP, Date of Application for Tender Form up to 28/04/2025 up to 11.00 Hrs. Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Kamnagar Gram Panchayat, under Beldanga-II Development Block from eligible bonafied contractors under manual in sealed cover system respectively under Kamnagar Gram Panchayat, Beldanga-II Dev. Block. For details please visit website – **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Kamnagar Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি-এডিএ-ই-টেন্ডার -০৬-২০২৫, তারিখ ২৪.০৪.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, দঃপূঃ রেলওয়ে/আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের বিবরণ ঃ** (ক) রামকানালি (আরকেআই) স্টেশনে বিদ্যমান প্যানেল পদ্ধতির পরিবর্তন সহ আপ ইয়ার্ডে লাইন নং ৪, ৫ এবং ৬-এর সম্প্রসারণের জন্য ওএইচই কাজ। (খ) রামকানালি জংশন ইয়ার্ডে বেরো প্রান্তের দিকে পয়েন্ট নং ২৬এ এবং ২৬বি-এর স্থানান্তর, পিএসআর এবং ক্রশ ওভার সরানোর জন্য ওএইচই পরিবর্তন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,২৮,৭২,৬২৭.৬৬ টাকা। উক্ত কাজের জন্য **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায় এবং **টেন্ডার খোলা হবে** ১৬.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টার পর। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। (PR-82)

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে **NIT REF. NO- 01/CH-II/PS2025-2026 DT. 24.04.2025 (Tender ID-2025_ZPHD_838769_1)** তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে **www.wbtenders.gov.in** এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির
চন্ডিতলা ঃ হুগলী

Corrigendum Notice
e-Tenders are invited for ACR, Dining Hall, & Toilets under RIDF fund in **N.I.e.T. No.– 01 (1st Call)**, Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **29/04/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block.

নোটিশ
আমি সেখ আব্দুল মান্নান, পিতা সেখ আব্দুল মালেক। গ্রাম গোদারিয়া, পোষ্ট ও থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া। বিগত ইং ০৮/০৪/২০২৫ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ বড়গাছিয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ০৫০৮০০৯৫৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১। উপানন্দ দাস, ২। তপন দাস, ৩। স্বপন দাস, সকলের পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ দাস। সর্ব্ব সাং বাঁকুল পোষ্ট ও থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া, ৪। কল্পনা মাইতি, স্বঙ্গামী মথুর মোহন মাইতি। সাং ও পোষ্ট দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, ৫। যোগমায়া খাঁড়া, স্বামী স্বপন খাঁড়া। সাং শ্রীমন্তপল্লী রূপনারায়ণ বাজার, পোষ্ট বেনাগরয়া থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার অতনু নন্দী (পিতা নির্মল নন্দী)। সাং শিবরামপুর, পোষ্ট বড়গাছিয়া, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া। ইং ০৭/১১/২০২৩ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ বড়গাছিয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ০৫০৮০২৭৪৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মহাশয়ের নিকট হইতে বাঁকুল মৌজায়, জে.এল. নং ০৭, হাল এল. আর. ৯৭৬ নং খতিয়ানভুক্ত, ৬৪২ নং দাগে ০.১৬৩২ অংশে মোট ৬.২০ শতক সম্পত্তি বিক্রীত হইল। বি.এল. এন্ড এল. আর. তে মিউটেশন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি।
উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে জগৎবল্লভপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও-তে অদ্যকার তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জানাবেন।

Universal Sompo General Insurance
Suraksha, Hamesha Aapke Saath
Universal Sompo General Insurance Co Ltd
PUBLIC NOTICE
RELOCATION BRANCH OFFICE
All our Customers, Constituents and Members of Public are here by informed that our Branch office located at **4, Udham Singh Sarani (Sevoke Road), 2nd Floor, Ashrampara , Opposite to Soubhagya Palace , Siliguri – 734001,** India will be relocated and would remain operational from new address at **Office No 5, Goyal Plaza, Opp Sachitra Hotel, 2nd Floor, Sevoke Road, Siliguri - 734001,** India w.e.f Sunday, June 30-2025. Additionally, for any queries, feel free to contact us at our toll-free number 180022 4030/1800 200 4030/1800 200 5142 or write to us on contactus@universalsompo.com. We shall be most pleased to service you at all time.
Head Administration

বিজ্ঞপ্তি
অফিসের স্থান পরিবর্তন আশীবাদ মাইক্রোফিনান্স লিমিটেড, ওল্ড ব্রাঞ্চ এড্রেসঃ সোমোসপুর, ধনিয়াখালী সিনেমাতলা, ধনিয়াখালী, ধনিয়াখালী হুগলী, ৭১২৩০২, পশ্চিমবঙ্গ নিউ ব্রাঞ্চ এড্রেসঃ 'চাপারেড়ি' কলেজ মোর, ধনিয়াখালী, ধনিয়াখালী, হুগলী, ৭১২৩০২ পশ্চিমবঙ্গ

NOTICE
All concerned are hereby notified that the Deed of Conveyance dated 20th day of March 2008, registered in the office of Dalhousie Square, Book No. 1, Volume No. 1901, Pages 1 to 17 being Deed No. 190107101 for the year 2008 covering property being Flat No.1 on the 1st Floor in the building lying constructed at P-18 State Bank Park , Kolkata - 700063, stands misplaced and lost.
A General Diary bearing 2687 dated 27-03-25 has been lodged with Thakurpukur Police Station. The owner of the Flat is Mr. Pradeep Mohta son of Late Kewal Chand Mohta. If anyone has got any information about the aforesaid Deed of Conveyance of the aforesaid Flat or of any claim and/or any transaction over the said Flat, please contact the undersigned **within 7 (seven) days** of date of publication of this Notice failing which, transaction, if any will be treated as void.
Pradeep Mohta
35, Ahiri Pukur Road ,
Kolkata - 700019
Mob: 9831235000

ABRIDGED e-TENDER NOTICE
UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 01/EO/ 2025-26 dated - 23-04-2025** for **Construction of CC road from Foyez Khan house towards Basad Khan house under Pole-I GP**. Last date of application **30.04.2025 up to 5:00 PM**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'
Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No-P-I/14/726/EO/5th S.F.C (2024-25), Dated-23/04/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_837985_1 has been floated Construction of Guest house with plumbing and electrical(Part-1) work at 2nd floor 2nd phase and installation of submersible pump of Purbasthali-I Panchayat Samity Fund-5th SFC 2023-24. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-03/2025-26
(Memo No: 267 /Panch , Dated: 25/04/2025)
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of one (01) no work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https:// etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.
Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. GGP/83/2025 to GGP/88/2025
Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 6(Six) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from **25/04/2025 up to 5 p.m. on 06/05/2025.** The tender will be opened on **08/05/2025 after 1 PM.** For details, please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Gangadharpur Gram Panchayat

রাসেল নিয়ে কেকেআরকে বড় বার্তা দিলেন কুম্বলে

২৫ এপ্রিল ঃ টিমের তারকা ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলকে ঠিক করে ব্যবহার করতে পারছে না কেকেআর, এমনই মনে করছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও কোচের মতে, রাসেলকে আরও আগে ব্যাট করতে পাঠানো উচিত দলের। কুম্বলে বলে দেন, আমার মনে হয়, কেকেআর ঠিক করে রাসেলকে ব্যবহার করতে পারছে না। ও এত পরে কেন যাবে ব্যাট করতে? রাসেলকে ব্যাটিং অর্ডারে আরও আগে পাঠানো উচিত। কেকেআরের বোলিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওদের বোলিং যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু ব্যাটিংটা ঠিক করে করতে পারছে না। অষ্টাদশ আইপিএলে এ পর্যন্ত আটটা ম্যাচ খেলে মাত্র তিনটেয় জিতেছে কেকেআর। হেরেছে পাঁচটায়। লিগ টেবলে এ মুহূর্তে তারা সাত নম্বরে। দ্রুত জয়ের রাস্তায় না ফেরা গেলে প্লেঅফ ওঠা অসম্ভব হয়ে যাবে অজিঙ্ক রাহানেদের পক্ষে। আর সেই জয়ে ফেরার কাজটা শুরু করতে হবে শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। যারা কি না আজ শনিবার ইডেনে কেকেআরের প্রতিপক্ষ। যে যুদ্ধে নাইটদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা তাদের পুরনো অধিনায়ক স্বয়ং-শ্রেয়স আইয়ার! যিনি এ দিন দলবল নিয়ে ঢুকে পড়লেন শহরে। কুম্বলে বলে দিচ্ছেন, গত বার ফিল সল্ট-সুনীল নারিনের ওপেনিং জুটি বারবার জিতিয়ে দিয়েছে কেকেআরকে। কিন্তু এবার সেই ওপেনিং জুটিই সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে নাইটদের। প্রথম সাতটা ম্যাচে কুইন্টন ডি'কক-সুনীল নারিনের ওপেনিং জুটি দিয়ে কাজ হয়নি। যে কারণে অষ্টম ম্যাচে এসে বদলে ফেলতে হয়েছে জুটি। নারিনের সঙ্গে পাঠানো হয় রহমনুল্লাহ গুরবাজকে। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। গত বার ওপেনিং জুটি কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছিল কেকেআরের। কিন্তু এবার সেটা হচ্ছে না। ওপেনিং কলকাতা পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার। জুটি পারফর্ম করতে পারছে না। যে কারণে, চাপে পড়ে যাচ্ছে মিডল অর্ডার। তা ছাড়া ওরা নিজেদের প্লেয়ারদেরও সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারছে না, বলে দিয়েছেন কুম্বলে।

আইসিসি ইভেন্টে ও বন্ধ ভারত-পাক দ্বৈরথ!

২৫ এপ্রিল ঃ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ। আপাতত চালু হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা রইল না। আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে বিসিসিআই। এবার সম্ভবত আর আইসিসি ইভেন্টে ও পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চাইছে না ভারত। এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইট দাবি করছে, পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে বিরাট সিদ্ধান্তের পথে চলল ভারতীয় বোর্ড। আগামী দিনে কোনও আইসিসি ইভেন্টে যাতে ভারত এবং পাকিস্তানকে এক গ্রুপে না রাখা হয়, সেই মর্মে আইসিসিকে চিঠি দিচ্ছে ভারতীয় বোর্ড।

এমনিতে দীর্ঘদিন ধরেই ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ। একযুগ আগে ২০১২-১৩ সালে শেষবার দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেছিল দুই দেশ। তারপর থেকে দুদেশ মুখোমুখি হয় শুধু আইসিসি ইভেন্টেই। কিন্তু পহেলগাঁও হামলার হামলার পর ক্রিকেট মহলের একাংশ থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে সবরকম ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ত্যাগ করার দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত বড়সড় পদক্ষেপ করবে ভারতীয় বোর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের দাবি অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে কোনওভাবেই পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চায় না ভারত। সে কারণে আগামী দিনে যাতে কোনও আইসিসি ইভেন্টে ও ভারত ও পাকিস্তানকে এক গ্রুপে না রাখা হয়, সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে বিসিসিআই। নিতান্তই যদি নক-আউট পর্বে দুই দলের দেখা হয়ে যায়, সেটা নিয়ে তখন ভেবে দেখা যাবে। যদিও সরকারিভাবে এই ধরনের কোনও চিঠির কথা বিসিসিআই স্বীকার করেনি।

ইতিমধ্যেই পহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে কড়া অবস্থান নিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ড সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী দিনে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার কথা ভাববেও না বিসিসিআই। বোর্ড সচিব দেবজি সাইকিয়া বলেছেন, এই সন্ত্রাসী হামলায় নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় ক্রিকেটমহলে শোকের ছায়া। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আমরা এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। কঠিন সময়ে আমরা তাঁদের পাশে রয়েছি। এরপর বিসিসিআই যদি কোনও চিঠি দিয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল।

ভিডিও পোস্ট করে আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগ প্রাক্তন পাক পেসারের

২৫ এপ্রিল ঃ আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগে এবার সুর চা।লেন প্রাক্তন পাক পেসার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচের একটি ঘটনা নিয়েই তাঁর মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। আসলে ম্যাচটিতে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে অদ্ভুতভাবেই ডাগআউটে ফিরেছেন ঈশান কিষান। আর এখানেই ম্যাচ গ।।পেটার গন্ধ পেয়েছেন প্রাক্তন পাকিস্তানি পেসার জুনেইদ খান। দেখা গিয়েছে, তাঁর ব্যাটে বলই লাগেনি। আম্পায়ার বিনোদ শেশান আউট না দিয়ে ওয়াইড দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেসব না দেখে নিজেই নিজেকে ' দিয়ে ডাগআউটে ফিরে যান ঈশান। বাঁ-হাতি ব্যাটারের এহেন সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে যান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা। এমনকী আম্পায়ারও চমকে যান। কেউ কোনও আপিল করেননি। পরে রিপ্লেতেও দেখা যায় ব্যাটেই লাগেনি বল। গোটা ব্যাপারটার উপর আলোকপাত করে এক্স হ্যান্ডেলে ঈশানের আউটের ভিডিও পোস্ট করেন জুনেইদ। তিনি লেখেন, ' মে কুছ কালা হ্যায়'। অর্থা গোটা ব্যাপারটিই জুনাইদের কাছে বেশ সঃেদহজনক মনে হয়েছে। এভাবেই তিনি ঈশানকেই নিশানা করে বসেন। যদিও জুনাইদের আগেই ঈশানের এই ' সিদ্ধান্তে গুঞ্জন উঠেছিল নেটপা।।য়। এক নেটিজেন লেখেন, ' ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলছেন নাকি ঈশান?' আরেকজন এর মধ্যে ' গন্ধ পেয়ে লিখেছেন, ' ঈশান কিষানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বিসিসিআইয়ের।'

আর জুনেইদের পোস্টের পর যেন আগুনে ঘি পড়েছে। এক নেটিজেনের কথায়, 'ম্যাচ ফিক্সিং! আইপিএল হল ফিক্সড লিগ।' আরেকজনের কথায়, ' ডাল পুড়ে কালো হয়ে গেছে।' একজন অবশ্য তাঁকে নিজের লিগের উপর ফোকাস করার বলেছেন। একজন লেখেন, ' আম্পায়ার আর ঈশানেরই স্ক্রিপ্ট মনে ছিল।'

উল্লেখ্য, চলতি আইপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ এই প্রথম নয়। গত সপ্তাহে অ্যাড-হক কমিটির কনভেনার জয়দীপ বিহানি লখনউ সুপার জায়ান্ট সের বিপক্ষে হারের পর রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করেন। যদিও পাল্টা মুখ খুলেছিল রাজস্থান রয়্যালসও। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরকে চিঠিও পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। রাজস্থান রয়্যালসের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছিল, গড়াপেটার যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যে। এমন ভিত্তিহীন অভিযোগের জেরে ফ্র্যাঞ্চাইজির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে।

দেশ আগে পরে বন্ধুত্ব

মা'কে নিশানা করা হচ্ছে কেন, প্রশ্ন নীরজের

২৫ এপ্রিল ঃ 'বন্ধু' আরশাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রবল বিতর্কের মধ্যে পড়েছিলেন নীরজ চোপড়া। শোনা যায়, তাঁর পরিবারকেও কটু কথা শোনাতে ছাড়েনি নেটদুনিয়া। এহেন পরিস্থিতিতে অবশেষে মুখ খুললেন নীরজ চোপড়া। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দেশের স্বার্থ সবার আগে। তাই নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় পাক প্রতিযোগী অংশ নেবেন, এমনটা মোটেই ভাবেন না তিনি। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের সহযোগিতায় চলতি বছর ২৪ মে শুরু হতে চলেছে 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক'। এই জ্যাভলিন টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য নীরজ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী পাকিস্তানি জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমকে। যদিও তখন জানা যায়নি তিনি ভারতে আসবেন কিনা। এরমধ্যে পহেলগাঁওয়ে ঘটে গিয়েছে নারকীয় সন্ত্রাসী হামলা। এমন পরিস্থিতিতে এবার নীরজকে ভারতে আসার ব্যাপারে সরাসরি ' বলেছেন নাদিম। তারপরেই বন্ধু আরশাদকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে সরব হয়েছেন ভারতের সোনার ছেলে। শুক্রবার দীর্ঘ বিবৃতি জারি করে তিনি বলেন, ' খুব কম কথার মানুষ। তবে তার মানে এই নয় যে আমি যেটা ভুল মনে করি তার বিরুদ্ধে কিছু বলব না। দেশের প্রতি আমার ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমার পরিবারকে নিয়ে কটুক্তি করা হচ্ছে। আরশাদ নাদিমকে ' চোপড়া ক্লাসিক' টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানানো নিয়েও বহু কথা শুনেছি, যার অধিকাংশই খুব খারাপ। আমার পরিবারকেও টেনে আনা হয়েছে এর মধ্যে।' অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী আরও বলেছেন, একজন খেলোয়াড় হিসাবে আরেক খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। ভারতে মাটিতে যেন সেরা তারকারা খেলতে পারেন, এমনটাই উদ্দেশ্য ছিল নীরজের। পহেলগাঁও হামলার দু'দিন আগেই আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সকলকে। নীরজ বলছেন, ' ৪৮ ঘণ্টায় যা হয়েছে, তারপর আরশাদের ভারতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ দেশের স্বার্থই সকলের আগে। গোটা দেশের মতোই আমিও দু ঃখিত। তবে আমি এত বছর ধরে দেশকে গর্বিত করেছি। আজ আমার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সেটা দেখে কষ্ট হচ্ছে। আমার মায়ের একটা সামান্য কথা গত বছর খুব প্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু আজ সেই কথাকে হাতিয়ার করেই মা'কে নিশানা করা হচ্ছে।' কী করে এত রং বদলান? প্রশ্ন নীরজের।

২০২৭ সালে ৮টি দল নিয়ে হবে মেজর ক্রিকেট লিগ

২৫ এপ্রিল ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর থেকে সে দেশে ক্রিকেট নিয়ে বাড়তি আগ্রহ। মার্কিন মুলুকে ঘরোয়া মেজর লিগ ক্রিকেটও এখন বেশ জনপ্রিয়। বহু দেশই এখন এতে বিনিয়োগ করতে চাইছে। ভারতের পর নিউজিল্যান্ডও এতে বিনিয়োগ করতে চলেছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে জানা গিয়েছে, তারা এবার মেজর লিগ ক্রিকেটে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দল নামাতেও তৈরি। সূত্রের খবর, নিউজিল্যান্ড আইসিসি'র প্রথম পূর্ণ সদস্য হিসেবে বিদেশি পেশাদার ক্রিকেট লিগে ফ্র্যাঞ্চাইজি চালু করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ট্রু নর্থ স্পোর্টস ভেঞ্চার্সের সঙ্গে যৌথভাবে তারা ফ্র্যাঞ্চাইজি চালু করতে চলেছে।

বাম থেকে-আশফাক উল্লাহ খান, সিনিয়র লিড অপারেশনস নীতিন কোহলি, প্রেসিডেন্ট হকি পাঞ্জাব গুরপ্রীত সানি সিং, প্রতিষ্ঠাতা, রাউন্ডগ্লাস, পদ্মশ্রী হরবিন্দর সিং, পদ্মশ্রী পারগত সিং, রাজিন্দর সিং, টেকনিক্যাল লিড, রাউন্ডগ্লাস হকি বলবীর সিং রন্ধাওয়া।

ইতালীয় কাপের ফাইনালে বোলোনিয়া মুখোমুখি হবে এসি মিলানের

বোলোগনা, ২৫ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার রাতে বোলোনিয়া, এম্পোলিকে হারিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো ইতালিয়ান কাপের ফাইনালে উঠেছে। ৮৭ মিনিটে থিজস ডালিঙ্গার হেডারে বোলোনিয়া ২-১ ব্যবধানে জয়লাভ করে এবং তারা দুই লেগ মিলিয়ে মোট ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। ম্যাচের শুরুতে অর্থাৎ ৭ মিনিটের মাথায় হেড করে বোলোনিয়াকে গোলের সূচনা করেন জিওভান্নি ফ্যাবিয়ান। তারপর ৩০ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে এম্পোলিকে সমতায় ফেরান ভিক্টর কোভালেঙ্কো। প্রথম লেগে বোলোনিয়া ৩-০ গোলে জিতেছিল। ১৪ মে রোমে অনুষ্ঠিত ফাইনালে, বোলোনিয়া এসি মিলানের মুখোমুখি হবে, যারা বুধবার ৩-০ গোলে জয়ের পর নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানকে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলে পরাজিত করেছিল। বোলোনিয়া সর্বশেষ ১৯৭৪ সালে কাপ ফাইনালে উঠেছিল, যখন তারা প্রতিযোগিতায় তাদের দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছিল। বোলোনিয়া কোচ ভিনসেঞ্জোর তিন মরসুমে এটি চতুর্থ ফাইনাল , যিনি ফিওরেন্টিনাকে শেষ দুটি কনফারেনস লিগ ফাইনাল এবং ২০২৩ সালে কাপ ফাইনালে নিয়ে গেছেন।

আইপিএল ঃ আরেকটি ৫০ রান করে কোহলি ছাড়িয়ে গেলেন বাবরকে

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ এবারের আইপিএলে ৯ ইনিংসের ৫টিতে ৫০ ছুঁলেন ভারতীয় তারকা কোহলি। বৃহস্পতিবার রাজস্থান রয়েলসের বিরুদ্ধে ছিল তার একটি। আর এই ফিফটিতেই গড়লেন আরেকটি রেকর্ড। তিনি ছাড়িয়ে গেলেন পাকিস্তানের বাবর আজমকে। রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার ৪২ বলে ৭০ রানের দারুণ ইনিংস খেলেন কোহলি। স্বীকৃত টি-২০ ক্রিকেটে আগে ব্যাটিং করে সবচেয়ে বেশি ৫০ ছোঁয়া ইনিংসের রেকর্ড নিজের করে নিলেন কোহলি (৬২), ছাড়িয়ে গেলেন পাকিস্তানের বাবর আজমকে (৬১)। এই তালিকায় বিরাট কোহলি আর বাবর আজমের পরে আছেন ক্রিস গেইল (৫৭), ডেভিড ওয়ার্নার (৫৫), জস বাটলার (৫২), ফাফ দু প্লেসি (৫২)। আগে-পরে ব্যাটিং মিলিয়ে বিশ ওভারের ক্রিকেটে কোহলির ৫০ ছোঁয়া ইনিংস এখন ১১১টি। এখানে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন গেইলকে (১১০)। তার ওপরে আছেন কেবল ওয়ার্নার (১১৭)। এই ১১১টি ৫০ ছোঁয়া ইনিংসের মধ্যে কোহলির সেঞ্চুরি ৯টি ও ফিফটি ১০২টি। ১০৯টি ফিফটি নিয়ে তার ওপরে শুধু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ওয়ার্নার। বৃহস্পতিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ১১ রানের জয়ের পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল ২০২৫-এর পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে । আরসিবি এখনও তাদের ৯ টি ম্যাচের মধ্যে ৬ টিতে জিতেছে। রাজস্থান ৯ টি ম্যাচে তাদের সপ্তম খেলা এবং মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে। গুজরাট টাইটানস এবং দিল্লি

ক্যাপিটালস ১২ পয়েন্ট করে শীর্ষ দুটিতে রয়েছে।

আইপিএল পয়েন্ট টেবিল ঃ গুজরাট টাইটানসঃ ম্যাচ ৮, জয় ৬, পয়েন্ট ১২, নেট রান রেটঃ ১.১০৪। দিল্লি ক্যাপিটালসঃ ম্যাচ ৮, জয় ৬, পয়েন্ট ১২, নেট রান রেটঃ ০.৬৫৭। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ঃ ম্যাচ ৯, জয় ৬, পয়েন্ট ১২, নেট রান রেটঃ ০.৪৮২। মুম্বই ইন্ডিয়ানসঃ ম্যাচ ৯, জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেট ঃ ০.৬৭৩। পঞ্জাব কিংসঃ ম্যাচ ৮, জয় ৫, পয়েন্টট ১০, নেট রান রেটঃ ০.১৭৭। লখনউ সুপার জায়ান্ট সঃ ম্যাচ ৯, জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেটঃ -০.০৫৪। কলকাতা নাইট রাইডার্সঃ ম্যাচ ৮, জয় ৩ , পয়েন্ট ৬, নেট রান রেটঃ ০.২১২। রাজস্থান রয়্যালসঃ ম্যাচ ৯, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেট ঃ-০.৬২৫। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ঃ ম্যাচ ৮, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেটঃ-১.৩১৬। চেন্নাই সুপার কিংস ঃ ম্যাচ ৮, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেটঃ -১.৩৯২। মাথা ঠান্ডা রেখেই ম্যাচটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বিরাট কোহলিরা। ফলশ্রুতি, ঘরের মাঠে রাজস্থানকে হারিয়ে দিল আরসিবি। এদিন টসে হেরে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় রাজস্থান। ঘরের মাঠে পরপর চারবারই টসে হারতে হল রজত পতিদারকে। ব্যাট হাতে শুরুটা ভালোই হয়েছিল কোহলিদের। বিরাট ছন্দেই ছিলেন। পাশাপাশি ফিল সল্টও একবার ক্যাচ তুলে বেঁচে দিয়ে নয়া উদ্যমে মারতে শুরু করেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য (২৬) বেশিক্ষণ টেকেননি তিনি।

ভ্যাঙ্কুভারের কাছে হেরে বিদায়ের শঙ্কা জেগেছে মেসির মায়ামির

ভ্যাঙ্কুভার, ২৫ এপ্রিল ঃ শুক্রবার সকালে ভ্যাঙ্কুভারের কাছে ২-০ গোলে হেরে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের সেমিফাইনালে থেকে বিদায়ের শঙ্কা জেগেছে মেসির মায়ামির। হারার মতো ম্যাচটা খেলেনি মেসিরা-সুয়ারেজরা। পুরো ম্যাচে একের পর এক আক্রমণ করেও গোলের দেখা পাননি তারা। ভ্যাঙ্কুভারের মাঠ বিসি প্লাসে দুই হাফে দুটি গোল হজম করেছে মেসির মায়ামি। প্রথম গোলটি হয় ম্যাচের ২৪ মিনিটে। পেদ্রো ভিতের দুর্দান্ত এক হেড থেকে বল পেয়ে গোল করেন ব্রায়ান হোয়াইট। আর দ্বিতীয় গোলটি আসে ৮৫ মিনিটে। দারুণ এক আক্রমণ থেকে দলকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন সেবাস্তিয়ান বেরহাল্টার। পুরো ম্যাচে বল দখলে এগিয়ে ছিল মায়ামি। ৬৯ শতাংশ বল দখলে ছিল তাদের। তবুও অনেক চেষ্টা করেও গোল পায়নি মেসি-সুয়ারেজরা। আগামী ১ মে ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে দুই দল। সেই ম্যাচটি হবে মায়ামির মাঠে। এখন সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়াতে হবে মায়ামিকে। ম্যাচটা নিজেদের মাঠে হলেও কাজটা অনেক কঠিন।

পহেলগাঁও জঙ্গিহানায় শোকস্তব্ধ, ডায়মন্ড হারবারের বিজয় উদযাপন স্থগিত ঘোষণা করলেন অভিষেক

২৫ এপ্রিল ঃ আগামী মরশুমে আই লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলতে দেখা যাবে ডায়মন্ড হারবার এফসি'কে। আই লিগ-২ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। তাই গোটা দল নিয়ে বিজয় উদযাপন করার কথা ছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষের। যদিও তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

ক্লাবের পক্ষ থেকে ফেসবুক পেজে জানানো হয়, ' হারবার ফুটবল ক্লাব ঐতিহাসিক বিজয় উদযাপনের জন্য তৈরি ছিল। আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমাদের ক্লাব। সেই সঙ্গে আই লিগের চূড়ান্ত পর্বেও যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই কারণে ২৭ এপ্রিল, রবিবার আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে বিজয় উদযাপন করার কথা ছিল। তবে পহেলগাঁও নাশকতায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিজয় উদযাপনের অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি।' ক্লাবের এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থকরাও সহমত পোষণ করেছেন।

পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, কাশ্মীরের এই দুর্ভাগ্যজনক জঙ্গি হামলা ভারত সরকারের জন্য শিক্ষণীয়। এই সরকারই দাবি করেছিল নোট বাতিলের পর সব সন্ত্রাস দূর হয়ে যাবে। ৩৭০ ধারা বাতিলের ফলে কাশ্মীরে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ফিরবে। আজকের ঘটনা সেইসব প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা এবং অপপ্রচারকে ভুল প্রমাণ করার জ্বলন্ত উদাহরণ। উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আই লিগ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। কিন্তু তখনও খাতায়-কলমে চ্যাম্পিয়ন

হয়নি ডায়মন্ড হারবার এফসি। গত ১৯ এপ্রিল আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়নও হল কিবু ভিকুনার দল। চানমারি এফসি'কে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা ছিনিয়ে নিল ডায়মন্ড হারবার। আর সেটাও এক ম্যাচ বাকি থাকতেই। অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন হয়েই আই লিগে উত্তরণ ঘটল ডায়মন্ড হারবারের। তার সঙ্গে আই লিগ ২-এ এখনও পর্যন্ত অপরাজিত তারা। ১১ এপ্রিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি তিরুরকে ২-১ গোলে হারায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। গোল করেন পিন্টু মাহাতো ও সুপ্রদীপ হাজরা। যদিও তার আগের ম্যাচে নেরোকার কাছে স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়া হেরে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়ে যায় লিগ টেবলে প্রথম দুইয়ে শেষ করবে কলকাতার ক্লাব। নিয়ম হল, দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগ থেকে দুটো ক্লাব প্রমোশন পাবে। তাতেই নিশ্চিত হয়ে যায়, আই লিগের প্রথম ডিভিশনে যোগ্যতা অর্জন করছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। যদিও তারপরও আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়ন কে হবে, সেই লড়াই বাকি ছিল। সেখানে কিছুটা অ্যাডভান্টেজই ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। মিজোরামের ক্লাব চানমারির সঙ্গেই তাদের মূল লড়াই ছিল। এদিন রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হওয়ার আগে লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবারের মাত্র এক পয়েন্ট দরকার ছিল। কিন্তু ড্র নয়, জিতেই চ্যাম্পিয়ন হল তারা। তবে চানমারিও যথেষ্ট লড়াই করেছিল। অবশেষে ৮৫ মিনিটে গোল করেন রবি মাণ্ডি। আপাতত ১৫ ম্যাচে কিবু ভিকুনার দলের সংগ্রহ ৩৭। ১১টি ম্যাচ জিতেছে তারা। ড্র চারটিতে। সেখানে চানমারির পয়েন্ট ১৫ ম্যাচে ৩০। ডায়মন্ড হারবারের শেষ ম্যাচ আজ ২৬ এপ্রিল, নৈহাটি স্টেডিয়ামে।

সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড। ম্যাচের পর ভিকুনা বলেছিলেন, খুব খুশি। আমরাই ভারতের প্রথম ক্লাব যারা আই লিগ ৩ ও আই লিগ ২ জিতলাম।

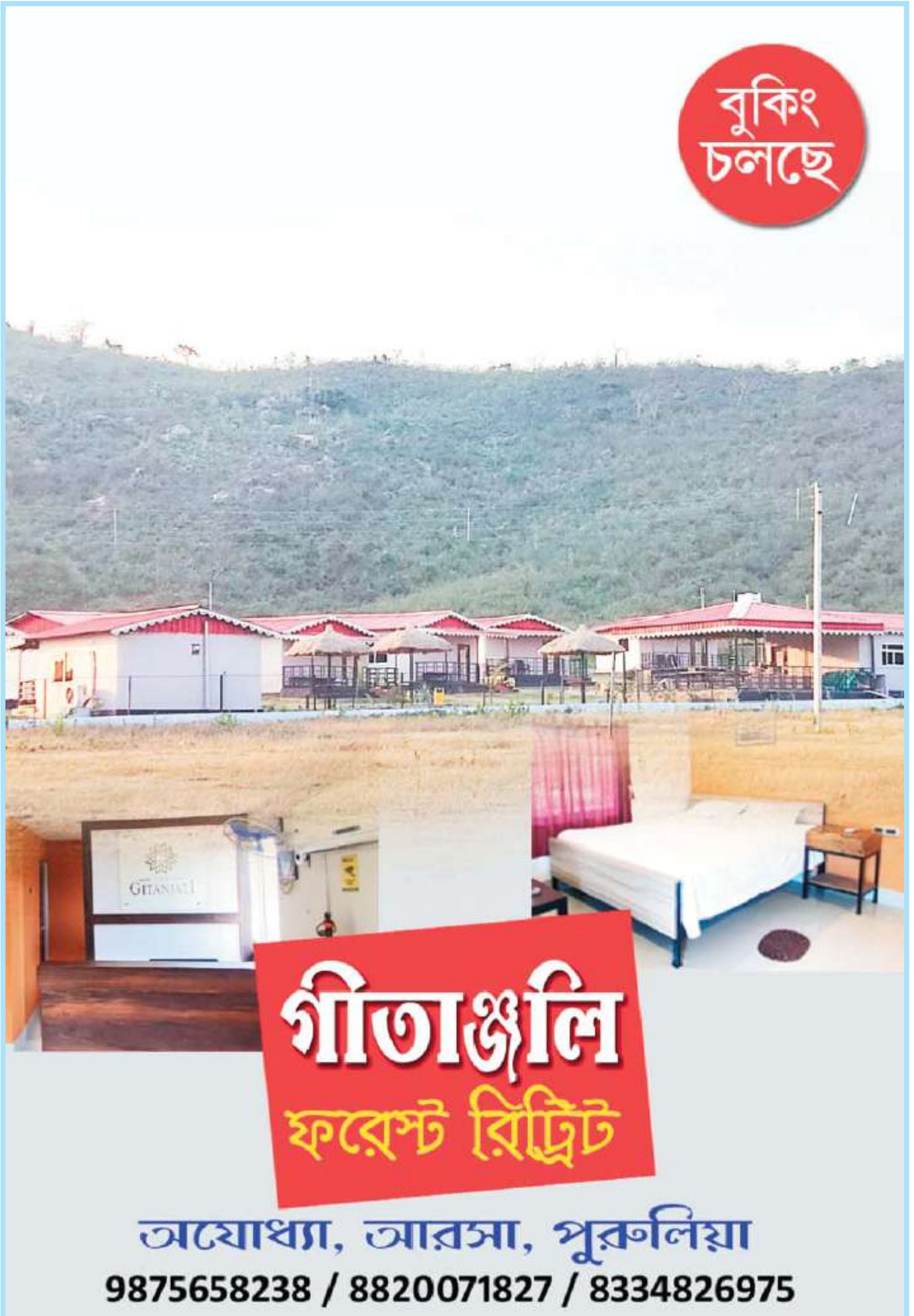

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com